NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ মেসির ফ্যানবয় হতে চান না ইন্টার মায়ামির গোলরক্ষক

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয় ভারতীয় দলের ৮

কলকাতা ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ৫ আশ্বিন ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ১০৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 23.9.2023, Vol.17, Issue No.104, 8 Pages, Price 3.00

রাজ্যে বিশ্বমানের শপিং মল গড়বে বহুজাতিক সংস্থা লুলু

দুবাইয়ে একান্ত বৈঠক শেষে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার দুবাই থেকে বিনিয়োগ হবে বাংলায়। শুক্রবার বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থা লুলু গোষ্ঠীর সঙ্গে একান্তে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাণিজ্য বৈঠকের আগে শুক্রবার লুলু গোষ্ঠীর এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর আশরফ আলির সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আশরফের ওই বৈঠক সদর্থক হয়েছে। রাজ্যে বিনিয়োগ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়েছে দু'জনের মধ্যে। মমতা পরে তাঁর এক্স হ্যান্ডলে এই বৈঠকের কথা লিখেছেন। তিনি জানিয়েছেন, শুক্রবারের বৈঠক বাংলার উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত আশাপ্রদ।

বৈঠকে কোন কোন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, কলকাতার নিউটাউনে বিশ্ব মানের শপিং মল তৈরি করবে লুলু গোষ্ঠী। বিশ্বের সমস্ত দেশে লুলু গোষ্ঠীর সমস্ত শপিং মলে 'বিশ্ববাংলা'র জন্য আলাদা 'কাউন্টার' খোলা হতে পারে। সেখানে বিক্রি হবে শুধুই 'বিশ্ববাংলা'র পণ্য। নিজেদের সমস্ত বিপণির জন্য প্রয়োজনীয় ফল এবং সবজি লুলু সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ থেকেই কিনতে পারে। বাংলায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র খুলতেও আগ্রহী ওই সংস্থা। মৎস্য এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ, পোলট্রি, ডেয়ারি শিল্পে বিনিয়োগেও আগ্রহ প্রকাশ করেছে ওই সংস্থা। বাংলায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পেও আগ্রহ দেখিয়েছে তারা। মুখ্যমন্ত্রী এক্স -এ জানিয়েছেন, ২০২৩ সালের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আসার জন্য লুলু গোষ্ঠীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

লুলু গোষ্ঠীর কর্ণধার ইউসুফ আলি মুসালিয়াম ভেট্টিল আবদুল কাদের কেরলের ত্রিশূরের ভূমিপুত্র। তাঁর কাকা এমকে আবদ্দুলাহ এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। সংস্থার প্রধান কেন্দ্র আবু ধাবি। আরব আমিরশাহি, ভারত, সৌদি আরব, কুয়েত, বাহরিন, ওমান, মিশর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় এই গোষ্ঠীর মোট ২৩৪টি বিপণি রয়েছে। কয়েক বছর ধরে রপ্তানি বাণিজ্য শুরু করেছে সংস্থা। তাদের হোটেল ও রিয়েল এস্টেটের ব্যবসাও রয়েছে। কেরল ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে লুলু গ্রুপের বিনিয়োগ রয়েছে। লখনউয়ে সব থেকে বড় শপিং মলটি তাদেরই তৈরি।

আমিরশাহির বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্পেনে একাধিক বাণিজ্য বৈঠক সেরে দুবাই এসেছেন মমতা। শুক্রবার আরব আমিরশাহির বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী থানি বিন আহমেদ আল জেয়ুদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আরব আমিরশাহির বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার বিষয়ে দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

শুক্রবার দুবাইয়ের দ্য রিটজ কার্লটনের বাণিজ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাঁর আবেদন, 'নিজের চোখে এসে দেখুন, বাংলায় কতটা শিল্পবান্ধব পরিবেশ রয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, মোট যত পণ্য পশ্চিমবঙ্গ রপ্তানি করে, তার ১২ শতাংশই যায় আরব আমিরশাহিতে। তিনি এ-ও জানান, দেশের সব রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক বৃদ্ধির হার দ্রুততম। ২০২৩-২৪ সালে রাজ্যের জিডিপি-র পরিমাণ হতে চলেছে ২১ হাজার ২০০ কোটি আমেরিকান ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা ১৭ লক্ষ ৫৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

আগামী ২১ এবং ২২ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়োজনে হবে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। সেখানে আমিরশাহির মন্ত্রী এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মমতা।

খারিজ হল না ইডির এফআইআর

হাইকোর্টে রক্ষাকবচ পেলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আপাতত স্বস্তিতে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আপাতত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না ইডি, এমনই নির্দেশ দিতে দেখা গেল বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষকে। তবে তদন্তে কোনও হস্তক্ষেপ করছে না আদালত। অভিষেকের বিরুদ্ধে যে ইসিআইআর দায়ের করেছিল ইডি তাও খারিজ করল না আদালত। রায় ঘোষণার সময় আদালত এও জানায়, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র গ্রেপ্তার হওয়ার পরও কোনও নতুন তথ্য জোগাড় করতে পারেনি ইডি। তাই কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না অভিষেকের বিরুদ্ধে।

বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এদিন রায় ঘোষণার সময় উল্লেখ করেন, যে সময়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমন পাঠানো হয়েছিল তারপর পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছেন অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সুজয়কৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করার পরও ইডি এমন কোনও তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি, যাতে অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা যেতে পারে। তবে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি-র তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তাই ইসিআইআর খারিজ করেনি আদালত। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষের মুখে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শোনা যাওয়ার পরই নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িয়ে যায় তৃণমূল সাংসদ অভিষেকের নাম। এরপর শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হলেও রক্ষাকবচ দেওয়া হয়নি তাঁকে। তবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, প্রয়োজনে মামলা করতে পারেন তিনি। এছাড়া কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা নির্দেশ দিয়েছিলেন, অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে পারে ইডি। সেই নির্দেশ খারিজ করার জন্যই বিচারপতি ঘোষের বেঞ্চে আবেদন জানানো হয়। শুক্রবার হাইকোর্টের নির্দেশ শোনার পর তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'রাজনীতিতে বিরোধীরা শকুনের চোখ লাগিয়ে রাখে। সেজন্য দু-একটি কথা বলে রাখা দরকার। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বারবার বলেছেন যে তিনি বিন্দুমাত্র অপরাধ করেননি। কেউ তাঁর বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র কোনও প্রমাণ যদি দেখাতে পারে, তাহলে তিনি নিজে শাস্তি মাথা পেতে নেবেন। শুক্রবার আদালতের রায়ে অভিষেকের কথাগুলিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।'

কুণালের দাবি, 'বিজেপি যে এতদিন জোর করে কোনও প্রমাণ ছাড়া স্রেফ রাজনৈতিকভাবে হেনস্তা করার জন্য অভিষেককে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছে, সেটা প্রমাণিত।' একই কথা বলছেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজাও। তাঁর বক্তব্য, 'হাইকোর্টের নির্দেশের পর এটা পরিষ্কার অভিষেককে হেনস্তা করার জন্য বারবার টার্গেট করা হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই যে তাঁকে বদনাম করো, এবং রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ শেষ করে দাও। আমরা ধিক্কার জানাই।'

উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিষেকের সংস্থা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের নিউ আলিপুরের অফিসে হানা দেয় ইডি। সেখান থেকে বেশ কিছু নথিও উদ্ধার করা হয়। এমনকী প্রেস বিবৃতিতে অভিষেককে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের সিইও বলে উল্লেখ করে ইডি। সেই মামলা বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার এজলাসে শুনানি হচ্ছে। আদালত লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের সঙ্গে জড়িত সংস্থার ডিরেক্টর, সিইও ও অন্যান্য পদাধিকারীদের সম্পত্তির নথি তলব করে। বৃহস্পতিবার মুখবন্ধ খামে সম্পত্তির খতিয়ান আদালতে জমা করে ইডি। আগামী দিনে এই মামলা নতুন কোনও দিকে মোড় নেয় কি না, সেটাই এখন দেখার।

রেলে দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি হল ১০ গুণ

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর: যে কোনওরকম দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে দেওয়া ক্ষতিপূরণ অনেকটা বেড়ে গেল। রেল বোর্ডের প্রস্তাব মেনে রেল মন্ত্রক ১০ গুণ বাড়িয়ে দিল সব রকমের ক্ষতিপূরণের অঙ্ক। অল্প চোট থেকে মৃত্যু সবেতেই একই ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক।

রেল আইনের ১২৪ ধারা অনুযায়ী আগে কারও মৃত্যু হলে পরিবারকে দেওয়া হত ৫০ হাজার টাকা। রেলের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হয়েছে পাঁচ লাখ টাকা। ট্রেন দুর্ঘটনার পাশাপাশি রেলের লেভেল ক্রসিংয়ে কারও মৃত্যু হলেও এখন থেকে ক্ষতিপূরণ পাঁচ লাখ টাকা। অন্যান্য ক্ষতিপূরণও বৃদ্ধি পেয়েছে। গুরুতর জখমদের ক্ষতিপূরণ ২৫ হাজার থেকে দশ গুণ বেড়ে হয়েছে আড়াই লাখ টাকা। আবার অল্প জখম হলে আগে মিলত পাঁচ হাজার টাকা। এ বার মিলবে ৫০ হাজার টাকা। তবে, কোনও ব্যক্তি যদি আত্মহনন করেন বা সেই রকম চেষ্টায় জখম হন তবে রেল কোনও রকম ক্ষতিপূরণ দেয় না। রেল লাইন পার হওয়ার সময়ে বা ওভারহেড বৈদ্যুতিক তারে লেগে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও কোনও ক্ষতিপূরণ দেয় না রেল। কারণ, এই কাজগুলি রেলের চোখে অবৈধ। আবার কারও যদি ট্রেনের মধ্যে স্বাভাবিক মৃত্যু হয় সে ক্ষেত্রেও রেল কোনও ক্ষতিপূরণ দেয় না।

দুর্ঘটনা ছাড়া অন্য কোনও অপ্রীতিকর ঘটনায় কারও মৃত্যু হলে আগে রেল ১৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিত। এখন দেবে দেড় লাখ টাকা। গুরুতর জখমদের ক্ষতিপূরণ পাঁচ হাজার টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৫০ হাজার টাকা।

গোরুপাচার মামলায় প্রথম জামিন

জামিন পেলেন অনুব্রতর হিসাবরক্ষক মনীশ কোঠারি

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর: গোরুপাচার মামলায় প্রথম জামিন। তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের হিসেবরক্ষক মণীশ কোঠারি জামিন পেলেন। শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্ট থেকে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে কেষ্টর হিসেবরক্ষকের। গোরু পাচার মামলায় অনুব্রতর গ্রেপ্তারির কিছুদিন পরই দিল্লিতে তলব করা হয়েছিল মণীশ কোঠারিকে। সেখানে তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট না হওয়ায়, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়েছিলেন। অবশেষে শুক্রবার জামিন পেলেন অনুব্রতর হিসেবরক্ষক। এর আগে একাধিকবার অনুব্রত মণ্ডল ও তাঁর কন্যা সুকন্যা মণ্ডল জামিনের জন্য আবেদন করেছেন। তাঁদের জামিন এখনও অধরা। তবে এরই মধ্যে গোরু পাচার মামলায় জামিন পেলেন তাঁর হিসেব রক্ষক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মণীশ কোঠারি।

উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে দিল্লিতে তলব করা হয়েছিল মণীশ কোঠারিকে। রাজধানীতে প্রবর্তন ভবনে ইডির অফিসে গিয়ে হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি। ১৪ মার্চ ইডির অফিসে বসিয়ে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল তাঁকে। প্রায় সাত ঘণ্টা ধরে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্তকারী অফিসারদের প্রশ্নমালার মুখোমুখি হন তিনি। কিন্তু ইডি অফিসাররা তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট না হওয়ায় সেদিনই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল অনুব্রত মণ্ডলের হিসেব রক্ষককে। সকাল থেকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সন্ধেয় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি। গ্রেপ্তারির পর থেকে তিহার জেলেই রাখা হয়েছিল তাঁকে। গ্রেপ্তারির প্রায় ৬ মাসেরও বেশি সময় পর অবশেষে জেলমুক্তি হচ্ছে কেষ্টর হিসেবরক্ষক মণীশ কোঠারির।

প্রসঙ্গত, ইডির হাতে গ্রেপ্তারির পর মণীশ কোঠারিকে ক্যামেরার সামনে একপ্রকার ভেঙে পড়তেও দেখা গিয়েছিল। গ্রেপ্তারির পর শুরুর দিকে যখন তিনি ইডি হেপাজতে ছিলেন, তখন একদিন দিল্লির রাউজ এভিনিউ আদালত চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়তেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে। বার বার নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'আমি কিছু করিনি।'

কলকাতায় ফের ডেঙ্গু আক্রান্তের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরে আরও এক ডেঙ্গু আক্রান্তের মৃত্যু। বছর আটাত্তরের কল্পনা দত্তের মৃত্যু হয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে মুকুন্দপুরের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বৃদ্ধা। বৃহস্পতিবার রাতে মুকুন্দপুরের হাসপাতালেই মৃত্যু হয়। বাঘাযতীনের বাসিন্দার ডেথ সার্টিফিকেটে ডেঙ্গুর উল্লেখ রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে মোট তিনজনের মৃত্যু। বৃহস্পতিবার রাতেই সল্টলেকের এ ই ব্লকের এক ডেঙ্গু আক্রান্ত বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। জ্বর নিয়ে গত ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতার নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন ওই বৃদ্ধ। ওই বৃদ্ধের ডেথ সার্টিফিকেটেও ডেঙ্গুর কথা উল্লেখ রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতেই আবার মেদিনীপুর ও খড়্গপুরে ডেঙ্গু আক্রান্ত দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার কলকাতার মেয়র যা তথ্য দিলেন, তাতে আরও বেশি চিন্তার ভাঁজ স্বাস্থ্য কর্তাদের কপালে। মেয়র জানিয়েছেন, গত সপ্তাহে যেখানে ২৭০০ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত ছিলেন, সেটা ১১০০ বেড়েছে। বর্তমানে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮০২ জন।

কলকাতা পুরসভা ডেঙ্গু দমনে সর্বোতভাবে চেষ্টা করছে, একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে ফিরহাদ জানালেন। তবে সরকারি দপ্তর, পিডব্লুউডি-র ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। সেখানে ফিরহাদ হাকিমের স্পষ্ট বার্তা, সকলেই নোটিস ধরানো হবে।

যদিও একটি বিষয় উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত রাজ্যের

গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত ৩

সরকারি কিংবা বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় কোনও গাফিলতির অভিযোগ ওঠেনি। সমস্যা দুটো। চিকিৎসকরা বলছেন, আক্রান্তরা অনেকটাই দেরিতে হাসপাতালে আসছেন। তখন চিকিৎসা করাটাই সমস্যার হয়ে যাচ্ছে। দুই, প্লেটলেট হঠাৎ করেই নেমে যাচ্ছে। কিন্তু তা নিয়ে স্বাস্থ্য কর্তাদের আলোচনা কোথাও গিয়ে অসম্পূর্ণই থেকে যাচ্ছে। অন্যদিকে, নাগরিকদেরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন স্বাস্থ্য কর্তারা।

অক্টোবরের প্রথমেই তাণ্ডব দেখাতে পারে তেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃষ্টিতে ভেসেছে গণেশ চতুর্থী। বৃষ্টি হয়েছে বিশ্বকর্মা পুজোতেও। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে, অক্টোবরের শুরুতেই আছড়ে পড়তে পারে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়। এই সাইক্লোটি আছড়ে পড়লে সেটির নাম হবে তেজ। ভারতের তরফে এই নামটি দেওয়া হয়েছে। উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ, দক্ষিণ ওড়িশায় এই সাইক্লোনের সমচেয়ে বেশি তাণ্ডব চালানোর সম্ভাবনা। ঘূর্ণিঝড় প্রভাব ফেলতে পারে বিহার, পশ্চিমবঙ্গেও। ফলে অক্টোবরের শুরু থেকেই পুজোর মরশুমে এই ঘূর্ণিঝড় সমস্ত বাজার ভেস্তে দিতে পারে।

দুর্গাপুজো পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয় বিহার, ওড়িশা, কর্নাটক, দিল্লি, অসম-সহ একাধিক রাজ্যে ধুমধাম করে দুর্গোৎসব পালিত হয়। পাশাপাশি একইসময় দেশজুড়ে পালিত হয় নবরাত্রি উৎসব। কিন্তু, আবহাওয়াবিদদের আশঙ্কা অক্টোবরে ঘূর্ণিঝড় তাণ্ডব চালাতে পারে একাধিক রাজ্যে। তবে আইএমডি-র তরফে এখনও কোনও ঘূর্ণিঝড় নিয়ে কোনও পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি। তবে একাধিক আবহাওয়া গবেষণা সংস্থার তরফে খবর, আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি শক্তিশালী নিম্নচাপ তৈরি হবে। যা ক্রমশ ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেবে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে। অ্যাকিউট ওয়েদারের আন্তর্জাতিক আবহাওয়াবিদ জেসন নিকোলাস জানিয়েছেন, 'সেপ্টেম্বরের শেষ কিংবা অক্টোবরের শুরুতে বঙ্গোপসাগরে একটি জোরাল ঘূর্ণিঝড় তৈরি হবে।'

এরই পাশাপাশি একাধিক আবহাওয়া বিশেষজ্ঞও জানাচ্ছেন, পূর্ব ভারতের দিকে ছুটে আসছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবরের মধ্যে একটি শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত প্রভাব ফেলবে পূর্ব ভারতে, এমনটা আগে অবশ্য জানিয়েছিল আইএমডি। এটিই সাইক্লোনে রূপান্তরিত হবে কি না, তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আপডেট দেয়নি মৌসম ভবন।

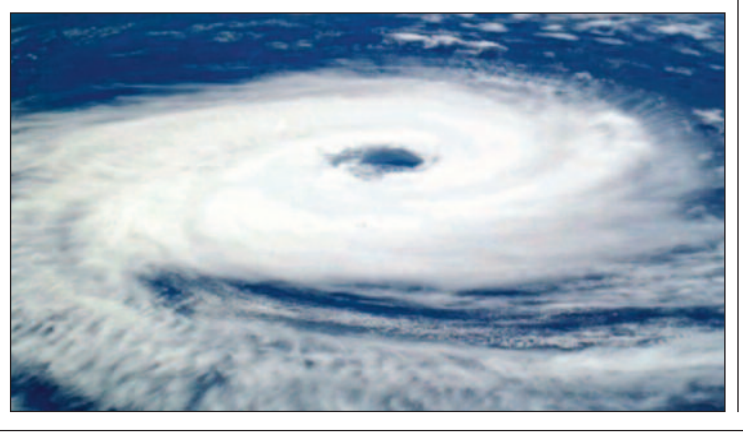

ইসরোর ডাকে ঘুম ভাঙেনি প্রজ্ঞানের

শ্রীহরিকোটা, ২২ সেপ্টেম্বর: পৃথিবীর ডাকে সাড়া দিল না চন্দ্রযান-৩। চাঁদের মাটিতে কাজ শেষের পর ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল চন্দ্রযান-৩ অভিযানের অবতরণ যান বিক্রম এবং অভিযাত্রী যান প্রজ্ঞানকে। কথা ছিল, চাঁদে যখন আবার সূর্য উঠবে, তখন তাদের ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করা হবে। শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সেই চেষ্টা করার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসরোর কোনও চেষ্টাই সফল হয়নি শুক্রবার। ইসরো জানিয়েছে, বিক্রম বা প্রজ্ঞানের কাছ থেকে কোনও সিগন্যালই এসে পৌঁছয়নি পৃথিবীতে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২০/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৫৭৯ নং এফিডেভিট বলে Saila Kumar Koley S/o. Prafulla Kumar Koley ও Shaila Kr Kole S/o. P. Kole সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৭২০ নং এফিডেভিট বলে আমি Pritam Maity ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Buddhadev Maity ও B. Maity সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২২/০৯/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫২৬৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Hedaitullah (old name) at Shibpur Bye Lane, Bansberia, Mogra, Hooghly-712502, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md. Hedaitullah Ansari (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Md. Hedaitullah & Md. Hedaitullah Ansari উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Noor Aman Ansari.

নাম-পদবী

গত ২২/০৯/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫২৬৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Puja Maiti (old name) D/o. Surjakanta Maiti at Kochua, Karicha, Polba, Hooghly-712409, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Puja Maity (new name) D/o. Surja Kanta Maity নামে পরিচিত হইয়াছি। Puja Maiti D/o. Surjakanta Maiti Puja Maity D/o. Surja Kanta Maity উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৯/২৩ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ১২১৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Aninidita Sarkar (old name) W/o. Subrata Sarkar at 19/160, Jugipara Lane, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Anindita Sarkar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Aninidita Sarkar & Anindita Sarkar W/o. Subrata Sarkar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি, একতা ঝাওয়ার, ডি/ও এম আর কৃষ্ণ গোপাল ঝাওয়ার, বয়স ২৭ বছর ৫৬/১/১ কিংস রোড, হাওড়া ৭১১১০১ প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার সামনে শপথ নেওয়ার মাধ্যমে ঘোষণা এবং নিশ্চিত করছি ৯ই এপ্রিল 2019-AFFIDAVIT নম্বর ৯১৬৯ সেই দিশা এবং একতা একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি যে আমিই। যদি আমার নাম একতা হিসাবে রেকর্ড করা হয় তবে এটিকে দিশা হিসাবে গণ্য করা উচিত কারণ উভয়ই একই।

নাম-পদবী

আমি, নিধি ঝাওয়ার, ডি/ও এমআর কৃষ্ণ গোপাল ঝাওয়ার, বয়স ২২ বছর ৫৬/১/১ কিংস রোড, হাওড়া ৭১১১০১ প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার সামনে শপথ নেওয়ার মাধ্যমে ঘোষণা এবং নিশ্চিত করছি ৯ই এপ্রিল 2019-AFFIDAVIT নম্বর ৯১৭০ সেই লিজা এবং নিধি একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি যে আমি। যদি আমার নাম নিধি হিসাবে রেকর্ড করা হয় তবে এটিকে লিজাহ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত কারণ উভয়ই একই।

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Kanainagar Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat samity), Kanainagar, Nadia. **NIT No. 16e/ KNGP/2023-24/15thFC/ SAPP (UNTIED), 17e/KNGP/ 2023-24/SBM/ 3rd PHASE.** Last date of submission **29.09.2023 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www. wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Kanainagar Gram Panchayat.

Tender

Sealed Tenders are invited by The Prodhan, Hanspukuria Gram Panchayat (Under Tehatta–II Panchayat Samity), Hanspukuria, Nadia. **NIT NO. 06/ HANS GP(2023-24), MEMO NO- HANS/509, Dated- 22.09.2023,** Last date of application **04.10.2023 up to 4p.m.** For details please contact to the Office.

Sd/- Prodhan,
Hanspukuria Gram Panchayat, Hanspukuria.

Tender

Sealed Tender invited by The Prodhan, Palsunda-II Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Bareya, Nadia. **NIT- 05/(2023-24) FUND SBM(G)/15th CFC, Memo -273/PAL-II/23, Dated - 22.09.2023.** Last date of application **29.09.2023 up to 3p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Palsunda-II Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল সুরজিৎ সাহা, পিতা- স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ সাহা, সাং- সমসপুর, পোঃ ও থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী নিকট হইতে হুগলী জেলার চুঁচুড়া এ. ডি. এস. আর ও ডি. এস আর ১ অফিসে ১) ২০০৪ সালে রেজিস্ট্রিকৃত ১ নং বহির ১২ নং ভ্যলুমের ৩২৫ হইতে ৩২৮ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ৮৭৫ নং; ২) ২০১০ সালের রেজিস্ট্রিকৃত ১ নং বহির ২৩ নং ভ্যলুমের ৪৬৯৫ হইতে ৪৭০৮ পাতায় ৮১১৫ নং; ৩) ২০১২ সালের ১ নং বহির ২ নং ভ্যলুমের ২৬১৭ হইতে ২৬৩১ পাতায় ৫১০ নং; ৪) ২০১২ সালের ১ নং বহির ২ নং ভ্যলুমের ২৬৪৪ হইতে ২৬৫৭ পাতায় ৫১২ নং; ৫) ১৯৯৫ সালের ১ নং বহির ২৭ নং ভ্যলুমের ৯ হইতে ১২ নং পাতায় ২৩৩৭ নং; ৬) ১৯৯৫ সালের ১ নং বহির ২৭ নং ভ্যলুমের ৫১ হইতে ৫৪ পাতায় ২৩৪৬ নং; ৭) ১৯৯৫ সালের ১ নং বহির ২৭ নং ভ্যলুমের ৩৭ হইতে ৪২ পাতায় ২৩৪৩ নং; ৮) ১৯৮৬ সালের ১ নং বহির ৬২ নং ভ্যলুমের ৪১ হইতে ৪৬ পাতায় ৩৫৪২ নং অরিজিনাল দলিল গুলি হারাইয়া যায় এই মর্মে চুঁচুড়া আদালতে ১২/০৯/২০২৩ তারিখে একটি জুডিসিয়াল এ্যাফিড্যাফিট করা হয় এবং হুগলী জেলা চুঁচুড়া থানায় ইংরাজীর ১৪/০৯/২০২৩ তারিখে ৮৮৯ (I) নং জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত দলিল গুলি যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি পাইয়া থাকেন বা উক্ত দলিলের সম্পত্তির বিষয়ে কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য দাবি দাওয়া বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী উকিল বাবুর নিকট ফেরৎ দেবেন বা তথ্য প্রমান সহ যোগাযোগ করিবেন। নতুবা সকল প্রকার আপত্তি বা দাবি দাওয়া আগ্রহ হইবে।

ধন্যবাদন্তে
প্রিয়াঙ্কা দে
এ্যাডভোকেট
ফোন নং- ৮০১৭৭৯৮৭৮০

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৩ শে সেপ্টেম্বর, ৫ই আশ্বিন শনিবার । অষ্টমী তিথি, জন্মে ধনু রাশি, অষ্টোত্তরী শনির মহাদশা,বিংশোত্তরী কেতুর মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে, প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ মিটে যাওয়ার পথে। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের জন্য হাসপাতাল বা ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। যারা উচ্চবিদ্যা চর্চা করছেন তাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্য। ধীরে চললে আর ধৈর্য রাখলে আগামী শুভ। প্রতিদিন সকালে তুলসী পাতা দেব শ্রীবিষ্ণুর চরণে দিন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশীর সহযোগিতায়; পুরাতন বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটা হয়ে যাবে। সতর্ক থাকতে হবে বিবাদ বিতর্ক থেকে। বাড়ির পরিচারিকা বা সাহায্যকারী সাথে ছোট কোন বিষয় বিবাদ সম্ভাবনা। প্রেমিক যুগল বিতর্ক। যারা সাংবাদিকতা বা শিল্পী কলাকুশলী মধ্যে কাজ করেন তাদের ধৈর্য ধরতে হবে। দেবী তারা মায়ের নাম করুন।

মিথুন রাশি : কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে। আপনার পাশের চেয়ারের মানুষ আপনার গুপ্ত শত্রু একটু সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দ্বিধা চলছে, সেখান থেকে পরিত্রাণের পথ নেই পুজোর সময় তিল সহ মহাদেব শিবকে পূজা করুন উপকৃত হবেন।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ এবং শান্তির বাতাবরণ। কোন পুরাতন বান্ধবী দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। যে প্রভাবশালী মানুষের সহযোগিতা চেয়েছিলেন, আজ তা প্রাপ্ত করবেন। কর্মে অতীব শুভ। প্রেমিক যুগল প্রেমের তরণীতে বয়ে চলুন।যারা উচ্চবিদ্যা যোগে শিক্ষা লাভে ব্যাস্ত, তাদের জন্য শুভ দিন। জয় তারা জয় তারা ,বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : গুপ্ত প্রেমের সম্পর্ক , সতর্ক থাকুন। বান্ধবীর পরামর্শ উন্নতি। প্রেমিক প্রেমিকার , কথা প্রকাশ্যে আসলে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হবে। যারা ইমারতী দ্রব্যের কাজ করেন তাদের উন্নতি নিশ্চয়। যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চয়ই। বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত একটু ধৈর্য সহকারে নিলে ভালো হবে। পূজোর দিনে বাবা বিশ্বনাথ কে দুগ্ধ দধি মধু শর্করা দিয়ে স্নান করান মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

কন্যা রাশি : ধৈর্য্য ধরুন। পরিবার এবং প্রতিবেশীদের সহযোগিতা আজ পাওয়া যাবে না। দোকান বাজার করাকে কেন্দ্র করে, বিরাট বিতর্ক। আজকে ধৈর্য রাখুন। আপনার মন তর্কে পরিপূর্ণ হবে। দেবদেব মহাদেবের নামকরণে পথ চলুন

তুলা রাশি : শুভ দিন আজ। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ ব্যবসায়িক দিকের নতুন পথের দেখা পাওয়া যাবে। দেবদেবীর পুজোতে সময় দিন। স্বপ্ন পূরণ হবে। আগামী পূজোর দিন তিলের তেল দ্বারা শিব স্নান, মনোবাসনা পূর্ণ হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধি নিয়ে চলুন শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : রাশি শুভ দিন। পরিবারের নারীদের সহযোগিতা পাবেন। সন্তানের কারণে বিদ্যালয় যে গোলযোগ ছিল ,দুশ্চিন্তা ছিল, আজ তা সমাধানের পথে ব্যবসায় অর্থ লাভ। বিত্তবান প্রবীন মানুষের সহযোগিতায় নতুন কর্মের ইঙ্গিত। যারা কর্মের অনুসন্ধানে রত তাদের জন্য শুভ দিন। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় কোন পুরাতন বান্ধবীর সহযোগিতায় শুভ। আজ পূজোর দিন, সন্ধ্যাবেলায় দুর্বাসহ, শিব স্নান করান মনোবাসনা পূরণ হবে।

ধনু রাশি : খুব শুভ দিন। পুরাতন শত্রু আপনার বশীভূত হবে ।আজ ব্যবসায় নতুন পথের সন্ধান পাবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে রত, তাদের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে। যারা রাজনীতিতে আছেন, তাদের জনসংযোগ বৃদ্ধি হবে। এক প্রতিবেশীর কারণে, বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি ।আখের রস দিয়ে কৈলাস প্রতি শিব স্নান শুভ। পুজোর সময় , হলুদ পুষ্প দিয়ে দান প্রদান করুন শুভ হবে

মকর রাশি : শরীর পীড়া দায়ক। মানসিক শান্তি নষ্ট হবে ।পারিবারিক শান্তি শত্রু দ্বারা বিঘ্নিত হবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা। পরিবারে যে প্রবীণ মানুষ আছেন তার সাথে তর্ক-বিতর্ক নিশ্চিত। সন্তানের কারণে বিবাদ বিতর্ক। পূজোর সময় শিবের মস্তকে হলুদ পুষ্প প্রদান করুন ১০৮ আতপ চাউলসহ শিব পূজা করুন। ঘৃত চন্দন দ্বারা শিবস্নান করান শুভ হবে

কুম্ভ রাশি : বৃথা তর্ক পরিবারে। শান্তির বাতাবরণ নষ্ট করবে, এক গৃহশত্রু ।যারা মিডিয়ায় কাজ করেন মাস কমিউনিকেশনে কাজ করেন তাদের জন্য কিছুটা শুভ। যারা গৃহ শিক্ষকতা করেন তাদের জন্য ,ধৈর্য রাখলে দিনটি ভালো ।পাওনা টাকা আদায় হবে না আজ গ্রহ সংস্থান শুভ নয় ।আজ পূজোর সময় সাদা বাতাসা সহ আতপ সহ ,কৈলাস পতি বাবা মহাদেব কে স্নান করান শুভ হবে

মীন রাশি : শুভদিন। পরিবারের শুভ আনন্দদায়ক। শান্তির বাতাবরণ। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। পুরাতন কোন শিক্ষক বা মন্দিরের পুরোহিত দ্বারা বৈদিক উপদেশ জ্ঞাত হবেন।আজ পূজোর সময় দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু শর্করা এই পঞ্চামৃত দিয়ে শিব স্নান করান ,মনোবাসনা পূরণ হবে। বাড়িতে মাছের একুরিয়াম রাখা উচিত নয়।

(আজ শ্রীশ্রী অনুকুল চন্দ্রের শুভ ভূমিষ্ঠ দিবস। গোস্বামী মতে রাধাষ্টমী ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আজ ও কাল খাদ্য দপ্তরের দু'দিনের উপভোক্তা সম্পর্ক অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: গণবন্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ এবং মতামত জানতে খাদ্য দপ্তর দু'দিনের বিশেষ উপভোক্তা সম্পর্ক অভিযান চালাবে। আজ ও রবিবার রাজ্যজুড়ে সব রেশন দোকানে এই অভিযান চলবে। দপ্তরের কর্মী ও আধিকারিকদের সঙ্গে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষও রেশন দোকানে গিয়ে গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলবেন। ডিলারদের সঙ্গেও তাঁদের কথা হবে।

অন্যদিকে, গ্রাহকদের জন্য খাদ্য দপ্তরের গৃহীত নানা পদক্ষেপ, তাঁদের প্রাপ্য খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ ইত্যাদি তাদের বুঝিয়ে বলা হবে। খাদ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আধিকারিকরা রেশন দোকান থেকে প্রাপ্ত তথ্য দপ্তরের কাছে রিপোর্ট হিসাবে পেশ করবেন। তিনি জানান, গত বছর এপ্রিল ও নভেম্বর মাসে দু'দিন এই কর্মসূচি চলেছিল এবং ভালো সাড়া মিলেছিল।

খাদ্য দপ্তর এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকায় জানিয়েছে, সচিবালয়, ডিরেক্টরেট ও আঞ্চলিক পর্যায়ের সব আধিকারিক ও কর্মীকে আজ ও রবিবার জনসম্পর্ক অভিযানে অংশ নিতে হবে। নিজের এলাকা বা কাছাকাছি কোনও জায়গায় দু'দিনে অন্তত দু'টি দোকানে যেতে হবে। খাদ্য দপ্তরের কাছে পরিদর্শনের রিপোর্ট পেশ করার পাশাপাশি নিজেদের অভিজ্ঞতা তাঁদের সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করতেও বলা হয়েছে। রেশন গ্রাহকদের কত পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী প্রাপ্য সেটাও জানাতে হবে। নির্ধারিত পরিমাণ সামগ্রী তাঁরা পাচ্ছেন কি না এবং গুণগত মান কেমন, সেটা জানতে হবে গ্রাহকদের কাছ থেকে। রেশন গ্রাহকদের আধার নম্বর সংযুক্তিকরণের জন্যও পরামর্শ দিতে হবে। রেশন দোকানে আই স্ক্যানার, ওজন করার ইলেকট্রনিক যন্ত্র প্রভৃতি চালু হয়েছে। সে বিষয়েও গ্রাহকদের জানাতে বলা হয়েছে।

‘আর দল করব না’, বিজেপি ছাড়তে চান পূর্ব মেদিনীপুরের প্রলয় পাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, তমলুক : বিজেপির তমলুক সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন প্রলয় পাল। শুক্রবার বিকেলেই তিনি নিজের ফেসবুক হ্যান্ডেলে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করেন। লিখেছেন, ‘ভালো থেকো রাজনীতি। আর নয়। দাও বিদায়।’ প্রলয় পালের এই ফেসবুক পোস্ট ঘিরেই কানাঘুষো শুরু হয়ে গিয়েছে জেলার রাজনীতির অন্দরমহলে।

বিজেপি ছাড়ছেন? নাকি রাজনীতি থেকে পুরোপুরি ইতি? এই ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টের বিষয়টি খোলসা করতে আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করেছিলেন প্রলয় পালের সঙ্গে। ফোনে প্রলয় পালকে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টের বিষয়ে প্রশ্ন করতেই সটান জবাব, ‘আমি আর দল করব না।’ সঙ্গে আরও জানালেন, তিনি জেলা সভাপতির সঙ্গে দেখা করার জন্য ইতিমধ্যেই সময় চেয়েছেন। জেলা সভাপতির সঙ্গে দেখা করে শনিবার তিনি পদত্যাগপত্র দিতে চাইছেন বলে জানালেন। বললেন, ‘থাকব না আর, দল করব না।’

যদিও কী কারণে তিনি বিজেপি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। এই নিয়ে কোনও মন্তব্য তিনি করতে চাননি। ফলে তিনি শুধু বিজেপি থেকেই বিদায় নিচ্ছেন, নাকি রাজনীতি থেকেই পুরোপুরি সন্ন্যাস নিচ্ছেন, সেই বিষয়টিও এখনও খোলসা হয়নি। প্রলয় পালের পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ কী হয়, তা আগামী দিনগুলিতেই স্পষ্ট হতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

পাহাড়ের গ্রামীণ এলাকা উন্নয়নে আরও এক কিস্তি টাকা বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে পাহাড়ের গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার আরও এক কিস্তি টাকা বরাদ্দ করেছে। কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে মোট ৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। গোর্খাল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশসন জিটিএর আওতায় গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই খাতে আরও ১২০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় বরাদ্দ মিলবে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

আনটায়েড ফান্ড হওয়ার কারণে জিটিএ তাদের নিজেদের মতো এই টাকা খরচ করতে পারবে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশন অনুযায়ী টায়েড ফান্ড হল কোন খাতে কোন অর্থ ব্যবহার করা হবে তার নির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে গাইডলাইনে। আর আনটায়েড ফান্ড হল গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য যে কোন খাতে সেই টাকা ব্যবহার করা যায়। লোকসভা নির্বাচনের আগে পাহাড়ের গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের জন্য এই অর্থ বরাদ্দ নিঃসন্দেহে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ ১০০ দিনের গ্রামীণ প্রকল্প থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, একের পর এক প্রকল্পে কেন্দ্র বঞ্চনা করছে বলে অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২ অক্টোবর শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফেও দিল্লিতে তা নিয়ে প্রতিবাদ জানানো হবে। উপস্থিত থাকবেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই চাপেই আগেভাগে এই অর্থ বরাদ্দ কিনা সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

অনলাইন ক্লাসের নামে অনৈতিকভাবে টাকা নেওয়ার পিছনে যুক্ত মানিক পুত্র সৌভিকও, দাবি ইডি-র

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনলাইন ক্লাসের নামে মাথা পিছু তোলা হত ৫০০ টাকা। কোভিডের সময় এই রকম অনৈতিকভাবে টাকা রোজগার করার জন্যই ওই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যার মাথা ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য এবং তাপস কুমার মণ্ডল। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মানিকপুত্র সৌভিকও। ছেলে সৌভিক ভট্টাচার্যর জামিন মামলায় আদালতে এমনই বিস্ফোরক দাবি করল ইডি। একই সঙ্গে, অল বেঙ্গল টিচার ট্রেনিং অ্যাচিভার্স অ্যাসোসিয়েশন নামে বেসরকারি শিক্ষক সংগঠন তৈরি করা হয়েছিল বলেও দাবি করেন ইডির আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি। তার প্রেক্ষিতে ওই সংগঠন কেন তৈরি করা হয়েছিল, অনলাইনে শিক্ষকতার বিষয়টাই বা কীভাবে এল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। ওই সংগঠনের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কোনও যোগ আছে কি না তাও জানতে চায় আদালত। ইডি জানায়, নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত মানিক ভট্টাচার্য এবং তাপস কুমার মণ্ডল মিলে ঠিক করেছিলেন অনলাইন ক্লাস করানো হবে। ছাত্র পিছু ৫০০ টাকা করে নেওয়া হত। এই অ্যাসোসিয়েশনে মানিক ভট্টাচার্য এবং তাপস মণ্ডল, এরাই ছিলেন মূল মাথা। এর সঙ্গেও মানিক পুত্র সৌভিকের যোগ টানে ইডি। এদিন অবশ্য ফের মানিকপুত্রের জামিনের আর্জি পিছিয়ে দিয়েছে হাইকোর্ট। সৌভিকের আইনজীবীর দাবি ছিল, তাঁকে সাত মাস কোনওরকম প্রমাণ ছাড়াই জেলে রাখা হয়েছে। অযথা সময় নষ্ট করছে ইডি। এ পর্যন্ত সৌভিকের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দাবি সৌভিকের আইনজীবীর। মামলার পরবর্তী শুনানি সোমবার।

রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে উদ্বোধন হাওড়া-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্রুত যোগাযোগ শুধু দুটি স্থানকেই সংযুক্ত করে না, বরং স্বপ্নগুলিকে বাস্তবের সঙ্গে সংযুক্ত করে। আর একইসঙ্গে উন্নয়নের সম্ভাবনাকেও প্রসারিত করে। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, খুবই দ্রুত ২০৯৮/২০৮৯৭ রাঁচি-হাওড়া-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের দুটি রাজধানী শহরের মধ্যে দ্রুততম ট্রেন সংযোগ হতে চলেছে। যার সূচনা হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই রাঁচি-হাওড়া-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করবেন ভার্চুয়ালি। এরপর ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে বন্দে-ভারতের পরিষেবা পাবেন সাধারণ মানুষ। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মধ্যে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা রয়েছে। এতে রেল ব্যবহারকারীরা আরও আরামদায়ক এবং আরও সুবিধাজনক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন বলেই মনে করে দক্ষিণ-পূর্ব রেল। একইসঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এই ট্রেন ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী, পর্যটক ও শিল্পোদ্যোগীদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক হবে। আর এই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার হাত ধরে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও উন্নয়ন আসবে।

রাঁচি-হাওড়া রাঁচি বন্দে-ভারত এক্সপ্রেস সপ্তাহে ছ'দিন চলবে। মঙ্গলবার বন্দে ভারতের পরিষেবা মিলবে না। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ২০৯৮ রাঁচি, হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস সকাল ৫টা ১৫ মিনিটে রাঁচি থেকে যাত্রা করবে। ফিরতি পথে ২০৮৯৭ হাওড়া-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ১৫টা ৪৫ অর্থাৎ বিকেল ৩টে ৪৫ মিনিটে মিনিটে হাওড়া থেকে ছেড়ে রাত ১০টা ৫০ মিনিটে রাঁচিতে পৌঁছবে। মাঝে পথে মুড়ি, কোটশিলা, পুরুলিয়া, চাঁদিল, টাটানগর ও খড়গপুরে এই ট্রেনটি থামবে বলে জানানো হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফ থেকে।

হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশ্যাল ট্রেন চালু করছে পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সপ্তাহের শেষ ও জাতীয় ছুটির দিনগুলোতে ঘুরতে যাওয়ার কারণে টিকিটের বিশেষ চাহিদা তৈরি হয়। সেই বর্ধিত চাহিদাকে মাথায় রেখে যাত্রী সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দকে অগ্রাধিকার দিয়ে ওই দিনগুলোতে হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি রুটে স্পেশ্যাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল।

পাশাপাশি এই উদ্যোগ একদিকে যেমন পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে তাই নয় অপরদিকে স্থানীয় অর্থনীতির উন্নতিতেও সাহায্য করবে। ০৩০৩১ হাওড়া, নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস স্পেশ্যাল হাওড়া থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর (বুধবার) রাত্রি ১১৪০ মিনিটে ছাড়বে। ওই ট্রেনটি পরের দিন সকাল ১০৪৫ মিনিটে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছবে।

০৩০৩২ নিউ জলপাইগুড়ি, হাওড়া এক্সপ্রেস স্পেশ্যাল ২৮ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দুপুর ১২১৫ মিনিটে ছাড়বে। ট্রেনটি ওই দিনেই রাত্রি ১১৩০ মিনিটে হাওড়া স্টেশন পৌঁছবে।

স্পেশ্যাল ট্রেনে জেনারেল সেকেন্ড ক্লাসে, স্লিপার ক্লাস এবং বাতানকুল কামরার ব্যবস্থা থাকবে। ট্রেনটি তার যাত্রাপথে ব্যান্ডেল, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গিপুর রোড এবং মালদা টাউন স্টেশনে দাঁড়াবে। হাওড়া, নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস স্পেশ্যাল (০৩০৩১) টিকিট বুকিং রেলের পিআরএস ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে করা যাবে। এতে মেল /এক্সপ্রেস টিকিটের সমহারে ভাড়া হবে। ততকাল সহ অন্যান্য টিকিটের দামে ভর্তুকি লাগু করা হবে না।

কন্যাশ্রীদের নিয়ে শিক্ষামূলক পরিদর্শন কাঁকিনাড়ার রথতলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: স্কুলছুট ও বাল্যবিবাহ রোধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়েদের জন্য ২০১৩ সালে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। এই প্রকল্পে প্রতিবছর ১৩-১৮ বছর বয়সের মেয়েদের স্কলারশিপ প্রদান করে চলেছে রাজ্য সরকার। এবার কন্যাশ্রী প্রাপকদের শিক্ষামূলক পরিদর্শনে জোর দিল কাঁকিনাড়ার রথতলা ফিঙ্গাপাড়া গার্লস হাইস্কুল। উক্ত স্কুলের শিক্ষিকারা শিক্ষামূলক পরিদর্শনের জন্য শুক্রবার কন্যাশ্রীদের নিয়ে যান ভাটপাড়া থানার পানপুরে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে। ছাত্রীদের ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খোলা থেকে শুরু করে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট সুরক্ষা ও অনলাইন ব্যাংকের নিরাপত্তার বিষয়েও শিক্ষা দিলেন ব্যাংক অধিকারিকরা। পাশাপাশি ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা-সহ শিক্ষা

লোন সম্বন্ধেও ছাত্রীদের সম্যক ধারণা দিলেন ব্যাংক অধিকারিকরা। কন্যাশ্রীদের সঙ্গে এদিন ব্যাংকে উপস্থিত ছিলেন উক্ত স্কুলের কন্যাশ্রীর নোডাল শিক্ষিকা শ্রীলা ভট্টাচার্য ও শিক্ষিকা সুজাতা নিয়োগী।

ছাত্রপিছু ১০ টাকা বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের সুযোগ সুবিধার জন্য জন্য ছাত্র পিছু ১০ টাকা করে বরাদ্দ করল রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এই মর্মে পর্ষদের তরফে নোটিস জারি করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে তাদের স্কুলে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারে সেজন্য পানীয় জল-সহ পরিকাঠামো তৈরি করার জন্য এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই খাতে চলতি বছরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ১ কোটি টাকা খরচ হতে চলেছে। প্রত্যেক স্কুলকে পরীক্ষার আগেই এই টাকা পাঠিয়ে দেবে পর্ষদ। এবছরই প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী পিছু অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে বলে পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে।

হাওড়া মাছ বাজারে পদ্মার স্বাদে ভরা ইলিশ, চড়া দামের কারণে মুখ ফেরাচ্ছে খুচরো ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে দুর্গাপূজাতে ভোজন প্রিয় বাঙালির পাতে পড়বে বাংলাদেশের পদ্মার সুস্বাদু ইলিশ। বছরভর প্রতীক্ষার শেষে অবশেষে ভারতে ইলিশ রপ্তানির অনুমতি পুজোর সময় বাঙালির পাত পদ্মার ইলিশেই মজবে। দেড় সপ্তাহের অপেক্ষার পর শেষমেশ দরাজ মনে ইলিশ পাঠাতে রাজি হয়েছে বাংলাদেশ। কলকাতা ফিশ ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের আবেদনকে সামনে রেখে পুজোর আগেই বাংলা তথা ভারতে আসবে ৩৯৫০ হাজার টন ইলিশ।

পুজোর মরশুমে হাওড়া তথা রাজ্যের অন্যান্য বাজারে পদ্মার ইলিশের দাম থাকবে কেজি প্রতি ১০০০ থেকে ১৬০০ টাকা। বেশির ভাগ মাছেরই ওজন প্রায় এক কেজির বেশি। সর্বোচ্চ ১৫০০ গ্রাম পর্যন্ত এই

বছর মাছ এসেছে। যদিও পুজোর সময় খুচরো বাজারে এই দাম কিছুটা বেশিই হবে বলে মনে করছেন মাছ বিক্রেতারা। হাওড়া মাছ বাজার তথা ফিশ ইমপোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সৈয়দ আনোয়ার মকসুদ জানান, ‘ চলতি বছরে ১ কেজি বা তার ওপরে সাইজের মাছের দাম ১৫০০-১৬০০ টাকা । যা গতবারের তুলনায় কেজি প্রতি ৩০০থেকে ৪০০ টাকা বেশি।

একই সঙ্গে আরও একটি সমস্যা মাছ আমদানির ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ সরকার সমস্ত মাছ আমদানি করতে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সময় দিলেও, সেখানকার নিয়ম অনুসারে চলতি বছরে ১২ই অক্টোবর থেকে ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ৩৯৫০কেজি মেট্রিক টন ইলিশ আমদানির অনুমতি থাকলেও শেষ পর্যন্ত ১৫০০ - ১৬০০ কেজি মেট্রিক টন ইলিশ আমদানির করা সম্ভব হবে।’

এবছরও অবশেষে শুক্রবার থেকে আসতে শুরু করেছে বাংলাদেশি পদ্মার ইলিশ। ধাপে ধাপে মোট ৩৯৫০ কেজি মেট্রিক টন ইলিশ আমদানির অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। তবে এ বছরে ইলিশের দাম অত্যাধিক চড়া হওয়ায় আপাতত তা থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন ছোট খুচরো মাছ ব্যবসায়ীরা।

যদিও এই বছর পাইকারি বাজারেই পদ্মার ইলিশের দাম অনেক বেশি বলেই দাবি করেন খুচরো বাজারের মাছ বিক্রেতা তপন দাস। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে ইলিশের যোগান কম থাকার কারণে এই বছর হাওড়ার পাইকারি বাজারেই চড়া দাম পদ্মার ইলিশের। গত বছর ৮০০-৯৫০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ১০০০-১১০০ টাকায় কিনেছেন। যদিও এবারে এক কেজির ইলিশের দাম ১৪০০-১৫০০ টাকা। তার বেশি ওজনের দাম ১৫০০-১৬০০ টাকা চাইছে। এই দামে আমরা কিনে নিয়ে গেলে বিক্রি করব কি দামে। ১০০০-১৩০০ টাকা দাম হলে তাও ১২০০-১৫০০ টাকাতে বিক্রি করা যায়।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে বাংলাদেশ থেকে দুই হাজার ৯০০ টন ইলিশ ভারতে রপ্তানির জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যদিও রপ্তানি করা হয়েছিল মাত্র এক হাজার ৩০০ টন। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে ইলিশ ঢুকলে দেশের বাজারে ইলিশের চাহিদা অনেকটাই মিটবে বলে মনে করা হচ্ছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৩ সেপ্টেম্বর ৫ আশ্বিন, ১৪৩০, শনিবার

উপাচার্য নিয়োগের জন্য সার্চ কমিটির সদস্যদের তালিকা তৈরি: রাজ্যপাল

গোপন চিঠির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই বলে উল্লেখ করলেন তিনি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য নিয়োগের জন্য সার্চ কমিটির সদস্যদের তালিকা তৈরি হয়ে গিয়েছে। রাজভবনে এক অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন। ওই সার্চ কমিটিতে কি ভিনরাজ্যের কেউ থাকবেন কিনা সে প্রশ্নের জবাব অবশ্য তিনি এড়িয়ে যান।

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে রাজ্যপাল জানান, রাজভবন রাজনীতির জায়গা নয়। সংঘাত মুক্ত হওয়ার জায়গা হওয়া উচিত। প্রসঙ্গত, উপাচার্য নিয়োগে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের আবহে হস্তক্ষেপ করে সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কমিটি তৈরি করে দেওয়ার নির্দেশ দেয় সর্বোচ্চ আদালত।

এদিকে নবান্নে পাঠানো তাঁর গোপন চিঠির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই বলে রাজ্যপাল জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ওই চিঠি এখন ইতিহাস। দুটি চিঠির উত্তর পাওয়া নিয়ে পরিস্থিতি ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, তা দুই সাংবিধানিক সহকর্মীর মধ্যে থাকাই বাঞ্ছনীয়। তবে ওই চিঠি দুটো আর মিস্ট্রি নয়, হিস্ট্রি হয়ে গেছে।

প্রথমে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে 'মাঝরাতে' দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি। তার পর মাঝরাতে নবান্নে গোপন

চিঠি পাঠানো। একই ধরনের একটি গোপন চিঠি নয়াদিল্লিতে। গত ৯ সেপ্টেম্বর দুই গোপন চিঠিতে রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। যদিও রাজ্যপালের সেই চিঠিতে ঠিক কী আছে, তা আজও অজানা।

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এদিন কলাক্রান্তি মিশনের লোগোর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে তিনি রাজভবন থেকে বিশ্ব গাড়ি মুক্ত দিবস উপলক্ষে একটি সাইকেল মার্চেরও সূচনা করেন। তিনি বলেন, দেশের শিল্প- সংস্কৃতির উন্নয়নই এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য। রাজভবন বাংলায় শিল্প ও সংস্কৃতির প্রচারের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করছে। শিল্প, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যই দেশের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। রাজ্যপাল বলেন, কলাক্রান্তি মিশন দেশের শিল্প ও সংস্কৃতির সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করবে এবং এই উদ্যোগ শুধুমাত্র বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। অন্যান্য রাজ্যও এতে সামিল হবে। দুর্গা পূজার প্রাক্কালে কলা ক্রান্তি মিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে বলে রাজ্যপাল জানিয়েছেন।

অবশেষে স্বস্তিতে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তারা, কেরল থেকে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিক নিপা নেগেটিভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেলেঘাটা: স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তারা। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যুবক নিপায় আক্রান্ত কি না তা নিয়ে ছড়াচ্ছিল জল্পনা। তবে পুনে থেকে যে রিপোর্ট এসেছে তাতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, ওই যুবক নিপা নেগেটিভ। বলাই বাহুল্য স্বাস্থ্য অধিকর্তারা এই রিপোর্টেরই অপেক্ষায় ছিলেন। বৃহস্পতিবারই সন্দেহভাজন যুবকের নমুনা সংগ্রহ করে এনআইভি'র নির্দেশিকা মেনেই শুকনো বরফ-সহ ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় ভাইরাল ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া অর্থাৎ ভিটিএম বক্সে করে পাঠানো হয়। এর মধ্যে ছিল যুবকের নাক, গলার রস, মূত্র ও রক্ত এই চার ধরনের নমুনা। যদি ওই যুবক নিপায় আক্রান্ত হতেন, তাহলে তাঁর হাত ধরেই বাংলায় প্রবেশ করত নিপার সংক্রমণ। সেই কারণেই এনআইভি-র পুণের রিপোর্টের অপেক্ষায় ছিল স্বাস্থ্য ভবন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগেই ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আউটডোরে দেখাতে আসেন ওই যুবক। বছর তেত্রিশের ওই যুবক আদতে পূর্ব বর্ধমানের বাসিন্দা। তিনি পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। কর্মসূত্রে তিনি কেরলে থাকতেন। কিছুদিন আগে সেখানেই জ্বর হয় তাঁর। আরও অন্যান্য সংক্রমণ ধরা পড়ে। তিনি কেরল থেকে গ্রামের বাড়িতে ফেরত আসেন। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেখা এলে, কেরল ফেরত শুনেই চিকিৎসকদের সন্দেহ হয়। তাঁকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এদিকে চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, এখনও বিপদ মুক্ত নন ওই যুবক। তাঁকে প্রতি মিনিটে ২-৪ লিটার অক্সিজেন দিতে হচ্ছে। তবে নিপা রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় স্বস্তিতে চিকিৎসকরাও।

দ্রুত ছাত্রভোটের দাবিতে হাইকোর্টে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০১৭ সালের পর বিক্ষিপ্তভাবে দু-একটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন হলেও সামগ্রিকভাবে ছাত্রভোট হয়নি। সেই কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র সংসদে একাধিক জটিলতা তৈরি হয়েছে বলে নানা স্তরে অভিযোগ উঠছে। সেই কারণে এবার দ্রুত ছাত্রভোটে উদ্যোগী স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। পুজোর পর রাজ্যে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ইঙ্গিত আগেই দিতে দেখা গেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তবে তার আগেই অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা।

মামলাকারী ছাত্রের দাবি, অন্যান্য রাজ্যে যেমন প্রত্যেক বছর বছর ছাত্রভোট হয়, এ রাজ্যেও তা করা হোক। মামলায় সেই আবেদন জানানো হয়েছে। এনিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশও উল্লেখ করেন

তিনি। শুক্রবার মামলাটি গৃহীত হয় কলকাতা হাইকোর্টে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, শুক্রবার হাইকোর্টে ছাত্র সংসদ নির্বাচন চেয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ঋষভ সাহা। তাঁর আইনজীবী সৌম্য দাশগুপ্ত, ঋতঙ্কর দাস জানান, 'রাজ্য সরকারের কাউন্সিল আইনকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ওই আইন সংবিধান পরিপন্থী বলে অভিযোগ। এরই পাশাপাশি তাঁর আরও দাবি, ২০১৭ সালের পর থেকে যাদবপুর, ডায়মন্ড হারবার ও প্রেসিডেন্সি ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া রাজ্যের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রভোট হয়নি। তাও এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ ২০২০ সালে নির্বাচন হয়েছে। তাই অবিলম্বে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করাতে চেয়ে মামলা দায়ের করা হল।' আগামী সপ্তাহে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

বরানগর পুরসভার ৩২ জন কর্মীকে তলব সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রকিবেদন, কলকাতা: এবার সিবিআইয়ের নজরে বরানগর, কামারহাটি, পানিহাটি, টিটাগড় ও উত্তর দমদম পুরসভা। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার বরানগর পুরসভার ৩২ জন কর্মীকে তলব করল সিবিআই। এছাড়াও কলকাতার উত্তর শহরতলি ও উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক পুরসভার কর্মী ও আধিকারিককে তলব করা হয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। এখন থেকে ২৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিজাম প্যালেসে সিবিআইয়ের দপ্তরে এই পুরসভাগুলির করণিক, গাড়ির চালক-সহ বিভিন্ন পদে থাকা কর্মীদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি নজর কামারহাটি পুরসভার দিকে। এই পুরসভা থেকে নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত নথি চাওয়া হয়েছে। আগেও এই মামলায় বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। এরপর ফের তলব। রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির সূত্রপাত নিয়োগ মামলায় ইডির হাতে অয়ন শীল গ্রেপ্তার হওয়ার পর। তাঁরই সংস্থার মাধ্যমে বেআইনিভাবে মোট ১৪ টি পুরসভায় কর্মী নিয়োগ হয়েছিল বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।

শুধু তাই নয়, এসব জায়গায় নিয়োগের নেপথ্যে বহু প্রভাবশালী নেতা-মন্ত্রীও জড়িত বলে তথ্য হাতে এসেছে। সেসব আরও বিস্তারিত জানার জন্য এসব পুরসভার কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই কারণে তাঁদের দফায় দফায় ডেকে নিজাম প্যালেসে ডেকে পাঠানো হচ্ছে।

তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ ভুয়ো কলসেন্টার কাণ্ডে অভিযুক্ত কুণাল গুপ্তার বিরুদ্ধে

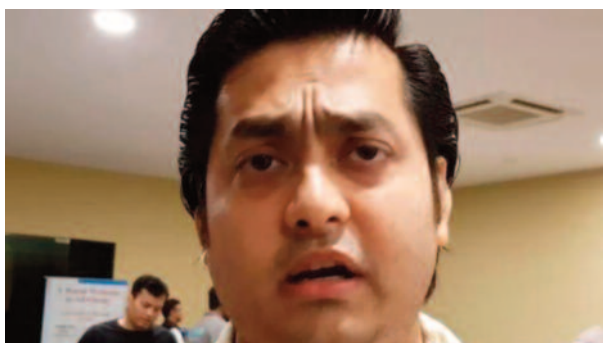

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তদন্তে সহযোগিতা করছেন না কলসেন্টার প্রতারণা চক্রের মূল পাণ্ডা কুণাল গুপ্তা। ১০ দিনের ইডি হেপাজতের শেষে শুক্রবার ফের আদালতে পেশ করা হয় কলসেন্টার কিংপিন কুণাল গুপ্তাকে। আদালতে সওয়াল জবাবের সময়ে ইডি জানায়, কুণাল তদন্তে সহযোগিতা করছে না। বিদেশে কোথায় কত সম্পত্তি আছে, তার খোঁজ পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা। ইডি-র আইনজীবী জানান, ব্রিটেনে কুণালের নামে প্রতারণা মামলা হয়েছে। ভুয়ো কলসেন্টার চালিয়ে কোটি কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যবসায় খাটিয়েছেন কুণাল। ইডি আদালতে জানায়, রেসকোর্সেও কুণালের ৩৫ টি ঘোড়া রয়েছে।

ইডি-র তদন্তকারীদের ধারনা, কুণালের মাথায় আরও বড় কোনও প্রভাবশালীর হাত থাকতেও পারে। কুণাল মূলত কল সেন্টারের মাধ্যমে প্রতারণার ফাঁদ পেতেছিল। মূলত বিদেশি নাগরিকদেরই টার্গেট করা হত। টেক সাপোর্ট দেওয়ার নাম করে তাঁদের ফোন করতেন কুণালের সংস্থার কর্মীরা। তারপর কথা বলার ফাঁকেই ব্যাংক ডিটেইল নিয়ে নিতেন তাঁরা। আর তারই পর মুহূর্তে অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে যেত টাকা। শুধু তাই নয়, কনভার্ট করে নেওয়া হত ভারতীয় মুদ্রায়। সল্টলেকে এরকম একাধিক ভুয়ো কলসেন্টারের হদিশ মেলে। বিধাননগর ইলেক্ট্রনিক্স থানার পুলিশ এরকম একাধিক ভুয়ো কল সেন্টারে গত কয়েকমাস ধরে তল্লাশি চালিয়েছে।

কুণাল গুপ্তা অনেকদিন ধরেই তদন্তকারীদের র‍্যাডারে। প্রতারণার অভিযোগে প্রথমে তাঁকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। এর আগে রক্ষাকবচ চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কুণাল। সিআইডি-র হাত থেকে মামলা যায় ইডি-র হাতে। ইডি-র হাত থেকে বাঁচতেও মিথ্যা গল্প ফেঁদেছিলেন কুণাল। পাড়ি দেন দুবাইয়েও। কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে ডেকে এনে কুণালকে গ্রেপ্তার করেন ইডি আধিকারিকরা। তদন্তকারীরা মনে করছেন, দুবাইতেও কুণালের বিশাল সম্পত্তি রয়েছে। এদিকে কুণালের মাথায় কোনও প্রভাবশালীর হাত রয়েছে এবার তাঁরই খোঁজ পেতে চাইছে ইডি।

আইরিশ মহিলাকে আর্থিক প্রতারণায় কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইরিশ মহিলাকে আর্থিক প্রতারণার দায়ে কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার দুই। ঘটনার সূত্রপাত ৩০ জুলাই। ইন্টারপোল, ডাবলিন সুয়ো মোটো একটি মামলা দায়ের করে নয়াদিল্লির ইন্টারপোল, সিবিআই, আইপিসিসি-র মাধ্যমে মামলাটি পরে কলকাতায় পাঠায়।

তদন্তে জানা যায়, ৪৮ বছর বয়সি অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কর্মরত এক আইরিশ মহিলা আইন হান্টারের কাছে ফোন আসে প্রতারকের। নিজেকে অ্যামাজন প্রাইমের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দেয় সে। মহিলা অ্যামাজনের প্রাইম মেম্বারশিপ ছেড়ে দিলেও তাঁর ৯৯ ইউরো বাকি আছে বলে দাবি করা হয়। কথার ছলে যেভাবেই হোক মহিলার কম্পিউটার সিস্টেম ও অ্যাকাউন্ট নম্বর জেনে নেয় অভিযুক্ত। এরপরই মহিলার অ্যাকাউন্ট থেকে ২০৮৮ ইউরো (ভারতীয় মুদ্রায় ১ লাখ ৮৫ হাজার টাকা) হাতিয়ে নেয় অভিযুক্ত। মহিলা পরে পুরো বিষয়টি বুঝতে পেরে আইরিশ পুলিশের কাছে বিস্তারিত জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ মহিলার জবানবন্দি নিয়ে গত ১৩ অগস্ট পুরো বিষয়টি দিল্লি ইন্টারপোলের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

এরপরে তদন্তে নেমে জানা যায়, আইরিশ মহিলার টাকা এসেছে কলকাতার বালিগঞ্জ শাখার আইসিআইসিআই ব্যাংকের একটি অ্যাকাউন্টে। অ্যাকাউন্টটি খোলা হয়েছিল পার্কস্ট্রিটের বাসিন্দার ফারহানা খানের নামে। কিন্তু অ্যাকাউন্টটি চালনা করে কসবার বাসিন্দা সাদাব হুসেন মল্লিক (৩৬) নামে এক ব্যক্তি। এই পুরো বিষয়ে আরও এক অভিযুক্তরও খোঁজ পাওয়া যায় বলে সাইবার থানার পুলিশ জানিয়েছে। মহম্মদ ফিরোজ নামে ওই ব্যক্তি এই আর্থিক প্রতারণায় ব্যাংকে সমস্ত টাকা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল।

শুক্রবার মহম্মদ সুলতান মল্লিক ও ফারহানা খানকে নিজেদের বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক জেরা চলাকালীনই নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে তারা। তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু ডিজিটাল গ্যাজেটও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

১৩ বছরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগের সংখ্যা ৩১

শাস্তি ঘোষণা ৭ জনের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: ১৩ বছরে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগের সংখ্যা ৩১। কিন্তু শাস্তি ঘোষণা হয়েছে মাত্র ৭ জনের বিরুদ্ধে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নাকি কোনও অপরাধ এবং অপরাধী খুঁজেই পায়নি। র‍্যাগিংয়ের অভিযোগকে ধারাবাহিকভাবে লঘু করে দেখার পরিণামেই গত অগস্টে প্রথম বর্ষের এক ছাত্রের মৃত্যু এবং ভয়াবহ অত্যাচারের ঘটনা বলে মেনে নেওয়া হল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটির রিপোর্টে।

একইসঙ্গে ওই রিপোর্টে এও জানানো হয়েছে, কমিটি মনে করছে, ছাত্র সংসদ, বিশেষত ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার 'ফেটসু' ও তাদের নেতারা, শিক্ষকদের একাংশ এবং কর্তৃপক্ষ, এমনকী ইসি'র সদস্যদের একাংশ ক্রমাগত অভিযুক্তদের আড়াল করার খেসারত এবার গুনতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়কে। প্রতি ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হলে এবং র‍্যাগিং-বিরোধী পদক্ষেপ করা হলে এক পড়ুয়ার প্রাণ যেত না বলেই উল্লেখ করা হয়েছে অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটির রিপোর্টে।

রিপোর্টে যা বলা হয়েছে তাতে কমিটির বক্তব্য, ৯ অগস্ট রাতে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনা মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়। গত ১৩ বছরের খতিয়ান তুলে ধরে মেন হস্টেল ও ক্যাম্পাসে র‍্যাগিংয়ের ধারাবাহিকতা চিহ্নিত করে কমিটি। কিন্তু সিংহভাগ ক্ষেত্রে যে ভাবে অপরাধীদের খুঁজে না-পাওয়ার ধারা চলেছে, এমনকী অভিযোগের কাগজপত্রও যে ভাবে 'হারিয়ে গিয়েছে' তাতে হতবাক কমিটির অনেক সদস্যই। এই প্রসঙ্গেই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০১১ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত র‍্যাগিংয়ের মোট অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ১৩টি। তাতে মাত্র তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ কার্যকর করা হয়েছিল। এই পর্বে ২০১৩ সালে দুই পড়ুয়াকে সাসপেন্ড করা হয়। কিন্তু তার পর কম্পিউটার সায়েন্সের এক অধ্যাপক তৎকালীন ভিসি সৌভিক ভট্টাচার্যকে চিঠি দিয়ে শাস্তি কমানোর কথা বলেন। ফেটসু'র তৎকালীন সহ সাধারণ সম্পাদকও কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে হুঁশিয়ারি দেন, সাজা প্রত্যাহার করা না হলে ক্লাস বয়কট হবে।

এই ঘটনার জেরে ৫২ ঘণ্টা সৌভিককে ঘেরাও করে রাখা হয়। পরে নতুন ভিসি আসার পরেও ওই সাজা কার্যকরী হয়নি। সেই 'নতুন ভিসি' অভিজিৎ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'ওই ঘটনায় আমরা তৎকালীন রাজ্যপাল এবং অ্যাডভোকেট জেনারেলের মতামত চেয়েছিলাম। তাঁরা উত্তর দেননি। র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে গিয়ে ছাত্র সংসদের বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। শিক্ষকরাও সাহায্য করেননি।'

এদিকে কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৮ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত গত এই পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮টি র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ দায়ের হয়। তাতে শাস্তির সুপারিশ হয় মোটে দু-চার জনের। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোনও প্রমাণ বা সাক্ষী নাকি মেলেনি। এদিকে অভিযোগের অনেক কাগজপত্রও উধাও । এমনকী ২০২২-এর মার্চে ক্যাম্পাসে ফ্রেশার্স ওয়েলকামে গান্ধি ভবনের মঞ্চে তুলে প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের নগ্নদৃশ্যে অভিনয় পর্যন্ত করানো হয়।

ছবি, ভিডিয়ো-সহ ইউজিসি'র কাছে অভিযোগ জমা হওয়ার পরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি জানায়, দোষী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! এই পর্বে দীর্ঘ সময় উপাচার্য ছিলেন সুরঞ্জন দাস। তবে এই ব্যাপারে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। এই পর্বে ডিন অফ স্টুডেন্টসের দায়িত্বে ছিলেন রজত রায়। তাঁর বক্তব্য, 'তদন্ত কমিটির রিপোর্ট নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে না করা হয়েছে।'

কোভিড আবহে তৈরি মন্দার হাত থেকে নিষ্কৃতি কুমোরটুলির

শুভাশিস বিশ্বাস

বিংশ শতাধীর আটের দশকে দুর্গাপুজোর বাণিজ্যিকীকরণ দেখে ছিল বাঙালি। যার ছাপ পড়েছিল কুমোরটুলির মৃৎশিল্পে। এরপর একবিংশ শতাধীতে এই কুমোরটুলির মৃৎশিল্পের পালে লাগে বিশ্বায়নের হাওয়া। এই সময় কুমোরটুলি থেকে ফাইবার গ্লাসের প্রতিমা পাড়ি দিতে দেখা যায় বিশ্বের নানা জায়গায়। দিন যত গেছে ততই কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা বিদেশে পাড়ি দেওয়ার সংখ্যা বেড়েছে লাফিয়ে-লাফিয়ে। শুধু ফাইবার গ্লাসের প্রতিমায় আটকে থাকেনি মাটির প্রতিমাও জলপথে পাড়ি জমিয়েছে ভিন দেশে। এই ভাবেই বেশ তরতরিয়ে এগোচ্ছিল কুমোরটুলি মৃৎশিল্পের নৌকো। মা লক্ষ্মী যেন উজাড় করে দিচ্ছিলেন শিল্পীদের। এমনই এক সময়ে মাথা চাড়া দেয় কোভিড মহামারি। সারা দেশের অর্থনীতির সঙ্গে টলমল অবস্থায় তখন ভারতীয় অর্থনীতিও। কারণ, এই কোভিড মহামারির আঁচ পড়েছিল বাণিজ্যেও। মন্দাক্রান্তা ভারতমাতা। এই আঁচ থেকে রেহাই পেলেন না কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরাও। ২০২০ আর ২০২১-এ যে অবস্থা তৈরি হয়েছিল কুমোরটুলিতে তার থেকে ফের ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব যে হবে তা ভাবতে পারেননি মিন্টু পাল থেকে শুরু করে ইন্দ্রজিৎ পালের মতো অতি বড় শিল্পীরাও। তবে দুর্যোগের মেঘ

কাটতে খুব একটা সময় লাগেনি। কোভিডের থাবা থেকে সমগ্র সিস্টেমটা বেরিয়ে আসতেই আবার এই দুর্গাপুজোর হাত ধরেই যেন ঘুরে দাঁড়াল কুমোরটুলি। ফের বিদেশ থেকে আসা শুরু হল দুর্গামূর্তি বানানোর একের পর এক অর্ডার। ২০২০-২১ এ যেমন কোনও অর্ডার-ই যেমন আসেনি বিদেশ থেকে ঠিক তেমনই বাংলার দুর্গাপুজোয় চোখের পলকে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল মায়ের সেই বিশালাকার মৃন্ময় মূর্তিও। কোভিড আবহে পুজো যে হয়নি তা নয়, তবে পুজোর উদ্যোক্তারা প্রশাসনের নিয়মনীতি মেনে খুব বড় আকারের প্রতিমার অর্ডার দিতে পারেননি। মূর্তি তৈরি হয়েছে কলকাতার বুকে যেমন আকৃতির কালী প্রতিমা তৈরি হয় ঠিক তেমনই আকারের দুর্গা প্রতিমায়। সংখ্যাও ছিল হাতে গোনা। এই দুর্যোগ কাটতেই ২০২২ থেকে ফের স্বমহিমায় কুমোরটুলি। কুমোরটুলি স্বমহিমায় ফিরলেও কোভিডের ক্ষত যে এখনও রয়ে গেছে তা স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি প্রতিমা শিল্পী মিন্টু পাল। আর্থিক দিক থেকে বিচার করলে ২০১৯ যে চূড়ায় পৌঁছেছিলেন কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা সেই জায়গায় হয়তো ২০২৩-এর পুজোতেও পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। আর এই ক্ষত মেরামত করতে আরও বছর দুই লাগবে বলে জানান মিন্টু পাল। কারণ, এত বড় এক মহামারির পর ২০১৯ বাজারকে ধরতে পারা মোটেই সহজ কথা নয়। তারই মধ্যে ২০২২ এবং ২০২৩ আর্থিক ক্ষত অনেকটাই যে মেরামত করা গেছে তা জানালেন মিন্টু। এ বছর নিজে ৫০ টি প্রতিমা বানাচ্ছেন তিনি। যার মধ্যে ১২টি ইতিমধ্যেই পাড়ি জমিয়েছে বিদেশে। এই প্রসঙ্গে উঠে আসে ২০২২-এর তুলনায় প্রতিমার দামের কথাও। তাতে মিন্টু জানান, ফি-বছর প্রতিমার আকার অনুসারে ১০ থেকে ২০ শতাংশ দাম বৃদ্ধি হয়ই। এবারও সেই ট্র্যাডিশন অব্যাহত।

প্রায় একই সুর শোনা গেছে অপর প্রতিমা শিল্পী ইন্দ্রজিৎ পালের কথাতেও। তবে প্রতিমার এই মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি মূলত দায়ী করেছেন প্রতিমা তৈরির আনুষঙ্গিক জিনিস পত্রের মূল্য বৃদ্ধিকেই। যেমন, একটি প্রতিমা তৈরির মূল উপাদান হল মাটি এবং খড়। তা কিনতে গেলে হাতে যে ছ্যাঁকা লাগছে তা জানাতে ভোলেনি ইন্দ্রজিৎ।

অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি হয়েছে পেরেকেরও। প্রচুর সংখ্যক পেরেকও প্রয়োজন পড়ে প্রতিমা তৈরিতে। ফলে সবকিছু অগ্নিমূল্য হলে তার জের পড়তে বাধ্য দুর্গা মূর্তিতে। তবে এবার নাকি কুমোরটুলিতে প্রতিমা তৈরির অর্ডার মিলেছে নির্ধারিত সময়ের প্রায় মাস ছয়েক আগে থেকে। আর ইন্দ্রজিতের এই কথাই প্রমাণ করে যে মন্দার হাত থেকে বেঁচে বেরিয়ে আসতে পেরেছে কুমোরটুলি।

সম্পাদকীয়

শুধু নিজেকে জাহির করাই কি নেতার ধর্ম?

নামিবিয়ার সরকার আটটি চিতা ভারতকে উপহার দিয়েছিল। দুর্জনে প্রশ্ন করতে পারে যে, সাত দশক পরে দেশের জঙ্গলে চিতা ছাড়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনটিকেই বেছে নেওয়া হল কেন? নামিবিয়ার চিতা তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বে ভারতে পৌঁছলেও সেই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়েছিল এক যুগেরও বেশি আগে, ইউপিএ আমলে, এই কথাটি নরেন্দ্র মোদী বেমালুম চেপে গিয়েছেন। তিনি ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফারসম সাজপোশাক করে, ডিএসএলআর ক্যামেরা বাগিয়ে ভারতের জঙ্গলে চিতার পুনরাভিষেক ঘটালেন, এবং ইতিহাস রচনার কৃতিত্ব দাবি করলেন। যেন দেশে মূল্যবৃদ্ধি নেই, বেকারত্ব মুছে গিয়েছে বেবাক, যেন কোনও দলিত নির্যাতিত হয় না আর, যেন জেল থেকে ছাড়া পায়নি বিলকিস বানোর ধর্ষকরা। প্রধানমন্ত্রী চিতাকে বেছে নিলেন তাঁর মনোযোগের কেন্দ্রে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মোদী-ম্যাজিক বলে যদি কিছু থাকে, তবে তা এই; সম্পূর্ণ অবান্তর কোনও বিষয়কে জাতীয় চর্চার প্রতিপাদ্য বানিয়ে তোলার ক্ষমতা। চিতার ক্ষেত্রেই যেমন প্রধানমন্ত্রী বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য ইত্যাদির কথা বলেছেন। বন্যপ্রাণ ও বাস্তুতন্ত্র বিশেষজ্ঞরা ঘোর সন্দিহান যে, বিদেশ থেকে কয়েকটি চিতা আমদানি করে আদৌ কোনও লাভ হবে কি না। তার কারণ বহুবিধ। যে অভয়ারণ্যে চিতা ছাড়া হয়েছে, তার মাপ চিতার স্বাভাবিক চারণভূমির তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কম, ফলে সেখানে বংশবিস্তারের বিশেষ সম্ভাবনা নেই বলেই বিশেষজ্ঞদের মত। তার চেয়েও বড় কথা হল, চিতা আমদানির দেখনদারিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় কাজগুলিকে অবহেলা করা হবে বলেই তাঁদের আশঙ্কা। অর্থাৎ, আফ্রিকা থেকে চিতা আনার সিদ্ধান্তটি ইউপিএ-র ভুল ছিল, নরেন্দ্র মোদী তাকে মহাসমারোহে আপন করে নিলেন। স্বভাবতই, প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ-হেন খুঁটিনাটি কখনও বিবেচ্য হয়ে ওঠেনি। তিনি নোট বাতিলের ভয়াবহতার কথা না ভেবেই তাকে দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারেন, আর এ তো সামান্য কয়েকটি চিতা। ইতিহাসে নিজের নাম লিখে যাওয়ার উদগ্র তাগিদ তাঁকে তাড়না করে ফেরে।

শাশ্বত কথা

মায়া

মানুষের কি সাধ্য যে আপনি এ মায়ার হাত থেকে তরতে পারে? তাই তো ঠাকুর এত সাধনা করলেন, সব ফল জীবোদ্ধারে দিয়ে গেলেন। মায়া কাটিয়ে কাটিয়ে নির্বাণ হবে-- ভগবানে মিশে যাবে। বাসনা হতেই তো দেহ। একটু বাসনা না থাকলে দেহ থাকে না। একবার নির্বাসনা হলো তো সব ফুরোল। পেটে ছেলে, রক্তমাংসের শরীর থেকে বেরোয়, তাই এত মায়া। মা-গুলোর যত কষ্ট,মায়া কি করে যাবে? ছায়া আর কায়া সমান। ছবি তো তাঁর ছায়া।

শ্রীশ্রীসারদাদেবী

জন্মদিন

আজকের দিন

কুমার শানু

১৯৪৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী তনুজার জন্মদিন।*
১৯৫৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কুমার শানুর জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

জন্মশতবর্ষে গীতা মুখোপাধ্যায়

গৌতম রায়

ভারতীয় রাজনীতিতে গীতা মুখোপাধ্যায় এক ব্যতিক্রমী বর্ণময় ব্যক্তিত্ব। তাঁর জন্মশতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে এসে আজকের ভারতের রাজনীতির চিত্র দেখে সত্যিই বিস্ময় হতবাক হয়ে যেতে হয় এই ভেবে যে ,গীতা মুখোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তিত্বেরা বামপন্থার আদর্শকে সামনে রেখে, স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় থেকে, স্বাধীনতা উত্তর দীর্ঘকাল ধরে ভারতের রাজনীতিতে যে ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ রেখেছেন ,যা সেইসময়ের ভারতীয় রাজনীতিকে বিশ্বের দরবারে এক শ্রদ্ধা পূর্ণ আসন দিয়েছিল, সেই রাজনৈতিক উত্তরাধিকার আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে এই কথা ভেবে।

১৯২৪ সালের ৮ই জানুয়ারি গীতা রায়চৌধুরীর জন্ম। তাঁর বাবা প্রফুল্ল কুমার রায়চৌধুরী ছিলেন যশোহর শহরের একজন খ্যাতনামা আইনজীবী। স্বাধীনতা- দেশ ভাগের এত বছর পরেও আজও যশোহর শহরের সামাজিক চর্চার ক্ষেত্রে গীতার পিতা লালু বাবুর নাম সেখানে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। প্রফুল্ল কুমার রায়চৌধুরী, তাঁর ডাকনাম লালু বাবু। ওই নামেই যশোহর, খুলনা অঞ্চলের আইন আদালতের চত্বরে সমাধিক পরিচিত ছিলেন তিনি। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী চিরকাল গীতাকে সম্বোধন করতেন, 'লালু বাবুর মেয়ে' বলে।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের যশোহর শহরের আদালত চত্বরে অল্প কিছুকাল আগে গীতার পিতা লালু বাবুর একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে এ থেকেই বুঝতে পারা যায়, আজও বাংলাদেশের মানুষ ,দীর্ঘকাল আগে প্রয়াত লালুবাবুকে কতখানি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

খুব শিশু বয়সে গীতার মায়ের প্রয়াণ ঘটে। গীতা কার্যত তাঁর কাকিমা ,কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডাক্তার ভাস্কর রায় চৌধুরীর মায়ের কাছে মানুষ। গীতার পিতামহ ছিলেন রায় বাহাদুর ।ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁর একটা প্রচ্ছন্ন সমর্থনের মানসিকতা ছিল। আর গীতার পিতা লালুবাবু ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের মামলা মকদ্দমা নিয়ে ব্রিটিশ আদালতে সাওয়াল করে তিনি বহু বিপ্লবী কে বাঁচিয়েছিলেন। ব্রিটিশ পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের এবং জজ সাহেবদের কার্যত নাকানি চুবানি ও খাইয়েছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই একদিকে রায়বাহাদুর ঠাকুরদার ভিন্ন মেজাজ, অপরদিকে নানাভাবে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত পিতার সাহচর্যের ভেতর দিয়ে ব্রিটিশ রাজ শক্তির বিরুদ্ধে নিজের মন মানসিকতাকে নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন ছোট্ট গীতা। পিতামহ রায়বাহাদুর চাইতেন বিলাসের মধ্যে দিয়ে তাঁর আদরের নাতনীকে মানুষ করতে। গীতা খুব ছোটবেলাতেই নিজের ভাবনাচিন্তাকে স্বদেশী মানসিকতার আদলে গড়ে তুলতে, নিজেই সক্ষম হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি নিজের ছোটবেলার একটি মজার গল্প প্রায়ই করতেন। সেকালের রীতি অনুযায়ী কাপড় বিক্রেতা এসেছে বাড়িতে কাপড় বিক্রি করতে। গীতার পিতামহ, তাঁর আদরের নাতনির জন্য খুব দামী, একটি রেশমি সুতোর কাপড় বেছেছেন। সেই শিশু বয়সেই গীতা কিন্তু নারাজ অত দামী কাপড় কিনতে, ব্যবহার করতে। শিশু গীতা কিন্তু প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পিতামহের পছন্দ তথা আদেশকে উপেক্ষা করেই সেই শিশু বয়সে, বাড়িতে আসা কাপড় বিক্রেতার কাছ থেকে অত্যন্ত সাধারণ সুতির একটি ময়ূরকণ্ঠি রঙের কাপড় কিনলেন।

এই যে অতি সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতার মধ্যে দিয়ে সমস্ত ধরনের বিলাস ব্যসনকে অস্বীকার করে, নিজের জীবনকে গড়ে তোলার শিক্ষা নিজের ভেতর থেকে নিজে ই অর্জন করেছিলেন গীতা, সেই শিক্ষা কিন্তু তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। তাঁর সাংসদ জীবনে আমরা দেখেছি, অনেক সময় তাঁর অতি সাধারণ পোশাক-আষাক এবং সম্পূর্ণ ভনিতা বিহীন জীবনযাত্রা, রাজনীতির মহল থেকে শুরু করে, সাধারণ বাস কন্ট্রাকটর সবাইকেই কার্যত বিস্মিত করে দিত।

ভিপি সিং এর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে সংসদের সেন্ট্রাল হলে বিজেপির তৎকালীন সাংসদ, যিনি রামানন্দ সাগরের টেলি সিরিয়ালের দৌলতে তখন অত্যন্ত পরিচিত একটি নাম, সেই দীপিকা চিখলিয়াকে আমরা দেখেছি, অতি সাধারণ ভাবে বাংলার তাঁতের শাড়ি পরিহিতা গীতাকে তাঁর শাড়ি পরিপাট করে দিচ্ছেন। আবার এও দেখেছি ,দিল্লির সরকারি বাসে, কন্ট্রাক্টার ভাড়া চাইলে গীতা যখন সাংসদ পরিচয় পত্রটি এগিয়ে দিয়েছেন, নির্দ্বিধায় সেই বাস কন্টাকটার বলেছেন; ওসব বোবা টোবা চলবে না। সরকারি বাস, পুরো ভাড়া দিয়ে চড়তে হবে।

স্মিত হেসে গীতা উত্তর দিয়েছেন; আপনারা তো এই কার্ডধারী মানুষদের এই বাসে দেখেন না ।ঠিক আছে আমি ভাড়া দিয়েই যাচ্ছি।

এই বলে সরকারি বাসে ভাড়া দিয়েই তার সাওয়ার হয়েছেন তিনি।

যশোহর শহরের মধুসূদন তারাপ্রসন্ন গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী ছিলেন গীতা। ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগেই ব্রিটিশ বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে যশোহর শহরের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন ছোট্ট গীতা। বস্তুত যশোহর শহরের ওই স্কুলটিতে ব্রিটিশ বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল গীতা রায়চৌধুরীর হাত ধরে। বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেত্রী কনক দাশগুপ্ত, পরবর্তীকালে মুখোপাধ্যায়, তিনিও ওই স্কুলেরই ছাত্রী ছিলেন। গীতার থেকে কিছুটা সিনিয়ার।

গীতারা যে বছর মেট্রিক পরীক্ষা দেন, সেই বছর তাঁদের স্কুলের যিনি স্থায়ী প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন, তিনি বিটি পরীক্ষার জন্য সামরিক ছুটি নিয়েছিলেন। কোচবিহারের সুনীতি একাডেমীর শিক্ষিকা পারুল নন্দী, অস্থায়ী প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে তখন এসেছিলেন যশোহরের মধুসূদন তারাপ্রসন্ন গার্লস হাই স্কুলে। বন্ধুদের একটি দল ছিল কিশোরী গীতার। তিন-চার জন বন্ধুর একটি দল ছিল। দুষ্টুমিতে তাঁদের জুড়ি মেলা ভার। সেই দলে ছিলেন গীতার অন্তরঙ্গ বন্ধু, উষসী বসু। যিনি পরবর্তীকালে প্রখ্যাত সাহিত্যিক মনোজ বসুর সহধর্মিনী হয়েছিলেন।

পারুল নন্দী প্রথম যেদিন স্কুলে যোগ দিয়ে প্রথম ক্লাসটি নিতে এলেন গীতাদের ক্লাসরুমে, নতুন প্রধান শিক্ষিকা আসছেন জেনে উষসী প্রমুখ কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে, দরজায়, ক্লাসরুমে ঢোকার মুখেই গীতা আড় করে রাখলেন একটা ঝাটা। সারা স্কুল বেছে বেছে একটা ভাঙা চিয়ার নিয়ে এসে বসিয়ে রাখলেন শিক্ষিকার বসার জায়গায়। বলাবাহুল্য টেবিলটিও ভাঙ্গা।

খুব শিশু বয়সে গীতার মায়ের প্রয়াণ ঘটে। গীতা কার্যত তাঁর কাকিমা , কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডাক্তার ভাস্কর রায় চৌধুরীর মায়ের কাছে মানুষ। গীতার পিতামহ ছিলেন রায় বাহাদুর ।ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁর একটা প্রচ্ছন্ন সমর্থনের মানসিকতা ছিল। আর গীতার পিতা লালুবাবু ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের মামলা মকদ্দমা নিয়ে ব্রিটিশ আদালতে সাওয়াল করে তিনি বহু বিপ্লবী কে বাঁচিয়েছিলেন। ব্রিটিশ পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের এবং জজ সাহেবদের কার্যত নাকানি চুবানি ও খাইয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই একদিকে রায়বাহাদুর ঠাকুরদার ভিন্ন মেজাজ, অপরদিকে নানাভাবে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত পিতার সাহচর্যের ভেতর দিয়ে ব্রিটিশ রাজ শক্তির বিরুদ্ধে নিজের মন মানসিকতাকে নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন ছোট্ট গীতা। পিতামহ রায়বাহাদুর চাইতেন বিলাসের মধ্যে দিয়ে তাঁর আদরের নাতনীকে মানুষ করতে। গীতা খুব ছোটবেলাতেই নিজের ভাবনাচিন্তাকে স্বদেশী মানসিকতার আদলে গড়ে তুলতে, নিজেই সক্ষম হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজের ছোটবেলার একটি মজার গল্প প্রায়ই করতেন। সেকালের রীতি অনুযায়ী কাপড় বিক্রেতা এসেছে বাড়িতে কাপড় বিক্রি করতে। গীতার পিতামহ, তাঁর আদরের নাতনির জন্য খুব দামী, একটি রেশমি সুতোর কাপড় বেছেছেন। সেই শিশু বয়সেই গীতা কিন্তু নারাজ অত দামী কাপড় কিনতে, ব্যবহার করতে। শিশু গীতা কিন্তু প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পিতামহের পছন্দ তথা আদেশকে উপেক্ষা করেই সেই শিশু বয়সে, বাড়িতে আসা কাপড় বিক্রেতার কাছ থেকে অত্যন্ত সাধারণ সুতির একটি ময়ূরকণ্ঠি রঙের কাপড় কিনলেন। এই যে অতি সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতার মধ্যে দিয়ে সমস্ত ধরনের বিলাস ব্যসনকে অস্বীকার করে, নিজের জীবনকে গড়ে তোলার শিক্ষা নিজের ভেতর থেকে নিজে ই অর্জন করেছিলেন গীতা, সেই শিক্ষা কিন্তু তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। তাঁর সাংসদ জীবনে আমরা দেখেছি,অনেক সময় তাঁর অতি সাধারণ পোশাক-আষাক এবং সম্পূর্ণ ভনিতা বিহীন জীবনযাত্রা, রাজনীতির মহল থেকে শুরু করে, সাধারণ বাস কন্ট্রাকটর সবাইকেই কার্যত বিস্মিত করে দিত। ভিপি সিং এর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে সংসদের সেন্ট্রাল হলে বিজেপির তৎকালীন সাংসদ, যিনি রামানন্দ সাগরের টেলি সিরিয়ালের দৌলতে তখন অত্যন্ত পরিচিত একটি নাম, সেই দীপিকা চিখলিয়াকে আমরা দেখেছি, অতি সাধারণ ভাবে বাংলার তাঁতের শাড়ি পরিহিতা গীতাকে তাঁর শাড়ি পরিপাট করে দিচ্ছেন। আবার এও দেখেছি , দিল্লির সরকারি বাসে, কন্ট্রাক্টার ভাড়া চাইলে গীতা যখন সাংসদ পরিচয় পত্রটি এগিয়ে দিয়েছেন, নির্দ্বিধায় সেই বাস কন্টাকটার বলেছেন; ওসব বোবা টোবা চলবে না। সরকারি বাস, পুরো ভাড়া দিয়ে চড়তে হবে। স্মিত হেসে গীতা উত্তর দিয়েছেন; আপনারা তো এই কার্ডধারী মানুষদের এই বাসে দেখেন না ।ঠিক আছে আমি ভাড়া দিয়েই যাচ্ছি। এই বলে সরকারি বাসে ভাড়া দিয়েই তার সাওয়ার হয়েছেন তিনি।

প্রধান শিক্ষিকা পারুল নন্দী ক্লাসরুমে ঢুকেই বুঝে নিলেন বিষয়টি। তিনি আর চেয়ারে ও বসলেন না, টেবিলের সামনেও গেলেন না। ছাত্রীদের কোনো বকুনিও দিলেন না। প্রথমেই ছাত্রীদের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন; কি তোমরা সব কেমন আছো? দুষ্টুমি-টুষ্টুমি কেমন চলছে? গাছে ওঠা টোটা চলছে তো ?

গীতারা একেবারে অবাক। এই পারুল নন্দী ধীরে ধীরে ছাত্রীদের অতি আপনার জন হয়ে গেলেন। ভূগোলে বড় আতঙ্ক গীতার। এদিকে পরীক্ষা সামনে। কিছুতেই ভূগোল তাঁর রপ্ত হয় না। পারুল নন্দী বললেন; তুমি রোজ বিকেল বেলায় আমার কোয়ার্টারে আসবে ।আমার সঙ্গে গল্প করবে।

দিদিমণির সঙ্গে এই গল্প করতে করতে দেখা গেল ম্যাট্রিকের ভূগোলটা কখন রপ্ত হয়ে গেছে গীতার। ম্যাট্রিকে লেটার মার্কস পেলেন ভূগোলে। বস্তুত গীতাদের রেজাল্টের ওপরেই ওই স্কুলের সরকারি স্বীকৃতি নির্ভর করছিল। খুব সহজেই সেই স্বীকৃতি অর্জন করল যশোহরের মধুসূদন তারাপ্রসন্ন গার্লস হাই স্কুল।

গীতার পরিবারে কমিউনিস্ট রাজনীতির শুরু গীতা এবং গীতার দাদা শংকর রায় চৌধুরী র পাশাপাশি একই সময়ে। তবে দুই ভাই বোনই যে একই রাজনৈতিক বিশ্বাসে আস্থাবান হয়ে রাজনীতির পরিমন্ডলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন, এটা প্রথম অবস্থায় গীতাও যেমন জানতেন না, তেমনিই তাঁর দাদা শংকর বাবুও জানতেন না। ছাত্র ফেডারেশনের এক গোপন, জরুরি সভা বসবে যশোহর শহরের থেকে কিছুটা দূরে ঝুমঝুমপুর বলে একটি নির্জন শ্মশানের ভেতরে। সেই সভায় যোগ দিতে কলকাতা থেকে ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃস্থানীয় মানুষজন আসবেন। আবার যশোহর শহরে যাঁরা ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত ,তাঁরাও যাবেন।

শংকরবাবু তখন কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করেন এবং ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় কর্মী। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেই ঝুমঝুমপুর শ্মশানে ছাত্র ফেডারেশনের গোপন সভায় এলেন শঙ্করবাবু। এদিকে শহর থেকে সেই সভায় গোপনে যোগ দিয়েছেন গীতা রায়চৌধুরী। ভাইবোন দুজনেই, দুজনকে ঝুমঝুমপুরের শ্মশানের সেই গোপন মিটিংয়ে দেখে অবাক।

এরপর ধীরে ধীরে ছাত্র ফেডারেশনের নানা কাজকর্মে জড়িয়ে গেলেন গীতা তবে সেই ঝুমঝুমপুরের গোপন সভা থেকে গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরে যে অভিজ্ঞতা সম্মুখীন হয়েছিলেন গীতা, তা কিন্তু খুব সুখ-প্রদ ছিল না। মা মরা মেয়েটা অনেক রাত পর্যন্ত বাড়ি ফিরছে না দেখে চিন্তায় অস্থির গীতার বাবা লালু বাবু ।হঠাৎ দেখলেন ছেলে মেয়ে একসঙ্গে বাড়ি ঢুকছে। রাগে প্রায় ফেটে পরলেন গীতার পিতা।

কোথায় গিয়েছিলে?

ভয়ে একশেষ গীতা উত্তর দিলেন; সিনেমা দেখতে।

আরো রেগে উঠলেন লালুবাবু, 'আমি শহরের প্রত্যেকটা সিনেমা হলের সিট টর্চ দিয়ে দেখে এসেছি। সেখানে কোথাও তোমরা ছিলে না।

গীতা তখন বাবার কাছে স্বীকার করলেন ছাত্র ফেডারেশনের মিটিংয়ে যোগ দেওয়ার কথা। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে মেয়ে যুক্ত হয়েছে এই ঘটনায় বিরক্ত হলেন না লালুবাবু । বিরক্ত হলেন মেয়ে অসত্য বলেছে বলে।

পরবর্তীকালে গীতা বলতেন, প্রায় একমাস এরপর বাবা আমার সঙ্গে কথা বলেননি।

রাজনীতির সূচনা পর্বেই এই যে সত্য কথা না বলবার জন্য বাবার কাছ থেকে তিরস্কার পাওয়া- এই জিনিসটি কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতের সংসদীয় রাজনীতি এবং বামপন্থীগণ আন্দোলনের এক উজ্জ্বল তারকা গীতা মুখোপাধ্যায়ের জীবনে বিশেষ ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। গীতা তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনের নানা পর্বে রাজনীতিকে অর্থশক্তি আর পেশি শক্তির দাপটের বাইরে নিয়ে আসবার জন্য যে জীবনপন সংগ্রাম করেছিলেন ,সেই সংগ্রামের অন্যতম প্রধান মূলধন ইছিল এই সত্য কথা বলা।

রাজনীতির প্রয়োজনে, দলের স্বার্থে, গীতা কিন্তু কখনো সত্য থেকে নিজেকে বিচ্যুত করেননি। আর সেটা করেননি বলেই দলমত নির্বিশেষে ভারতের সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে আমৃত্যু গীতা মুখোপাধ্যায় ছিলেন এক পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব।

নিজে বলতেন গীতা মুখোপাধ্যায়; আমি মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ,স্টালিন পড়ে কিন্তু কমিউনিস্ট হইনি। কমিউনিজমের উপর আমার প্রথম আকর্ষণ তৈরি করেছিল স্বামী বিবেকানন্দের লেখা, 'আই এম এ সোশ্যালিস্ট' বলে ছোট্ট বইটি। সে বই পড়বার পর কমিউনিজমের আকর্ষনে আমি ধীরে ধীরে মার্কস, এঙ্গেলস ইত্যাদিদের লেখার সঙ্গে পরিচিত হই।

গীতা মুখোপাধ্যায়ের জীবন কিন্তু ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালি নারীর জীবনচর্চা এবং চর্যার সামগ্রিকতার মধ্যে থেকেও একটা বৃহত্তর আঙ্গিকে আবদ্ধ ছিল। ভাববাদের ধার পাশ দিয়ে তিনি কখনো হাঁটেননি, অথচ বস্তুবাদী চিন্তাকে নিজের জীবনের যাপনের সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছেন বলেই কখনো কোনো ভাববাদীদের প্রতি অসম্মান, অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন — এটা তাঁর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়নি কখনোই ।তাই বলে ধর্মান্ধতার প্রশ্নে তিনি ছিলেন এক আপোষহীন যোদ্ধা ।ধর্ম আর ধর্মান্ধতা এই দুইয়ের মধ্যে যে লক্ষণ রেখা রয়েছে, তাকে অনুভব করে, সেই অনুভূতিকে নিজের জীবন এবং কর্মের মধ্যে প্রতিস্থাপিত করবার এক জাগ্রত প্রতিমূর্তি হিসেবে তিনি নিজেকে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিশ্বনাথ-গীতা মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র সন্তান, অতি শৈশবেই মারা যান, তাঁরা যখন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কাজে কাশ্মীরের শ্রীনগরে কর্মরত রয়েছেন, তখন। সেই সময়কালে গীতার সেই অকাল প্রয়াত সন্তানটি ছিল বয়সে প্রায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সমসাময়িক ।এই কারণে বুদ্ধদেববাবু বা ঐ প্রজন্মের রাজনীতিকদের প্রতি একটা অপত্য স্নেহ গীতা মুখোপাধ্যায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ধারণ করতেন।

আজকের দিনের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আমাদের সত্যিই বিস্মিত হয়ে উঠতে হয়, ১৯৮০ সাল থেকে আমৃত্যু লোকসভার সদস্য হিসেবে, যখন যে রাজনৈতিক দলই কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসুক না কেন, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্তরের নেতাদের নেত্রীদের কাছ থেকে একটা বিশেষ রকমের সম্ভ্রম আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়ছে। তখন তাঁর ওপেন হার্ট সার্জারি হবে। দিল্লির এসকর্ট হসপিটাল এ ভর্তি ডাক্তার নরেস্ট রেহানের তত্ত্বাবধানে অপারেশন হবে। এই সময় গাল্ফ যুদ্ধ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। রাজীব গান্ধী নিজে এলেন অসুস্থ গীতা মুখোপাধ্যায় কে দেখতে। দীর্ঘক্ষণ তাঁরা হাসপাতালের কেবিনের ভেতরে গাল্ফ যুদ্ধ ঘিরে বিপদের নানা সম্ভাবনা নিয়ে আলাপ আলোচনা করলেন ।বিদায় নেবার সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে ,নিজের বড় দিদি হিসেবে তাঁর গীতাদিকে সম্মোধিত করে রাজীব গান্ধী তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবার অনুরোধ জানালেন।

আবার বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের সরকার যেদিন সংসদে অনাস্থা ভোট পরাজিত হল, সেদিন গীতা মুখোপাধ্যায়ের অশ্রু সিক্ত বক্তৃতা, যেটিকে তিনি,' শেষ বক্তৃতা ' বলে উল্লেখ করতেন, তা দলমত নির্বিশেষে সমস্ত সাংসদদের কাছেই এক বিমর্ষ পরিবেশ তৈরি করেছিল। কান্না ভেজা গলায় গীতা বক্তৃতা করে চলেছেন। অধ্যক্ষের আসনে বসে রবি রায় কখনো বা ইংরেজিতে, কখনো বা হিন্দিতে, কখনো বা বাংলায়, কখনো বা ওড়িয়াতে; শ্রীমতী মুখার্জিকে শান্ত হতে অনুরোধ করছেন।

বক্তৃতা শেষ হল। গীতা বসলেন নিজের আসনে। বিরোধী আসন থেকে রাজীব গান্ধী উঠে এসে গীতার পাশে বসে, প্রায় কানে কানে কিছু কথা বলে, উঠে গেলেন আবার নিজের আসনে। অধিবেশন শেষ হল। ভোটের ফলাফলে যা হওয়ার তাই হলো। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং এর সরকারের পতন ঘটেছে। ওই অবস্থাতেও গীতা মুখোপাধ্যায় কে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, রাজীব গান্ধী কি বললেন?

মৃদু হেসে গীতা জবাব দিয়েছিলেন, কি বললেন জানিস? অত না চেঁচালেই কি চলছিল না? মনে নেই, কদিন আগে তোমার ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বজ্রপাতে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: শুক্রবার সাত সকালেই মেমারিতে বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক জনের ও আহত দুই। এদিন আনুমানিক সকাল সাতটা নাগাদ ঘটে এই দুর্ঘটনা। মেমারি থানার বাগিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বহরমপুর এলাকার ঘটনা। মৃত ব্যক্তির নাম শেখ আব্দুল ওহিদ, বয়স ৫৮ বছর। দুই আহতদের নাম উত্তরা ক্ষেত্রপাল ও জ্যোৎস্না ক্ষেত্রপাল। উত্তরা ক্ষেত্রপালকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং জ্যোৎস্না ক্ষেত্রপাল মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মৃত ও আহতদের বাড়ি বহরমপুর গ্রামে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়ার কারণে সকলেই একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সময় বিকট শব্দে বাজ পড়তেই তিন জনে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা উদ্ধার করে তিনজনকেই মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসকরা একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় একজনকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। অন্যজনের চিকিৎসা শুরু করেন চিকিৎসকরা।

বজ্রপাতে মৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার সিমলাপালে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম ভাস্কর দুলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল বিকেলে বাঁকুড়ার সিমলাপাল ব্লকের ধাদকিডাঙা গ্রামের শ্যামপুরবাঁধ এলাকায় ছাগল চরাতে গিয়েছিলেন। সেই সময় বৃষ্টি পড়ছিল। আচমকাই বজ্রপাতে ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন ভাস্কর দুলে। ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন, মৃত অবস্থায় মাঠের মাঝে পড়ে রয়েছেন ভাস্কর দুলে। মাঠের মাঝে ভাস্কর দুলের মৃতদেহের পাশে তাঁর দুটি ছাগলও মৃত অবস্থায় পড়েছিল। পরে খবর পেয়ে সিমলাপাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে সিমলাপাল ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। বজ্রপাতে ভাস্কর দুলের এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর দ্বিতীয় সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশান আদালত

কেস নং- T.S. No.- ১১ / ২০২০ সাল

সেক সাকেরুদ্দিন ..... বাদী

- বনাম -

সেক নাজরুদ্দিন দিগর .....বিবাদীগণ

To,

৩।(ক) সৈয়দ অনিমুল হক, ৩।(গ) সৈয়দ নায়ু, ৩।(ঘ) সৈয়দ কামরুল হক, সর্ব পিতা- ৺সৈয়দ জহুরুল হক, গ্রাম – জয়কৃষ্ণপুর পোস্ট – রাউতরা, থানা- শালবনী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১৪৭, ৩।(ঙ) আরাসা বিবি, স্বামী- সেক হামিদ, গ্রাম – পাঁচবেড়িয়া (বামনি আড়া) পোস্ট – ইন্দা, থানা- খড়্গপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৩০৫, ৩।(চ) জাগুন্নেসা বিবি, স্বামী- ৺নজরুল খান, গ্রাম – জয়কৃষ্ণপুর পোস্ট – রাউতরা, থানা- শালবনী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১৪৭, ৪।(গ) সৈয়দ রেজাবুল হক, পিতা- সৈয়দ এরসাদুল হক, গ্রাম - বড়োসিজুয়া, পোস্ট – রাউতরা, থানা- শালবনী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১৪৭, ৪।(ঘ) সৈয়দ আসাদুল হক, পিতা- ৺সৈয়দ এরসাদুল হক, গ্রাম – জয়কৃষ্ণপুর পোস্ট – রাউতরা, থানা- শালবনী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১৪৭ ৪।(ঙ) কায়াসা বিবি, স্বামী - সৈয়দ আনিসুল হক, ৪।(চ) নুরিসা বিবি, স্বামী – মিঃ ইয়াকুব, গ্রাম – জয়কৃষ্ণপুর পোস্ট – রাউতরা, থানা- শালবনী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১৪৭, ৪।(ছ) সইরুন্নেসা বিবি, স্বামী – সেক সিরাজ, গ্রাম – পাঁচবেড়িয়া (বামনি আড়া) পোস্ট – ইন্দা, থানা- খড়্গপুর (টাউন), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৩০৫, ৪।(জ) জাকারুন্নেসা বিবি, স্বামী – সেক লালা, গ্রাম - পিরাবিড পোস্ট - আমজর, থানা- গোয়ালতোড়, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১৫৭, ৪।(ঝ) সাবারুন নেসা বিবি, স্বামী - সৈয়দ দুলাল, গ্রাম – মূলগ্রাম পোস্ট – রানিসিমুলিয়া, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ৪।(ঞ) খাইরুন্নেসা বিবি, স্বামী - আজাদ খান, গ্রাম –রাইপুর উপারবাদ্রি, পোস্ট - রাজপুরগড়, থানা- রাইপুর, জেলা- বাঁকুড়া, পিন – ৭২২১৩৪, ৮।(ক) ওহেদা বেগম, স্বামী- ৺সেক আব্দুল্লা, গ্রাম – মিঞাবাজার, পোস্ট – মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন – ৭২১১০১, ৮।(খ) সেক মহম্মদ সনাউল, পিতা- ৺আব্দুল্লা, গ্রাম - মিঞাবাজার পোস্ট, মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন – ৭২১১০১, ৮।(গ) সালমা বেগম, স্বামী – সৈয়দ মহারাজ আলি, গ্রাম – সুন্দ্রা, পোস্ট – সৈয়দপুর, থানা- শালবনী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১৪৭, ৮।(ঘ) হামিদা খাতুন, স্বামী – সেক ৺হাবিবুল্লা, ৮।(ঙ) সেক হামিদুল্লাহা, ৮।(চ) সেক আকিব, সর্ব পিতা - ৺সেক হাবিবুল্লা, ৮।(ছ) মেহেরুন্নেসা বিবি, স্বামী - ৺সেক আয়মেত আলি, ৮।(জ) সেক মহম্মদ হানিফ, পিতা- সেক আয়মেত উল্লা, ৮।(ঝ) সেক রহমত উল্লা, পিতা- ৺সেক মমিনুদ্দিন, গ্রাম – ছোট বাজার, পোস্ট – মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন – ৭২১১০১, ৮।(ঞ) রাসিদা বিবি, স্বামী – সুকুর, গ্রাম – সিপাইবাজার, পোস্ট – মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন – ৭২১১০১, ৮। (ট) সেক কালাম আলি, ৮।(ঠ) সেক মুস্তাফা হামিদ, ৮।(ড) সেক মহসিন আহম্মেদ, সর্ব পিতা – সেক কালাম আলি, গ্রাম – সাঁকুয়া, পোস্ট – গর সোনাপোটা, থানা- কেশপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন – ৭২১২৬০, ৯।(চ) কারিমা বিবি, স্বামী – মহম্মদ আমজাদ আলি, গ্রাম + পোস্ট – ডাহিজুড়ি, থানা-বিনপুর, জেলা- ঝাড়গ্রাম, ৯।(ছ) লালকি খাতুন, স্বামী – ৺গজা, গ্রাম +, পোস্ট + থানা- খেতরা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ।

.... বিবাদীগণ

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমায় উপরোক্ত বাদী উক্ত আদালতে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে partition and separate possession পাওন প্রার্থনায় আপনাদের বিরুদ্ধে উক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার বা আপনাদের কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি পাইবার 17.11.23 দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিলবাবু গণের দ্বারা হাজির হইয়া কারণ দর্শাইবেন নতুবা আইন মতাবেক কার্য্য করা হইবে।

তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির বিবরন

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা – শালবনী, মৌজা- বড়সিজুয়া, জে এল নং- ১৩৪, খতিয়ান নং - ৫৯, ৬৫, ১৩৮/১, দাগ নং- ৮১, কসম- কালা দোয়েম, সম্পত্তির পরিমান- ২৬ ডেসিমল

ইতি
অনুমত্যানুসারে
অয়ন চক্রবর্ত্তী
সেরেস্তাদার
দ্বিতীয় সিভিল জর্জ সিনিয়ার ডিভিশান আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর, তাং- ২৯.০৮.২০২৩

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (০০০৫০)
এসবিআই বড় বাজার শাখা ১৯৫, এম. জি. রোড, কলকাতা-৭০০০০৭, ই-মেল: sbi.000|þ0@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই বড় বাজার শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : ধর্মেন্দ্র কুমার কেজরিওয়াল এবং উমেশ শর্মা

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৭.০৯.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	মোট ওজন ২৭.০৭০ গ্রাম নিট ওজন ২২.৫০০ গ্রাম	১টি নেকলেস (পাথর)
২.	২৭.০৯.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	মোট ওজন ১০.৯০০ গ্রাম নিট ওজন ৯.০০০ গ্রাম	২টি কানের দুল (পাথর)
৩.	২৭.০৯.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ১৬.২১০ গ্রাম নিট ওজন ১১.৭০০ গ্রাম	৪টি হাতের আংটি (পাথর)
৪.	২৭.০৯.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	মোট ওজন ৫১.৬৪০ গ্রাম নিট ওজন ২২.৫০০ গ্রাম	২টি গালা দিয়ে চুড়ি
৫.	২৭.০৯.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ৩৫.৫০০ গ্রাম নিট ওজন ৩৪.০০০ গ্রাম	২টি সোনার চুড়ি
৬.	২৭.০৯.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	মোট ওজন ৩৯.১১০ গ্রাম নিট ওজন ৩১.০০০ গ্রাম	১টি মঙ্গলসূত্র
৭.	২৭.০৯.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ৩৫.৫০০ গ্রাম নিট ওজন ৩০.০০০ গ্রাম	২টি পাথর/গালা দিয়ে বালা

তারিখ: ২৩/০৯/২০২৩, স্থান: বড় বাজার — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

মেসার্স প্রগ্রেস কাল্টিভেশন লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)
রেজিস্টার্ড অফিস : প্লট নং ৫৫, ফকির বাগান লেন, গোলাবাড়ি, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১১০১ (CIN - U01400WB2009PLC134240)
লিকুইডেটরের ঠিকানা : ১, আর এন মুখার্জি রোড, ষষ্ঠ তল, কলকাতা : ৭০০০০১
যোগাযোগ : +৯১-৯৮৩০০ ৫৮১২১ ইমেল : progress.liqd@gmail.com, pkkedia.ip@gmail.com

সম্পদের বিক্রির নোটিশ অনুযায়ী 'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে' 'যেখানে যা আছে ভিত্তিতে', 'যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে' এবং 'পরিবর্ত ভিত্তি' ব্যতীত সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ধারা ৩৫(এফ) অধীনে এবং সংশ্লিষ্ট লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে।
বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://www.eauctions.co.in** মাধ্যমে।

নিলামের তারিখ এবং সময়	**বৃহস্পতিবার, ১৯.১০.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)**
আগ্রহ প্রকাশক ডাক দাখিলের শেষ তারিখ	শনিবার, ০৭.১০.২০২৩ তারিখ বিকেল ৫টার পূর্বে
সম্ভাব্য ডাকদাতার সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য	সোমবার, ০৯.১০.২০২৩
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	সোমবার ১৬.১০.২০২৩ বিকেল ৫টার পূর্বে
পর্যবেক্ষণের তারিখ	সোমবার, ০৯.১০.২০২৩ থেকে সোমবার ১৬.১০.২০২৩ পর্যন্ত আগাম যোগাযোগ সাপেক্ষে, যোগাযোগের ব্যক্তি শ্রী পঙ্কজ কুমার কেডিয়া (মো. ৯৮৩০০৫৮১২১)

বিক্রির জন্য সম্পদ এবং সম্পত্তির মূল বিস্তারিত :- (লাখ টাকায়)

লট নং	বিবরণাদি	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১.	দাগ নং ১০২৩, ১০২৯ এবং ১০২৯/১০২১, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৫৬৬, ৮০১ অধীন, জেএল নং ৯২, এডিএসআর সিঙ্গুর, মৌজা - চায়না মোড়, থানা - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৪০৯ বর্তমান সম্পদ সহ (ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ব্যতীত), যদি কিছু থাকে ঠিকানায় ফ্যাক্টরি জমি এবং বিল্ডিং সহ সমন্বিত।	১৬০.০০ টাকা	১৬.০০ টাকা	৫.০০ অথবা এর মাল্টিপল

১. লিকুইডেটর কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও পর্যায়ে টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার রাখেন।
বিক্রয় নোটিশ ভালো করে পড়ে এবং টেন্ডার নোটিশ যা ই-নিলাম বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত সম্বলিত যা পাওয়া যাবে ইমেল progress.liqd@gmail.com থেকে।
কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য, **শ্রী বিজয় পিপালিয়া (মো. ৯৮৭০০৯৯৭১৩)** সঙ্গে যোগাযোগ করুন অথবা admin@eauctions.co.in অথবা লিকুইডেটরের ইমেল progress.liqd@gmail.com ইমেল করুন।

পঙ্কজ কুমার কেডিয়া
প্রগ্রেস কাল্টিভেশন লিমিটেড'এর লিকুইডেটর (দেউলিয়াগ্রস্থ)
আইপি রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P01037/2017-18/11710
এএফএ বৈধ ৩০.১০.২০২৩ পর্যন্ত

তারিখ : ২৩.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9331059060, 9831919791

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

সংশোধনী

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে আমাদের বিজ্ঞাপন **বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এবং একদিন (কলকাতা), ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এবং লোকমত (মুম্বই) ২৩.০৮.২০২৩** তারিখে প্রকাশিত, ই-নিলামের তারিখ **২৫.০৯.২০২৩, ঋণগ্রহীতার নাম : এম এন আর এক্সপোর্ট প্রা. লি.,** অনিবার্য কারণে প্রত্যাহৃত হয়েছে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

গলসি শাখার জন্য অফিস প্রেমিসেস/ শাখার জন্য প্রস্তাব আহ্বায়ক নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, **গলসি, গ্রাম এবং পো- গলসি, থানা-পূর্ব বর্ধমান, প.ব.** ঠিকানায় **১৬০০ বর্গ ফুট কার্পেট এরিয়া** মাপের একতলায় প্রধান সড়কে বাণিজ্যিক সুবিধাযুক্ত এলাকায় সহজে দ্রষ্টব্য এবং পার্কিং স্পেসযুক্ত ১৫ থেকে ২০ বছরের মেয়াদে শাখা স্থাপনের জন্য লিজের ভিত্তিতে (নির্মিত/নির্মীয়মান) আগ্রহী প্রেমিসেস মালিকগণের কাছ থেকে ২ ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল) টেন্ডার আহ্বান করছে।
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুকূলে ডিডি'র আকারে **২৫০ টাকা (অফেরতযোগ্য)** আদায় দিয়ে নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে **২৩.০৯.২০২৩ থেকে ০৯.১০.২০২৩ তারিখ** পর্যন্ত টেন্ডার ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ০৯.১০.২০২৩।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

দ্য ডিজিএম, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস : আসানসোল
প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট , উদরেজ ভবন, ৩য় তল
৮, জি টি রোড (পশ্চিম), আসানসোল - ৭১৩ ৩০৪, প.ব.

বিস্তারিত পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে : www.indianbank.in

যূনিয়ন বৈংক ऑफ इंडिया Union Bank of India — A Government of India Undertaking

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর, বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, পিন - ৭১৩২১৬, ফোন নং-০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতা জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক. ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতার নাম খ. শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. বকেয়া পরিমাণ ৩. দখলের তারিখ
১.	ক. মেসার্স দাস এন্টারপ্রাইজেস, শ্রী রবীন দাস এবং শ্রীমতি উজ্জ্বলা রায় ওরফে উজ্জ্বলা দাস খ. বর্ধমান পারবীরহাটা ব্রাঞ্চ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ০.০৭ একর কমবেশি এবং নির্মাণ অবস্থিত আরএস প্লট নং ১৩৪৯, এল আর প্লট নং ৩২০২, আরএস খতিয়ান নং ১৩৬, এলআর খতিয়ান নং ৪০৫,মৌজা- বালিডাঙ্গা, জেএল নং ৩৫, ওয়ার্ড নং : ১২, হোল্ডিং নং : ১২৩/১২৪, বড়নীলপুর, শক্তিপাড়া, থানা : বর্ধমান, পো : শ্রীপল্লি, জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩১০৩ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সকলের ব্যবহারের সুবিধা ও পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত উল্লেখ্য মূল রেজিস্টার্ড দান দলিল তারিখ ০৮.০২.১৯৬৬ দলিল নং ৪৭৪- ১৯৬৬ সালের সমুদয় সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : পুকুর, দক্ষিণে : পুর সড়ক, পূর্বে : প্লট নং ১৩৫০, পশ্চিমে : দাগ নং ১৩৩৩ সমন্বিত।	১. ২৯.০৬.২০১৯ ২. ৮,৩৩,১০৫.০০ টাকা (আট লাখ তেত্রিশ হাজার একশো পাঁচ টাকা) ২৯.০৬.২০১৯ অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ এবং পরবর্তী চার্জ সহ ৩. ২১.০৯.২০২৩
২.	ক. শ্রী অজয় চাঁদ সরকার এবং শ্রীমতি প্রতীমা রানী সরকার খ. বর্ধমান পারবীরহাটা ব্রাঞ্চ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ২১৫৫ বর্গফুট ৩ কাঠা - ০৫ শতক- ০.০৫ একর কমবেশি এবং নির্মাণ অবস্থিত আরএস প্লট নং : ০৪, এলআর প্লট নং : ০৪/৩১২, আরএস খতিয়ান নং : ৭০, এলআর খতিয়ান নং: ৮৪ এবং ১৫১৪, মৌজা : গোপালনগর, জেএল নং ৭৮,থানা এবং জেলা: বর্ধমান, বর্ধমান পুরসভা অধীন, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা, সকলের ব্যবহারের চলার পথ ইত্যাদি সমন্বিত রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল তারিখ ৩০.১০.১৯৮৭, দলিল নং ৯১৭১-১৯৮৭ এবং মূল রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল তারিখ ২০.০১.১৯৯২ দলিল নং : ২৮২-১৯৯২ অনুযায়ী সমুদয় **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : এম আর এস এর জমি, দক্ষিণে : বর্ধমান গ্রামীণ শিল্প সমিতি, পূর্বে : পরেশ নাথ সাহার জমি, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত।	১. ০৬.০৭.২০১৯ ২. ২,২২,৯৪২.০০ টাকা (দুই লাখ বাইশ হাজার নশো বিয়াল্লিশ টাকা) ০৬.০৭.২০১৯ অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ এবং পরবর্তী চার্জ সহ ৩. ২১.০৯.২০২৩

তারিখ : ২১.০৯.২০২৩
স্থান : দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

যূনিয়ন বৈংক ऑफ इंडिया Union Bank of India — A Government of India Undertaking

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২১৬, ফোন : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

প্রতি — **দাবি নোটিশ**

নুর আলি
কলেজ মোড়, নলহাটি, জেলা - বীরভূম, রামপুরহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩১২২০

বিষয়: **আমাদের রামপুরহাট শাখা থেকে শ্রী নূর আলি কে ঋণসুবিধাদি গ্রহণ সম্পর্কিত জামিন দ্বারা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের নোটিশ**

মাননীয় মহাশয়,
আমরা অবগত করছি যে, আমাদের রামপুরহাট শাখায় আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট নন-পারফর্মিং অ্যাসেটে শ্রেণিভুক্ত হয়েছে **২৭.০৬.২০২৩** তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণ পরিমাণ/সুদ আদায় খেলাপির কারণে। বকেয়া পরিমাণ **৯,৬১,৬৪৬.০০ টাকা (নয় লাখ একষট্টি হাজার ছশো ছেচল্লিশ টাকা) টাকা** এবং চুক্তি হারে সুদ সহ **০৪.০৮.২০২৩** অনুযায়ী :-

এ/সি ধরন	সীমা (টা)	আর/এল ও/এস (টা)-	মোট বকেয়া (টা) ০৪.০৮.২০২৩ অনুযায়ী
সিসি ইউনিয়ন ট্রেড	৮,২৮,০০০.০০ টাকা	৮,২২,১২০.০০ টাকা	৮,৭৫,৭১১.০০ টাকা
ইউজিইসিএল	১,৬০,০০০.০০ টাকা	৮০,১২৫.০০ টাকা	৮৫,৯৩৫.০০ টাকা
মোট	৯,৮৮,০০০.০০ টাকা	৯,০২,২৪৫.০০ টাকা	৯,৬১,৬৪৬.০০ টাকা

আমাদের বার বার দাবি সত্ত্বেও আপনি বকেয়া পরিমাণ আপনার অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দানের দায়িত্ব পালন করেননি।
সংশ্লিষ্ট কারণে আপনাকে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে মোট বকেয়া পরিমাণ **৯,৬১,৬৪৬.০০ টাকা (নয় লাখ একষট্টি হাজার ছশো ছেচল্লিশ টাকা) টাকা** এবং চুক্তি মোতাবেক সুদ **০৪.০৮.২০২৩** তারিখ পর্যন্ত এবং সম্পাদিত ঋণ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী একমাস অন্তর সুদ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট আইনের সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যাঙ্কের অনুকূলে সম্পাদিত জামিন চুক্তি অনুযায়ী আমরা তা প্রয়োগের মাধ্যমে বিক্রির দ্বারা বকেয়া আদায়ের ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকব।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং একতলা বাণিজ্যিক গুদাম ভবন (অসম্পূর্ণ অবস্থা) স্বত্বাধিকারী শ্রী নূর আলি রেজা পিতা মহ আলি'র নামে মৌজা- করিমপুর, জেএল নং ৫২, থানা-নলহাটি, এলআর খতিয়ান নং :-২৩৬২, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৬৫, জেলা- বীরভূম, পরিমাণ ০৭ ডেসিমেল (আনুমানিক)।
চৌহদ্দি : উত্তরে : মহ হাদুপ আলি'র ভবন, দক্ষিণে : নজরুল আলির ভবন, পূর্বে : এনএইচ ৩৪, পশ্চিমে : মারুতি স্টোর এর খালি জমি সমন্বিত।
ক) অনুগ্রহ করে অবগত হোন আপনি ৬০ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়দানে ব্যর্থ হলে এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আইন অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগে বাধ্য হলে এবং সম্পূর্ণ বকেয়া আদায় না হলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির বিক্রির মাধ্যমে পরবর্তীতে আপনাদের বিরুদ্ধে আদালত/ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল এর মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।
খ) আপনাদের অনুগ্রহপূর্বক অনুরোধ করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(১৩) ধারা অধীনে এই নোটিশ পাওয়ার পর ব্যাঙ্কের অনুমতি ব্যতীত সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ হস্তান্তর ধরনের লেনদেন থেকে বিরত/প্রতিবন্ধিত থাকতে। আরও অবগত হোন এই সতর্কতামূলক আইনি নোটিশ অমান্য করলে গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হবেন।
গ) অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে, উক্ত আইনের ১৩(৮) ধারার সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময় অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত

তারিখ : ২৩.০৯.২০২৩
স্থান : দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড কার্যালয়: 15 তলা, পিএস সৃজন টেক পার্ক, প্লট নং 52, ব্লক ডিএন, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা 700091, জেলা 24-পরগণা নর্থ।
CIN No.: U65910WB1993FLC060810
শাখা অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002] -এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে''** এবং **''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর(গুলি)	দখল করা হয়েছে	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সর্বমোট বকেয়া আছে 20.09.2023 অনুসারে	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. ব্রোজেশ প্রসাদ সিং 2. ডেইজি সিং	সম্পত্তির ঠিকানা - নং.E5-164/নিউ, জোটে শীরামপুর, জেলা - দক্ষিণ পরগনা, থানা - মহেশতলা, মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং. 15, পশ্চিমবঙ্গ 700061 তে অবস্থিত জমির অবিভক্ত অংশসহ, একটি একাধিক তলযুক্ত ভবনে সাধারণের ব্যবহারের স্থান, সুবিধাসমূহ, ব্যবস্থা, সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্যগুলি সহ 3 (তিন) টি শয়নকক্ষ, 1(এক) টি খাওয়া-তথা-বসার জায়গা, 1(এক) টি রান্না ঘর, 2(দুই) টি টয়লেট এবং 1(এক) টি বারান্দা সম্বলিত, সুপার বিল্ট আপ 1000 বর্গফুট মাপের সম্পূর্ণ দ্বিতীয় তল।	H005411002 21054405/H 0054110022 1054405L /H00541100 221054405G /H00541110 221050754/ H005411102 21050754L/ H005411102 21050754G /H00541110 221053942	24শে মে, 2023	Rs. 1,44,045 /-	Rs. 48,65,286.40/-	Rs. 14,40,450/-	06/10/2023	12/10/2023 সকাল 11টা
1. ব্রোজেশ প্রসাদ সিং 2. ডেইজি সিং	সম্পত্তির ঠিকানা - নং.E5-164/নিউ, জোটে শীরামপুর, জেলা - দক্ষিণ পরগনা, থানা - মহেশতলা, মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং. 15, পশ্চিমবঙ্গ 700061 তে অবস্থিত জমির অবিভক্ত অংশসহ, একটি একাধিক তলযুক্ত ভবনে সাধারণের ব্যবহারের স্থান, সুবিধাসমূহ, ব্যবস্থা, সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্যগুলি সহ 3 (তিন) টি শয়নকক্ষ, 1(এক) টি খাওয়া-তথা-বসার জায়গা, 1(এক) টি রান্না ঘর, 2(দুই) টি টয়লেট এবং 1(এক) টি বারান্দা সম্বলিত, সুপার বিল্ট আপ 1000 বর্গফুট মাপের সম্পূর্ণ তৃতীয় তল।	H005411002 21054405/H 0054110022 1054405L /H00541100 221054405G /H00541110 221050754/ H005411102 21050754L/ H005411102 21050754G /H00541110 221053942	24শে মে, 2023	Rs. 1,41,750/-	Rs. 48,65,286.40/-	Rs. 14,17,500/-	06/10/2023	12/10/2023 দুপুর 1টা

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.E-auctiontiger.net - এ SARFAESI আইনের বিধানের অধীনে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় ।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **10/10/2023**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **12/10/2023**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **13/10/2023,** যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনুসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শনের জন্য বা আরও তথ্য জানার জন্য, সম্ভাব্য দরদাতা অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন যার **''নাম - অঙ্কিত কুমার, ডিভিশনাল লিগাল ম্যানেজার: লিটিগেশন - পশ্চিমবঙ্গ, এল&টি ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস, পি.এস. সৃজন টেক পার্ক, যোগাযোগ: 8789493214; ইমেল: ankitkumar13@ltfs.com**। ই-অকশনের যে-কোনও স্তরে অনুমোদিত আধিকারিক নিলামটি বা অফার টি স্বীকার করতে বা প্রত্যাখান করতে বা সংশোধন করতে বা বাতিল করতে বা স্থগিত রাখতে পারেন ই-অকশন কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 23.09.2023
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

যুগ্ম ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড (২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড বাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২) অধীনে স্থাবর সম্পদ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যাড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি আইন (সারফেসি আইন) এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)
(''ঋণগ্রহীতা'' এবং ''কর্পোরেট ডেটর'' এখানে উল্লিখিত)
CIN : 70102WB2012PTC189246

(৪ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে উল্লেখ্য মাননীয় এনসিএলটি কলকাতার নির্দেশ অনুযায়ী দেউলিয়াগ্রস্থ একটি কোম্পানি)
কোম্পানির রেজি অফিস - ১০৩/২০ ফোরসোর রোড, জৈন হসপিটাল বাসস্টপের নিকট, হাওড়া পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১১০২
লিকুইডেটর - সবীর কান্তি মজুমদার, আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-PO1161/2018-19/11903 এএফএ বৈধ ০৩.১১.২০২৩ পর্যন্ত।
যোগাযোগ : মোবাইল নং ৯১ ৯৪৩৩৬৭৯৫৯১ ইমেল আইডি - liq.hvrppl@gmail.com
লিকুইডেটরের ঠিকানা - ১৫৫/এ, ইউনিক পার্ক, বেহালা, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭০০০৩৪
রেজিস্টার্ড ইমেল আইডি আইবিবিআই সহ - sabirk01@gmail.com

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং কর্পোরেট ডেটর এবং জামিনদাতা এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর জানানো হচ্ছে ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড দেউলিয়াগ্রস্থের সম্পদ বিক্রির জন্য ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের ৩৩ এবং ২০১৬ সালের (আইবিসি) ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোডের ধারা ৩৫(এফ) অধীনে দেউলিয়াগ্রস্থ এস্টেটের অংশ এবং ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২ (লিকুইডেশন রেগুলেশনস) যৌথভাবে জামিনদাতার জমি সহ কর্পোরেট ডেটর কর্তৃক বন্ধকদত্ত জামিনের অংশ ফ্যাক্টরি অফিস এবং অন্যান্য নির্মাণ এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমেটড দেউলিয়াগ্রস্থ ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে 'যেখানে যে অবস্থায় আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত নিম্নোক্ত মতে বিক্রি করা হবে।
ঋণদাতার প্রতিনিধি এবং লিকুইডেটরের যোগাযোগের বিস্তারিত :
নাম : শ্রী রাহুল ফোনদে
ইমেল আইডি - Rahul.phonde@axisbank.com, **মোবাইল নং** ৮৪৫১৮৩২১৩১
লিকুইডেটরের নাম - শ্রী সবীর কান্তি মজুমদার
ইমেল আইডি - sabirk01@gmail.com, **মোবাইল নং** ৯৪৩৩৬৭৯৫৯১

বিবরণ	মোট সংরক্ষিত মূল্য টাকা	ইএমডি টাকা	ডাক বর্ধিতকরণ টাকা	মন্তব্য
কর্পোরেট ডেটর এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড যৌথভাবে জমির জামিনদাতা শ্রী রাজন ধাদদা, পিতা মনোহর লাল ধাদদা, বন্ধকদত্ত অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিকট ২০০২ সালের সারফেসি আইন এবং ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড রেগুলেশনস এর সংস্থান অধীনে ফ্যাক্টরি শেড, অফিস ভবন, টাইম অফিস, সিকিউরিটি রুম, শ্রমিকদের জন্য শেড, টয়লেট ব্লক এবং অন্যান্য নির্মাণ সমুদয় সম্পদ বিক্রি করা হবে। [illegible]	১২,০৫,৮৬,০৯০ টাকা	১,২০,৫৮,৬০৯টাকা	৫,০০,০০০ টাকা	এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড এর সম্পদসমূহ যৌথভাবে জমির মালিক শ্রী রাজন ধাদদা কর্তৃক বন্ধকদত্ত অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিকট সংশ্লিষ্ট বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের দেউলিয়াগ্রস্ততা অনুযায়ী সর্বাধিক গণ্য হওয়ার জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ১২,০৫,৮৬,০৯০ টাকা ধার্য হয়েছে আরও সংরক্ষিত মূল্য সংযোজিত হয়েছে জমির জন্য ৯,৪১,৭৪,৭৪০ টাকা যা অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিকট বন্ধকদত্ত এবং ফ্যাক্টরি শেড, [illegible]

[illegible]

স্বা/-
সবীর কান্তি মজুমদার
লিকুইডেটর
IBBI/IPA-001/IP-PO1161/2018-19/11903

স্বা/-
শ্রী রাহুল ফোনদে
অনুমোদিত আধিকারিক
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
কলকাতা
তারিখ : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩

পাঞ্জিপাড়া তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান খুনে আসল অপরাধীকে আড়াল করার অভিযোগ

রাজনৈতিক চাপানউতোর জেলা জুড়ে

নিজস্ব প্রতিদেন, রায়গঞ্জ: তৃণমূল প্রধান হত্যা মামলায় কংগ্রেসের এক পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ মুস্তাফাকে গ্রেপ্তার করে এদিন আদালতে হাজির করে পুলিশ। এই ঘটনায় ব্যাপক রাজনৈতিক চাপানউতোর জেলা জুড়ে।

উল্লেখ্য, উত্তর দিনাজপুর জেলার পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান মহঃ রাহিকে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করে একদল দুষ্কৃতী। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে ওই পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য মহঃ মুস্তাফাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ আটক করে। পরবর্তী সময়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। শুক্রবার মহঃ মুস্তাফাকে ইসলামপুর মহাকুমা আদালতে তোলা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মহঃ রাহিকে যখন গুলি করে হত্যা করা হয় সেই সময় তার বাইকের পেছনেই বসেছিল মহঃ মুস্তাফা। সেই কারণেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে পুলিশ। কিন্তু বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, যে মহঃ মুস্তাফাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় রাজনৈতিক মহলে।

এই ঘটনায় প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর জানিয়েছেন, 'আমরা সবাই চাইছি যে প্রধানের হত্যার ঘটনায় আসল দোষীদের পুলিশ তদন্ত করে সামনে নিয়ে আসুক এবং আইনতভাবে শাস্তি দেওয়া হোক। কিন্তু এখন পুলিশ যেটা করছে যে প্রথমে মুস্তফাকে সাক্ষী হিসেবে আটক করেছে। কিন্তু পরে জানতে পারলাম যে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওকে অ্যারেস্ট করেছে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সাক্ষীকে অ্যারেস্ট করল পুলিশ কি কারণে? তাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ সময় নষ্ট করছে নাকি সঠিকভাবে তদন্ত করছে তা সময় হলেই বোঝা যাবে। আমি পুলিশকে অনুরোধ করব, যে আপনারা সঠিকভাবে তদন্ত করুন এবং প্রকৃত দোষীদের সামনে নিয়ে আসুন। মুস্তাফাকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে প্রমাণ না করতে পারলে এটা প্রমাণিত হবে যে পুলিশ প্রকৃত দোষীদের আড়াল করছে। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই প্রধানকে হত্যা করা হয়েছে বলেই অনুমান আমাদের।'

এদিন পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ও স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রতিনিধিদল পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে দেখা করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানায়।

পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত উপ প্রধান রাজা সিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, 'পুলিশ প্রশাসনের ওপর আমরা আপাতত ভরসা রাখছি। তবে শীঘ্রই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করা না হলে আমরা আন্দোলনের পথে যাব। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত এই পঞ্চায়েতের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিডিওকে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিং জানিয়েছেন, 'এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতকে পুলিশি হেপাজতে নেওয়ার আবেদন করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে, বিহার থেকে শ্যুটার ভাড়া করে আনা হয়েছে। বেশ কয়েকটি সিসিটিভি ফুটেজ আমাদের হাতে এসেছে। বিহারের পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিযান চলছে।'

খানাকুল ২ ব্লকের বিডিওর বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ, মহকুমা শাসককে নালিশ বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এবার হুগলির আরামবাগ মহকুমার খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের বিডিওর বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুললেন খোদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।

আরামবাগ খানাকুল ২ ব্লকের বিডিও'র বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ আনলেন খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ সহ বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুম্পা মণ্ডল। বর্তমানে খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের বিডিওর দায়িত্বে আছেন শঙ্খ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সরকারি কাজে অসহযোগিতা থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতির ওন ফান্ডের টাকার তছরুপ এবং মহিলা সভাপতিকে কাজ করতে না দেওয়ায়, কাউকে না জানিয়ে টেন্ডার করা সহ মহিলা সভাপতিকে অপমান করার অভিযোগ তুলে আরামবাগ মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুম্পা মণ্ডল ও বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। সংবাদমাধ্যমের কাছে, পঞ্চায়েতের কাজের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাদের এমনটাই দাবি করেন তারা। এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির অভিযোগ, ব্লকে উন্নয়নমূলক কোনও কাজ করতে দিচ্ছে না বিডিও, পাশাপাশি কোনও কাজ নিয়ে গেলে অন্য অধিকারের কাছে যাবার জন্য বলা হচ্ছে অথচ সেই আধিকারিকও এটা তার কাজ নয় বলে অসহযোগিতা করছে, এমনটাই অভিযোগ তুলেছে খানাকুল বিধায়ক সহ ওই পঞ্চায়েতের সভাপতি। যদিও এই বিষয়ে খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের বিডিওর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। এমনকী, আরামবাগ মহকুমা শাসক সুভাষীনি ই মুখ খুলতে চাননি। মৌখিকভাবে জানান বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে। তবে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের ওন ফান্ডের টাকা তছরুপ করা হচ্ছে, বার বার বিডিওকে বলা সত্ত্বেও তিনি কোনও ব্যবস্থা নেননি। তাছাড়া বিডিও অফিসে আট-দশটি গাড়ি চলে। কিন্তু লগবুকে হিসাব রাখা হয়নি। সংস্থা যা বিল করে তাই দিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির মহিলা সভাপতিকে হেনস্তা করা হচ্ছে। কোনও কথা শুনছেন না। কাগজপত্র ছুঁড়ে দিচ্ছে। একজন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে কেন অপমান করা হবে। এই নিয়ে আমরা এসডিও ম্যাডামকে জানালাম। উনি বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করবেন আশ্বাস দেন। অপরদিকে খানাকুল দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুম্পা মণ্ডল বলেন, বিডিও সাহেব কোনও উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা করছেন না। কোনও কাজ করছেন না। আমরা তাই মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে এসেছি। উনি প্রচন্ড ভাবে অপমান থেকে শুরু করে বাজে ভাবে কথা বলেন। আমি এটা মেনে নেব না।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে খানাকুল দু'নম্বর ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে দশটি গ্রাম পঞ্চায়েতে জয়লাভ করে বিজেপি। পাশাপাশি পঞ্চায়েত সমিতিতেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি বোর্ড গঠন করেন এবং জেলা পরিষদের বিজেপির প্রার্থী জয়লাভ করে। এইরকম এক ব্লকে বিডিওর বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ওঠায় শোরগোল পড়ে যায় রাজনৈতিক মহলে।

স্কুলের মধ্যেই হাতাহাতিতে জড়ানোর অভিযোগ উঠল দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: স্কুলের মধ্যেই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ উঠল দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এমনই একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতেই নিন্দার ঝড় উঠেছে শিক্ষক মহলে। ঘটনাটি ঘটে গত ১৩ সেপ্টেম্বর পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান দুই ব্লকের হাটগোবিন্দপুর মানগোবিন্দ চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা মারামারি করলে দেখা যায় যে শিক্ষক শিক্ষিকারা এগিয়ে এসে তাঁদের বকাবকি করেন। তবে এখানে পুরোপুরি উলট পুরাণ।

শিক্ষকরাই নিজেদের মধ্যে মারামারি করছেন। আর এই ঘটনা সাক্ষী থাকে স্কুলের পড়ুয়ারা, সেটাও আবার সামাজিক মাধ্যমেও ভাইরাল হয়ে যায়। যদিও ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা। এরই মধ্যে নিজেদের স্কুলেরই ঘটনা সোশ্যাল মাধ্যমে দেখতে পেয়ে গর্জে ওঠেন স্কুলেরই প্রাক্তনীরা। তাঁরা এক জোট বেঁধে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে

ঘটনার নিন্দা করে স্মারকলিপিও জমা দেন।

তাঁদের দাবি, আশি বছর আগে স্থাপিত হয়েছিল স্কুল। তারপর অনেক কৃতি ছাত্র ওই স্কুল থেকেই পড়াশোনা করে বেরিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সেই স্কুলেরই দুই শিক্ষকের স্কুল প্রাঙ্গণে নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি তাও সেই ভিডিও সোশ্যাল মাধ্যমে ভাইরাল। যার কারণে স্কুলের গরিমা নষ্ট হচ্ছে। এমন ঘটনা বন্ধ করা সহ বেশ কয়টি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। তাঁদের দাবি, এক সময় কৃতি পড়ুয়াদের নাম উঠে আসত বিদ্যালয় থেকেই। ২০১৭ সালের পর থেকে এই স্কুল অনেক পিছিয়ে পড়েছে।

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৩ সেপ্টেম্বর পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান ২ ব্লকের এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও এক সহ শিক্ষককে স্কুল প্রাঙ্গণের মধ্যে হাতাহাতি করতে দেখা যায়। সেই ভিডিও সমাজ মাধ্যমেও ভাইরাল হয়ে যায়। শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে এই আচরণের জন্য নিন্দার ঝড় উঠে। হাতাহাতিতে লিপ্ত দুই শিক্ষকই দু'জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। তবে এই ঘটনা নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অশোক কুমার জোয়ারদার জানান, এই স্কুলের প্রাক্তনীরা চিঠি দিয়েছে। স্কুলের পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে চেষ্টা করা হবে। স্কুলে দীর্ঘদিন ধরে কোনও পরিচালন কমিটি নেই। তবে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে অবরোধ, বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল পড়ুয়ারা। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার কৃষ্ণদেবপুর বাজার এলাকার।

এলাকাবাসীর দাবি, কৃষ্ণদেবপুর বাজার থেকে পুরাতন হাটতলা মোট আড়াই কিলোমিটার পথ, রাস্তা না জমি বোঝা দায়। ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ছাত্রছাত্রী,অভিভাবক থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বর্তমানে রাস্তা বলে কিছুই নেই, বৃষ্টিতে পুরো কাদায় ভর্তি। তাই দ্রুত রাস্তার দাবিতে কৃষ্ণদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের বিক্ষোভ চলে। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার বহু প্রাচীন প্রাথমিক বিদ্যালয় এটি। এই বিদ্যালযের সূচনা হয়েছিল ১৯০৫ সালে। তখন এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে বলা হত টোল। পুরাতন সেই টোল আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। ১৯৬০ সালের পর থেকে এই স্কুলের সামনে দিয়ে যে পাকা রাস্তা গিয়েছে সেই রাস্তা দিয়ে এক সময় স্বামী বিবেকানন্দ যেমন হেঁটে গিয়েছেন তেমন বিদ্যাসাগরও গিয়েছেন। মহাপুরুষদের পায়ে হাঁটা সেই রাস্তা আজ নেই বললেই চলে।

এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা ২১০ জন। কাদাতে এতটাই খারাপ অবস্থা যে স্কুলে আসতে ভয় পায় ছাত্রছাত্রীরা। স্কুলে আসতে গিয়ে পা পিছলে প্রায় দুর্ঘটনা ঘটছে। শুধু ছাত্রছাত্রীরা নয়, শিক্ষক থেকে অভিভাবকরা সমস্যায় পড়েছেন যাতায়াতে। টোটোচালকরা গাড়ি নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে আসতেই বিপদের সম্মুখীন হন। সেই কারণেই টোটো চালকরা এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত প্রায় বন্ধ করে দেওয়াতে সমস্যায় পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। এই বিষয়ে বহুবার বিডিওর কাছে আবেদন জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। তাঁদের অভিযোগ, এলাকার জনপ্রতিনিধিকে বারবার বলেও লাভ হয়নি। অবশেষে বিক্ষোভে সামিল হন কালনা ১ নম্বর ব্লকের কৃষ্ণদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা।

বিজেপি ও সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ আরও দুই নির্বাচিত সদস্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোটের পরেও বিরোধীদের রক্তক্ষরণ অব্যাহত বাঁকুড়া জেলায়। এই জেলার খাতড়া ব্লকের দহলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি ও সিপিএমের দুই নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য যোগ দিলেন তৃণমূলে। তৃণমূলের গলায় গলা মিলিয়ে দলবদলুদের দাবি, উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে যোগ দিতেই এই দলবদল। বিরোধীদের দাবি, ভয় ও প্রলোভন দেখিয়েই বিরোধী সদস্যদের দলে টানছে তৃণমূল।

গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকেই শিবির বদলের পালা চলছিল বাঁকুড়া জেলায়। দলের টিকিট না পেয়ে তৃণমূল, বিজেপি ও কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে শিবির বদল ঘটছিল আকছার। নির্বাচনের পরে জেলায় থাকা একাধিক ত্রিশঙ্কু গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনে মরিয়া তৃণমূল বিভিন্ন ভাবে দলে টেনেছিল বিরোধী জয়ী প্রার্থীদের। তবে সেখানেই শেষ নয়, বোর্ড গঠনের পরেও সেই ধারা অব্যাহত জেলায়। এবার সিপিএম ও বিজেপি ছেড়ে দুই পঞ্চায়েত সদস্য যোগ দিলেন তৃণমূলে।

গতকাল বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের দহলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি ও সিপিএমের একজন করে পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলের পতাকা কাঁধে তুলে নেন। তাঁদের হাতে দলের পতাকা তুলে দেন রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা এলাকার তৃণমূল বিধায়ক জ্যোৎস্না মান্ডি। উল্লেখ্য, দহলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ৬টি পায়। ৫টি করে আসন পায় সিপিএম ও বিজেপি। ২টি আসনে জেতেন কুড়মি সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা। বোর্ড গঠনের সময় দুই বিজেপি সদস্যকে দলে টেনে ওই পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। ফের বিজেপি ও সিপিএম থেকে একজন করে সদস্যকে দলে টেনে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে নিজেদের ভিত্তি শক্ত করল তৃণমূল।

তৃণমূল নেতাদের গলায় গলা মিলিয়ে দলবদলুরা দাবি করেন, এলাকার উন্নয়নের স্বার্থেই তাঁরা শাসক দলে যোগ দিচ্ছেন। মন্ত্রীও সেকথাই জানান। যদিও বিরোধীদের দাবী ভয় ও প্রলোভন দেখিয়েই নিজেদের দলে টেনেছে তৃণমূল।

সারের কালোবাজারি ঠেকাতে কড়া মালদা জেলা প্রশাসন ও কৃষি দপ্তর

৪২৫ জন সার বিক্রেতাকে শোকজ নোটিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আশ্বিন মাসের শুরুতেই রবিশস্যের মরশুমে সারের কালোবাজারি ঠেকাতে কড়া মনোভাব নিয়ে ময়দানে নামল জেলা প্রশাসন ও কৃষি দপ্তর। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে টাস্ক ফোর্স গঠন করে জেলার প্রায় ৪২৫ জন সার বিক্রেতাকে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে চাষিদের হয়রানির হাত থেকে রক্ষা করতেই কৃষি দপ্তরের টাস্ক ফোর্স ইতিমধ্যে মালদার বিভিন্ন এলাকায় কালোবাজারি বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান শুরু করেছে।

কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলাজুড়েই প্রতি বছরই এই রবিশস্যের মরশুমে সারের চাহিদা থাকে ব্যাপক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে কালোবাজারি করার অভিযোগ বিভিন্ন এলাকার চাষিরা করে থাকেন। তাই এবার রবিশস্যের মরশুমের শুরুতেই সারের কালোবাজারি ঠেকাতেই তৎপর জেলা প্রশাসন ও কৃষি দপ্তর।

জেলা কৃষি দপ্তরের ইন্সপেক্টর অলোককুমার দাস জানিয়েছেন, মালদায় সার ও কীটনাশক বিক্রির প্রায় দু'হাজার দোকান রয়েছে। আরও কিছু দোকান গজিয়ে উঠেছে বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকাগুলিতে। যেগুলির লাইসেন্স নেই বলেও বিস্তার অভিযোগ উঠেছে। মালদা সদর ও চাঁচল মহকুমায় কৃষি দপ্তরের মোট ২৫ জন ইন্সপেক্টর তথা আধিকারিক রয়েছেন। তাঁরা এই রবিশস্যের মরশুম শুরুর আগে থেকেই সরেজমিনে অভিযান চালাচ্ছেন। প্রায় ৪২৫টি দোকানের মালিককে শোকজ করা হয়েছে। তার মধ্যে কিছু দোকান বন্ধ করা হয়েছে। তাঁর দাবি, এখনও পর্যন্ত জেলায় সারের সংকট নেই। কৃত্রিম উপায়ে সংকট তৈরির চেষ্টা করা হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। নায্যমূল্যে সার বিক্রি করতে হবে। প্যাকেটে যা মূল্য লেখা রয়েছে, তার চেয়ে বেশি দাম নেওয়া যাবে না।

গাজোল ব্লকের আগমপুর এলাকার আলু চাষি বিসাকু মণ্ডলের অভিযোগ, ৪০০ টাকার প্যাকেটের ইউরিয়া ৮০০ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। সারের কালোবাজারি হচ্ছে। প্রায় সমস্ত সারের ক্ষেত্রে কেজি প্রতি ৩০ থেকে ৪০ টাকা বেশি দাম নেওয়া হচ্ছে। এনপিকে সারের দাম বস্তা প্রতি প্রায় ১৪০০ টাকা। কিন্তু কালোবাজার থেকে তা কিনতে হচ্ছে প্রায় ২১০০ থেকে ২২০০ টাকায়। ৫০০ টাকার ফসফেট কিনতে হচ্ছে ৮০০ টাকায়। আর পটাশ সারও কিনতে হচ্ছে চড়া দাম দিয়ে। সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত সারের দোকানে গেলেই বলা হচ্ছে কোনও সার নেই। অথচ পাশেই সরকারি লাইসেন্স ছাড়াই গজিয়ে উঠেছে একাধিক বেআইনি দোকান। সেগুলি থেকে চড়া দামে দেদার বিক্রি হচ্ছে সার।

চাষিদের এমন সমস্যার কথা শোনার পরই বিভিন্ন সারের দোকানে অভিযান চালানো শুরু করেছে কৃষি দপ্তরের গঠিত টাস্ক কোর্সের কর্তারা। এদিকে, জেলার সার ব্যবসায়ীদের সংগঠন মালদা ডিস্ট্রিক এগ্রো ইনপুটস ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক শ্যামসুন্দর সারদার দাবি, 'সার বিক্রি নিয়ে কালোবাজারির অভিযোগ সঠিক নয়। সার সরবরাহের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রয়েছে। সাপ্লাই ঠিকমতো আসছে না। আমাদের সমস্যার কথা প্রশাসনিক বৈঠকে তুলে ধরা হবে।'

মালদার জেলাশাসক নীতিন কুমার সিংহানিয়া জানিয়েছেন, বেশি দামে চাষিদের কাছে সার বিক্রি করা যাবে না। এব্যাপারে যদি নির্দিষ্ট অভিযোগ হয়, তা হলে আইনগতভাবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এবার জঙ্গলমহলে দুয়ারে ডাক্তার পরিষেবা নিয়ে হাজির স্বাস্থ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝালদা: রাজ্য সরকারের সপ্তম দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাঝেই পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলের ব্লক ঝালদা এলাকায় দুয়ারে ডাক্তার পরিষেবা নিয়ে হাজির স্বাস্থ্য দপ্তর। জেনারেল ফিজিশিয়ান থেকে শুরু করে চোখ, নাক, কান, গলা এবং শিশু বিশেষজ্ঞদের চিকিৎসা করাতে পারলেন ঝালদা ১ ব্লকের দূর দূরান্তের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ। পুরুলিয়ার একেবারে ঝাড়খণ্ড সীমানা লাগোয়া ব্লক ঝালদায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় বেশ কিছুটা পিছিয়ে। এই এলাকার মানুষের শারীরিক অসুস্থতা একটু জটিল হলেই ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি নিয়ে যেতে হয়। অন্যদিকে ঝালদা থেকে পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজ বা সদর হাসপাতালের দূরত্বও প্রায় ৬০ কিলোমিটার। তাই এই এলাকাকেই দুয়ারে ডাক্তার কর্মসূচির জন্য চিহ্নিত করেছে জেলা প্রশাসন এবং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। ঝালদা ১ নম্বর ব্লক কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হওয়া দুয়ারে ডাক্তার কর্মসূচিতে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হলেন দূর দূরান্তের বহু মানুষ। দুয়ারে ডাক্তার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. কুনাল কান্তি দে, বাগমুন্ডির বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ আরও অনেকে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কুণাল কান্তি দে জানান, দুয়ারে সরকারের সঙ্গে সঙ্গেই দুয়ারে ডাক্তার ক্যাম্প করা হল। ঝালদা এলাকার এটি স্পেশাল ক্যাম্প। এখানে জেনারেল ফিজিশিয়ান থেকে চোখ নাক কান গলা এবং শিশু বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ক্যাম্প করা হল। আগামী দিনেও এই ধরনের শিবির করা হবে।

বেশ কয়েকটি দাবিকে সামনে রেখে আরামবাগ আদালতের ল' ক্লার্কদের পথ অবরোধ ও মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে শুক্রবার আরামবাগ শহরে মিছিল ও পথ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হল। এদিন আরামবাগ মহকুমা আদালতের ল ক্লার্করা কোর্ট চত্বর থেকে আরামবাগ শহরে মিছিল করে আরামবাগ মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ দেখায়। ওই এলাকায় ৩০ মিনিট প্রতীকী পথ অবরোধও করে তারা। ল ক্লার্কের প্রতি বঞ্চনা, বৈষম্য সহ একাধিক স্থানীয় দাবির ভিত্তিতে এদিন সরব হতে দেখা যায় অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বদের। এদিন ল ক্লার্করা জানান, বার বার জানানো সত্ত্বেও তাদের দাবি পূরণ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে পথে নামতে হয়েছে। প্রশাসন বা সরকারের উচিত ল ক্লার্কদের দাবিগুলিকে নিয়ে সহানুভূতিশীল হওয়া। মূলত, পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্ক আইন সংশোধন করতে হবে, ল ক্লার্কদের কাজের অধিকার কার্যকর করতে হবে, স্বাস্থ্য বিমা করতে হবে এবং অবসরকালীন ভাতা-সহ ১৩ দফা দাবি তোলে তারা। এই বিষয়ে সনাতন সামুই বলেন, আরামবাগ আদালতের ল ক্লার্করা এদিন আন্দোলনে নেমেছেন। যদি এই আন্দোলনের ফলে দাবি পূরণ না হয় তাহলে রাজ্যপালকে আমরা ডেপুটেশন দেব। আরামবাগ কোর্টের ল'ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সদস্য ইমরান বলেন, আমাদের এই অবরোধ কর্মসূচি ও রাজ্যব্যাপী চলছে। বেশ কিছু দাবি দাওয়া আছে সেগুলো আমরা রাজ্য সরকারের কাছে এবং রাজ্যপালের কাছে আবেদন করব। ল ক্লার্কস অ্যাক্ট চালু করতে হবে, এবং কোর্টে যারা বিচার প্রার্থী তাদের থাকার জায়গা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সবমিলিয়ে এদিন আরামবাগ আদালতের ল ক্লার্করা তাদের দাবি পূরণের দাবিতে পথে নেমে

পুলিশ ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে অসামাজিক কাজের অভিযোগে ক্লাবে হানা বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ক্লাবে অসামাজিক কাজকর্ম সহ মদ গাঁজার আসর বসার অভিযোগ। এমনকি ক্লাব সদস্যদের বিরুদ্ধে তোলাবাজির বিস্তর অভিযোগ ছিল। ক্লাব সদস্যদের এই 'দাদাগিরি'তে এলাকার বাসিন্দা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী নাজেহাল হয়ে উঠেছিলেন বলে দাবি। দীর্ঘদিন ধরে এই অসামাজিক কাজ ও অত্যাচার বেড়েই চলেছিল বলে অভিযোগ। অবশেষে অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে ওই ক্লাবে হানা দেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। হুগলি জেলার চুঁচুড়া পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে পেয়ারাবাগান যুবগোষ্ঠী ক্লাবে এই ঘটনা ঘটেছে। যদিও এই নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি।

দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয়দের থেকে অভিযোগ যায় চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের কাছে। শুক্রবার চুঁচুড়া থানার পুলিশ ও স্থানীয় কাউন্সিলর অর্পিতা সাহাকে সঙ্গে নিয়ে সেই ক্লাবে হানা দেন তৃণমূল বিধায়ক। তাঁর দাবি, তিনি ক্লাবের ভিতর গিয়ে দেখেন, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মদের বোতল, গাঁজার কল্কে। যদিও সেই সময় ক্লাব সদস্যদের দেখা যায়নি। ক্লাবের ভিতর নেশার সামগ্রী পড়ে থাকতে দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল বিধায়ক। এরই মধ্যে কয়েকজন ক্লাব সদস্য সেখানে এলে ধমক দেন বিধায়ক। ওই ক্লাব সদস্যদের ব্যবসায়ীর কাছে ক্ষমা চাইতে বলেন তিনি। ক্লাবের ভিতর এই ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম যাতে না হয়, সেই বিষয়েও সতর্ক করা হয় বলে দাবি।

ঘটনার পর তৃণমূল বিধায়ক বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয়দের থেকে না ধরনের অভিযোগ আমার কাছে আসছিল। সেই কারণে প্রশাসনকে নিয়ে আজ আমরা এখানে এসেছি। আমার বিধানসভা এলাকা মগের মুলুক নয়, যে যা খুশি করে বেড়াবে। এখানে দাদাগিরি চলবে না। ক্লাবে বসে এইসব অসামাজিক কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজন হলে ক্লাব বন্ধ করে দেওয়া হবে।' ঘটনায় কটাক্ষের সুরে বিজেপি নেতা সুরেশ সাউ বলেন, 'ক্লাবের ভিতরে মদ গাঁজা খাওয়া চলছে। বিধায়ক নিজে গিয়ে সেটা বন্ধ করেছেন সেটা ভালো কথা। কিন্তু এই ক্লাবগুলোকে লাখ লাখ টাকা অনুদান দিয়ে অসামাজিক কাজ করার জন্য এতদিন ধরে কারা ইন্ধন জুগিয়েছেন।'

ওভারব্রিজের দাবিতে কাঁকসার বিডিওকে ডেপুটেশন বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড় স্টেশন সংলগ্ন ৩ নম্বর রেল গেটের ওপর ওভারব্রিজের দাবিতে শুক্রবার কাঁকসার বিডিওকে ডেপুটেশন জমা দিলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এদিন বিজেপির কাঁকসা ২ নম্বর মণ্ডলের পক্ষ থেকে কাঁকসার বিডিওর কাছে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়।

বিজেপি নেতা রমন শর্মা জানিয়েছেন, পানাগড় থেকে রেলপাড়ে যেতে গেলে তার মাঝে যে রেল গেট পড়ে, সেই রেলগেটে যে পরিমাণ যানজটের সৃষ্টি হয়, তা সকল মানুষ অবগত আছেন। ওই রেলগেটের ওপর একটি ওভারব্রিজ নির্মাণের জন্য বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ এসএস আলুওয়ালিয়াকে এলাকার মানুষ আবেদন করার পর তিনি এই বিষয়ে রেল মন্ত্রককে জানালে রেল মন্ত্রক ওই রেলগেটের ওপর একটি ওভারব্রিজ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি পাঠানো হয়েছে রেল মন্ত্রকের তরফ থেকে। কিন্তু রাজ্য প্রশাসন এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও রকম উদ্যোগ গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ। তাই দ্রুত যাতে ওই রেল গেটের ওপর ওভারব্রিজ নির্মাণ হয়, তার দাবি নিয়ে তাঁরা ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন। কাঁকসার বিডিও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

তার দাবি, ওভারব্রিজ নির্মাণ হয়ে গেলে রেলপাড়ের বাসিন্দাদের পাশাপাশি আরও প্রায় ১০ থেকে ১২টি গ্রামের মানুষের সুবিধা হবে। ছাত্রছাত্রীরা সময়ে স্কুলে যেতে পারবে। চাকরিজীবীরা সময়ে অফিসে পৌঁছতে পারবেন। এছাড়াও ওই রেল গেটে ঘন ঘন ঘটে চলা দুর্ঘটনার সংখ্যাও অনেকটাই কমবে বলে তাঁর দাবি।

উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা, কাঁকসা দু' নম্বর মণ্ডলের সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাস, জেলা কমিটির সদস্য রবি ওঝা,মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ চন্দ্র, যুব মোর্চার নেতা পঙ্কজ জয়সওয়াল, ন্যাশনাল কাউন্সিল মেম্বর মোহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত সদস্য সোমাই মাড্ডি, পঞ্চায়েত সদস্য আনন্দ কুমার সহ অন্যান্যরা।

ঋণের টাকা শোধ না দেওয়ায় ব্যবসায়ীর বাড়ি সিল বেসরকারি ঋণদানকারী সংস্থার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ছেলে ঋণের টাকা শোধ করতে না পারায় দু'দিন আগে ব্যাংকের কর্মীদের তাগাদার জেরে বর্ধমানের এক দম্পতি আত্মঘাতী হন বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার দু' দিন পরেই এবার কাঁকসার গোপালপুরের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঋণের টাকা না মেটানোর অভিযোগ উঠল। ঋণের টাকা শোধ না দেওয়ায় এবার কাঁকসার গোপালপুরের এক ব্যবসায়ীর বাড়ি সিল করল একটি বেসরকারি ঋণ প্রদানকারী সংস্থা। শুক্রবার সকালে কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সংস্থার আধিকারিকরা কাঁকসার গোপালপুরের সাহেব মণ্ডল নামে ওই ব্যবসায়ীর বাড়িতে যান। তাঁর বাড়ির আসবাবপত্র থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর তালিকা তৈরি করে গোটা বাড়ি সিল করা হয়। সণবাদমাধ্যমের সামনে কিছু না বললেও তাঁরা জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি কয়েক বছর আগে ব্যবসার জন্য ৩৭ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন। কিন্তু লোনের সেই টাকার কিস্তি গত ১ বছর ধরে দিচ্ছিলেন না। আধিকারিকরা খোঁজ নিলে তাঁদের বলা হয় ব্যবসায় ক্ষতি

হওয়ার কারণে তিনি লোনের কিস্তি দিতে অক্ষম বলে জানান। সংস্থার পক্ষ থেকে বহুবার তাঁকে সময় দেওয়া হলেও, ওই ব্যবসায়ী কোনও রকম সহযোগিতা করেননি বলে অভিযোগ। এরপরেই প্রশাসনের অনুমতি ও আইনের সাহায্য নিয়ে ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি সিল করেন সংস্থার আধিকারিকরা।

গ্রেপ্তার তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে তিন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে বেলদা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা নাগাদ বেলদা থানার পুলিশ ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে পেট্রোলিং করার সময় বেলদা থানার শুশীন্দা এলাকায় কয়েকজন যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশি ওয়ান শাটার বন্দুক। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যেই তাঁরা জড়ো হয়েছিলেন। এরপর পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের নাম দেবাশিস জানা, সন্দীপ পালুই ও সুরজিৎ দাস। দেবাশিস ও সন্দীপের বাড়ি কেশিয়াড়ি এবং সুরজিতের বাড়ি বেলদা থানার বিনোদপুর এলাকায়। ধৃতদের শুক্রবার দাঁতন আদালতে তোলে বেলদা থানার পুলিশ।

মদ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগে ধৃত এক যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মদ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগে পুলিশের জালে এক যুবক। জানা গিয়েছে, তাঁর কাছ থেকে পঁচিশ বোতল বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে শেওড়াফুলি জিআরপি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম সিভাম ভুঁইয়া (৩৫)। তাঁর বাড়ি বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলার ছোট তৌরি এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে নিতান্তই সন্দেহের বশে শ্রীরামপুর স্টেশনে সিভামকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালাতেই তাঁর ব্যাগ থেকে প্রায় পঁচিশ মদ উদ্ধার হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ত্রিশ হাজার টাকা। শুক্রবার অভিযুক্তকে শ্রীরামপুর আদালতে তোলা হয়।

ঘটনার বিষয়ে শেওড়াফুলি জিআরপি ওসি প্রদ্যুৎ ঘোষ জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শ্রীরামপুর স্টেশনে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। তারপরই বছর পঁচিশের বিহারের ওই বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে পঁচিশ বোতল মদ উদ্ধার হয়েছে।

মহিলা সংরক্ষণ বিলের কৃতিত্ব ঘুরিয়ে নিজেকেই দিলেন প্রধানমন্ত্রী!

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর: সংসদে কার্যত বিনা বিরোধিতায় পাশ হয়েছে মহিলা সংরক্ষণ বিল। মোদি সরকারের আনা আইনের পাশে সর্বসম্মতরূপেই রয়েছে বিরোধীরা। এদিন বিল পাশের আনন্দে উৎসবে মেতে ওঠে গোটা বিজেপি শিবির। আর সেই উৎসবের মধ্যমণি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অনুষ্ঠানে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন তিনি। মনে করিয়ে দেন এটা একটা দৃঢ় পদক্ষেপ। মহিলাদের উন্নয়নের যে নতুন যুগের সূচনার গ্যারান্টি মোদি দিয়েছিলেন এটা তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

এদিন অনেক কথাই বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের সব মহিলাকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি ধন্যবাদ দেন দেশের কোটি কোটি মানুষকে, যাঁরা তাঁদের এই আইন আনার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে 'মোদি গ্যারান্টি'র উল্লেখ করে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তিনি মিশিয়ে দিলেন 'ব্র্যান্ড মোদি'ও। যদিও প্রধানমন্ত্রী যখন জানতে চান, 'আজ যেটা সম্ভব হল, তা কী করে হল?' তাঁর প্রশ্নের উত্তরে চারপাশ থেকে মহিলারা 'মোদি মোদি' ধ্বনি তুলতে থাকেন। যা শুনে সলজ্জ হেসে মোদি বলেন, 'এটা মোদি নয় আপনারা করেছেন। কোটি কোটি দেশবাসী করেছেন। কিন্তু কী করে করলেন? এর সবচেয়ে বড় কারণ, কেননা দেশের জনতা, বিশেষ করে আমার মা-বোনেরা ভোট দিয়ে একটি সুস্থির সরকার বানিয়েছিলেন। আর তারই শক্তিতে এই সরকার সিদ্ধান্ত নিতে পারছে।' অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও দেশের আমজনতাকে ধন্যবাদ জানানোর সময় আগামী লোকসভা নির্বাচনেও তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়ার আর্জিও যেন পরোক্ষে জানিয়ে রাখলেন প্রধানমন্ত্রী। এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই লোকসভা নির্বাচনের কাউন্টডাউন কার্যত শুরু হয়ে গিয়েছে। বিরোধী ইন্ডিয়া জোট লাগাতার আক্রমণ করেছে মোদি সরকারকে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি যে 'ব্র্যান্ড মোদি'কে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে প্রচার চালাবে তা পরিষ্কার। এদিন মোদির কথাতে সেই বিষয়টিই স্পষ্ট হল। প্রসঙ্গত, এর আগে চন্দ্রযান ৩ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নামার সময়ও মোদিকে টিভির পর্দায় ভারতের পতাকা নাড়াতে দেখা গিয়েছিল। যা দেখে বিরোধীরা কটাক্ষ করেছিল, চন্দ্রযানের সাফল্য ইসরোর বিজ্ঞানীদের না দিয়ে নিজেই নিতে চাইছেন মোদি।

তবে সমালোচনা যতই হোক, এই কৌশল বজায় থাকবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। কেননা বিরোধীদের সমালোচনাতেও মোদির ভাবমূর্তি যে ভাবে টলেনি তা পরিষ্কার হয়েছে সাম্প্রতিক সমীক্ষাগুলিতেও। তাই মোদির মুখকেই যে প্রচারের হাতিয়ার করতে চাইবে গেরুয়া শিবির, তা পরিষ্কার। পাশাপাশি এও পরিষ্কার, মোদি নিজেও বারবার 'মোদি গ্যারান্টি'র উল্লেখ করবেন। বুঝিয়ে দিতে চাইবেন, দেশকে নেতৃত্ব দিতে তিনি এখনও প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। মহিলা সংরক্ষণ বিলের সাফল্য উদযাপনেও সেই কৌশল বজায় রাখলেন মোদি।

ইম্ফলে পুলিশ-বিক্ষোভকারী সংঘর্ষে আহত ১৫, কার্ফু জারি

ইম্ফল, ২২ সেপ্টেম্বর: পাঁচ যুবকের মুক্তির দাবিতে গত কয়েক দিন ধরেই রাজধানী ইম্ফল-সহ মণিপুরের বেশ কিছু জায়গায় নতুন করে বিক্ষোভ ছড়িয়েছে মেইতেইদের। তাদের মহিলা সংগঠন মীরা পাইবিস এবং ইম্ফলের ছ'টি স্থানীয় ক্লাবের নেতৃত্বে পূর্ব এবং পশ্চিম ইম্ফলে থানাগুলির সামনে বিক্ষোভ দেখান মেইতেই সম্প্রদায়ের হাজারো মানুষ। বৃহস্পতিবার সেই পরিস্থিতি চরমে ওঠে। একের পর এক থানা ঘেরাও করে হামলার চেষ্টা চালানো হয় বলে অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রে খবর, শয়ে শয়ে বিক্ষোভকারী পূর্ব ইম্ফল এবং পশ্চিম ইম্ফলের বেশ কিছু থানা ঘেরাও করেন। শুধু তাই-ই নয়, অভিযোগ, জোর করে থানায় ঢুকে হামলাও চালানো হয়। পূর্ব ইম্ফলের অ্যান্ড্রো এবং পোরোমপাট থানায় হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। অন্য দিকে, পশ্চিম ইম্ফলের সিংজামেই, কোয়াকেইথেল এবং মায়াংয়েও বেশ কয়েকটি পুলিশ চৌকিতে হামলা চালিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে হয়। দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

ইম্ফলের অন্যত্র যাতে অশান্তি ছড়িয়ে না পড়ে, তাই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে পূর্ব এবং পশ্চিম ইম্ফলে কার্ফু জারি করেছে প্রশাসন। রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে র‍্যাফ। গত শনিবার পাঁচ সশস্ত্র যুবককে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। সেই গ্রেপ্তারির পর থেকেই আবার নতুন করে অশান্তি ছড়ায় রাজধানী ইম্ফল-সহ মণিপুরের বেশ কিছু জায়গায়। মেইতেইদের দাবি, যে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁরা গ্রামরক্ষক এবং স্বেচ্ছাসেবী। কিন্তু পুলিশের পাল্টা দাবি, ধৃতদের সঙ্গে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের যোগ রয়েছে। পাঁচ যুবকের মুক্তির দাবিতে মঙ্গলবার মণিপুরে ৪৮ ঘণ্টার বন্ধ ডাকে মেইতেইদের মহিলা সংগঠন এবং ইম্ফলের বেশ কিছু স্থানীয় ক্লাব। সেই বন্ধের ভাল সাড়া পড়েছিল ইম্ফলে। বৃহস্পতিবার ইম্ফলে থানা ঘেরাওয়ের ডাক দেওয়া হয়। তখনই পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ বাধে।

মহিলা সংরক্ষণে ওবিসি কোটা চান উমা ভারতী

ভোপাল, ২২ সেপ্টেম্বর: লোকসভা এবং রাজ্যসভায় ইতিমধ্যেই পাশ হয়েছে মহিলা সংরক্ষণ বিল। ২ দশকের বেশি সময় ধরে আটকে থাকার পর নরেন্দ্র মোদি সরকারের আমলে পাশ হল এই বিল। এর জেরে লোকসভার আসনের ৩৩ শতাংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে। দেশের আইনপ্রণেতা হিসাবে মহিলাদের যোগদান বাড়াতেই এই উদ্যোগ। বিরোধী দলগুলিও এই বিল পাশ করানোর পক্ষে ভোট দিয়েছেন। তবে এই বিলে আরও বেশ কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্তির দাবিও জানানো হয়েছে। যেমন মহিলা সংরক্ষণ বিলের মধ্যেই ওবিসি মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট সংরক্ষণের দাবি তুলেছে কংগ্রেস। এ নিয়ে বিজেপির অস্বস্তি বাড়ালেন মধ্য প্রদেশের বিজেপি নেত্রী উমা ভারতী। বিজেপির এই মহিলা নেত্রীও ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণের পক্ষে সওয়াল করলেন। এ নিয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর ভোপালে ওবিসি নেতাদের নিয়ে একটি বৈঠকও ডেকেছেন।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাষ্ট্রসংঘকে তোপ ভারতের

নিউ ইয়র্ক, ২২ সেপ্টেম্বর: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কেন ব্যর্থ হল? সেই প্রশ্ন তুলেছে ভারত। আগ্রাসন থামিয়ে শান্তিপূর্ণ কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বের করার কথাও বলেছেন ভারতের প্রতিনিধি। প্রসঙ্গত, রাশিয়ার আগ্রাসনে রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতা নিয়ে বার্তা দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিও। স্পষ্ট ভাষায় রাষ্ট্রসংঘের সংস্কারও দাবি করেছেন তিনি।

নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনা চলাকালীন বক্তব্য রাখেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের সেক্রেটারি (পশ্চিম) সঞ্জয় ভার্মা। তিনি বলেন, 'এই সময় নিজেদের দুটো প্রশ্ন করতে হবে। প্রথমত, এই সমস্যার কোনও সমাধান আমাদের কাছে আছে? যদি না থাকে, তাহলে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কেন এই সংকটের মোকাবিলা করতে পারল না? রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম শক্তিশালী অঙ্গ এই নিরাপত্তা পরিষদ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখাই এর কাজ।'

একাধিকবার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত। রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চেও ফের সেই বিষয়টি তুলে ধরেন আধিকারিক। সঞ্জয় ভার্মা বলেন, 'ইউক্রেনের পরিস্থিতি নিয়ে ভারত যথেষ্ট চিন্তিত। মানুষের প্রাণহানির মূল্যে কোনও সমাধান পাওয়া যায় না। অবিলম্বে হিংসা থামিয়ে কূটনৈতিক আলোচনা শুরু হোক, এটাই আমাদের আবেদন।'

ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেই ভারতের আধিকারিক বলেন, পুরনো হয়ে যাওয়া কাঠামো পালটে ফেলার দরকার হয়। তা না হলে বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। যদি এই সমস্যাগুলো শুধরে নেওয়া না যায়, তাহলে প্রত্যাশা পূরণ করা যাবে না। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উঠেছে। কিন্তু চিনের বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়নি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ তুলে ধরে উদ্বেগ প্রকাশে পাশাপাশি রাষ্ট্রসংঘের কাঠামোর আমূল পরিবর্তনেরও দাবি জানাল ভারত।

লিভ ইন করতে পারেন দুই বিবাহিত নারী-পুরুষ

পরে বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে ধর্ষণের অভিযোগ চলবে না: দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর: দুই বিবাহিত পুরুষ এবং মহিলা চাইলে একত্রবাস বা লিভ ইন করতেই পারেন। কিন্তু পরে পুরুষ সঙ্গীর বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ আনা যাবে না। একটি মামলার প্রেক্ষিতে এমনই পর্যবেক্ষণ দিল্লি হাইকোর্টের।

বিচারপতি স্বরণাকান্ত শর্মার বেঞ্চ জানিয়েছে, স্বামী-স্ত্রী নন, এমন দুই প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিত পুরুষ এবং মহিলা চাইলে লিভ ইন করতে পারেন। অনেক সময় সমাজ সেটা মানতে পারে না। কিন্তু আইনের চোখে তা দোষের কিছু নয়। মামলার শুনানিতে বিচারপতি এ-ও জানান, অনেক সময় সমাজের চোখে যা কিছু নিন্দাজনক তা আইনের চোখে দোষের হয় না। তাই দুই বিবাহিত যুবক-যুবতী এক সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিলে সামাজিক নিন্দা হতেই পারে। কিন্তু সেখানে আইনের কিছু করার থাকে না। আইনত সেটা দোষেরও নয়। এর পরেই একটি কিন্তু জুড়েছে হাইকোর্ট। শুনানিতে বলা হয়েছে, দুই বিবাহিত পুরুষ এবং মহিলা নিজেদের ইচ্ছায় এক সঙ্গে আছেন, অথচ পরে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ আনলেন মহিলাটি, সেটা হবে না।

উল্লেখ্য, এক যুবক তাঁর বিরুদ্ধে আনা এফআইআর খারিজের আর্জি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আদালতে আবেদনকারী জানান, তিনি নিজে বিবাহিত। তাঁর যে একত্রবাসের সঙ্গিনী ছিলেন, তিনিও বিবাহিতা। কিন্তু একত্রবাসের সঙ্গীর বিরুদ্ধে থানায় সেই মহিলা অভিযোগ করে জানান যে, তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, আদালতে জমা দেওয়া আবেদনে মামলাকারী আবার প্রাক্তন সঙ্গিনীর বিরুদ্ধে কিছু অশালীন শব্দ ব্যবহার করেছেন বলে জানিয়েছে আদালত। তাই আদালত ওই যুবকের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজের নির্দেশ দিলেও তাঁর আবেদনপত্রে ব্যবহৃত বেশ কিছু শব্দ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে।

ছত্তিশগড়ে গাড়ি থেকে উদ্ধার সাড়ে ৩ কুইন্টাল রুপো, ধৃত ৩

রায়পুর, ২২ সেপ্টেম্বর: রাস্তায় নাকাতল্লাশি চালানোর সময় একটি গাড়ি থেকে বস্তা বস্তা রুপো উদ্ধার করল পুলিশ। সেই রুপোর পরিমাণ সাড়ে ৩ কুইন্টাল। যার বাজারদর সাড়ে ৩ কোটি টাকারও বেশি। এই বিপুল পরিমাণ রুপো উদ্ধার হয়েছে ছত্তিশগড়ের রাইপুরে।

পুলিশ জানিয়েছে, যে গাড়ি থেকে রুপো উদ্ধার হয়েছে, সেই গাড়ির নম্বরপ্লেটের রেজিস্ট্রেশন উত্তরপ্রদেশের। গাড়ির তিন সওয়ারিকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতেরা হলেন, সঞ্জয় আগরওয়াল, নাহর সিং এবং রিমকুমার সিং। ধৃতেরা পুলিশকে জানিয়েছেন, তাঁরা সকলেই উত্তরপ্রদেশের আগ্রার বাসিন্দা।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই রাজ্যের সীমানা এলাকাগুলিতে নাকাতল্লাশি চালানো হচ্ছে। তাঁরাও বৃহস্পতিবার রাতে নাকাতল্লাশি চালাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি গাড়িতে প্রচুর বস্তা দেখতে পান। সন্দেহ হওয়ায় গাড়িটিকে আটক করে বস্তাগুলি পরীক্ষা করতেই চমকে ওঠেন তাঁরা। প্রায় ৩০-৩৫টি বস্তা ছিল গাড়িতে। আর প্রতিটি বস্তায় রুপো ঠাসা। এই রুপো কী কাজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি গাড়ির সওয়ারিরা। শুধু তাই-ই নয়, রুপোর কোনও বৈধ কাগজপত্রও দেখাতে পারেননি তাঁরা।

কত পরিমাণ রুপো রয়েছে তা মাপার ব্যবস্থা করা হয়। সেগুলি মাপার পর জানা যায়, মোট রুপোর পরিমাণ ৩৫৫ কেজি। যার বর্তমান বাজারমূল্য ৩ কোটি টাকা। সবক'টি বস্তা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

eTender Notice

invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no: WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-18/23-24 GWM (SBMG-II FUND 2023-24) (2nd Cal) Memo No. 349/DEY/2023-24. Date. 21/09/2023. Last date of submission BID 03/10/2023 at 2.00 P.M. Technical Bid opening 05/10/2023 at 03.00 P.M. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet Shimultala, Krishnagar, Nadia

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-29/2ND CALL/2023-24** for **"E.I. work for Setting up of X-ray unit (DR - System) at Health Centre under Krishnanagar Municipality."** The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender id: **2023_MAD_574740_1.**
Sd/-
Chairman
Krishnanagar Municipality

Arui Gram Panchayat
Barpur, Pasonda, Madhabdihi, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

Tender are invited by Prodhan, Arui Gram Panchayat, for bonafied and resourceful Agency for different development works vide **NIT No.: 15/15th FC/AGP to 19/15th FC/AGP, Date: 22.09.2023.** Date of Dropping of Sealed Tender Form: On or before **29.09.2023 up to 03:00 PM.** Date of Opening: **03.10.2023 at 01:00 PM.** For any other information visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Arui Gram Panchayat

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality form well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in. Tender Notice No.1380,Dt. 21/09/2023** for Supply & delivery of 30 watt LED light fitting 100 nos and Fitting and fixing of outdoor LED light fitting 30 watt on existing PCC pole of this Municipal area. **Tender ID: 2023_MAD_575774_1 to 2.** Last Date of Bid Submission **30/09/2023 up to 17.00 Pm.**
S/D Kamal Adhikary,
Chairman
Kanchrapara Municipality

Gobindapur Gram Panchayat
Hatgobindapur, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) vide **i) Memo No.: GGP/681 & NIT No.: GGP/e-NIT-01/2023-24 (Sl. 1-13), Date: 22.09.2023 & ii) Memo No.: GGP/682 & NIT No.: GGP/e-NIT-02/2023-24 (Sl. 1-12), Date: 22.09.2023.** Documents Download/Sell & Bid Submission Start Date: **23.09.2023 from 10:00 Hrs.** Bid Submission Closing Date: **30.09.2023 up to 15:00 Hrs.** Technical Bid Opening Date: **03.10.2023 at 10:00 Hrs.** For details visit https://wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Gobindapur GramPanchayat

Sapuipara Basukati Gram Panchayat
Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development work(s) vide **Memo No.: 106/2023-24 & NIT No.: WB/HOW/BJ/SBGP/NIT-09/2023-24 (Sl. 1 to 3), Date: 22.09.2023.** Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): **22.09.2023 at 06:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **29.09.2023 up to 06:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **03.10.2023 at 11:00 AM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Sapuipara Basukati Gram Panchayat

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035

The Chairman invites e-Tender (Online) for the work of "Construction/ Repairing of Concrete & Bituminous Roads at Various Place under Baranagar Municipality", **NIeT No: WBMAD/ BM/ PWD/ NIT-71(e)/ 2023-24 Dated-20.09.2023, Tender ID No. 2023_MAD_574154_1 To 2023_MAD_574154_8.** Bid submission of end date (Online) is **03.10.2023 up to 4.55 P.M.** For details please log on to www.wbtenders.gov.in and visit www.baranagarmunicipality.org
Sd/- Chairman

Dhap Dhapi-1 Gram Panchayat
Kumarhat, Baruipur, South 24 PGS, 743387

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of different work(s). NIT details given below:-
1. **152/DD-1, Date: 23.09.2023, Fund: 15th FC. (Sl.- 1-6)**
2. **153/DD-1, Date: 23.09.2023, Fund: 15th FC. (Sl.- 1-6)**
3. **154/DD-1, Date: 23.09.2023, Fund: 15th FC. (Sl.- 1)**

Date of Publish of Tender: **23.09.2023 from 11:00 AM.** Last Date of Submit: **04.10.2023 up to 10:00 AM.** Date of Opening: **06.10.2023 at 11:00 AM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & ndersigned GP Office.
Sd/-, Prodhan
Dhap Dhapi-1 Gram Panchayat

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites Quotation vide quotation no. **13/Elec. (LED Street Light)/ C.M/2023-2024,Dt:-22-09-2023** for supplying item wise unit rate of LED Street light fittings. For further information please visit www.chakdahamunicipality.in

Bandul-II Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kasthakurumba, Dist.- Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) vide **i) Memo No.: BAN-II/397 & NIT No.: 55/2022-23 (Sl.-1), Date: 21.09.2023, ii) Memo No.: BAN-II/398 & NIT No.: 56/2022-23 (Sl.-1), Date: 21.09.2023 & iii) Memo No.: BAN-II/399 & NIT No.: 01/2023-24 (Sl.-1 to 4), Date: 22.09.2023.** Documents Download/Sell & Bid Submission Start Date: **22.09.2023 (For NIT- 55 & 56) & 23.09.2023 (For NIT- 01) from 18:00 Hrs.** Bid Submission Closing Date: **29.09.2023 (For NIT- 55 & 56) & 30.09.2023 (For NIT- 01) up to 18:00 Hrs.** Technical Bid Opening Date: **03.10.2023 (For NIT- 55 & 56) & 04.10.2023 (For NIT- 01) at 13:00 Hrs.** For details visit https://wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Bandul-II GramPanchayat

NOTICE INVITING e-TENDER

The Prodhan, Abujhati-II Gram Panchayat has invited e-Tender against **Tender Reference No. AGP-II/e-Tender-04/2023-24 Date : 21.09.2023** in this Gram Panchayat & **Tender Reference No. AGP-II/e-Tender- 05/2023-24 Date : 21.09.2023** in this Gram Panchayat. Bid Submission End Date and Time: **29.09.2023** up to 6.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) : **03.10.2023** at 11.00 A.M. Details Notice may be seen at **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Abujhati-II Gram Panchayet
Vill. & P.O.- Kulingram, P.S.- Jamalpur, Dist.- Purba Bardhaman

OFFICE OF THE
KAPASDANGA GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
KAPASDANGA, JAFRABAD, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: Kapasdangagpmj@gmail.com

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: **KGP-03/15th. CFC/2023-2024 & KGP-04/15th. CFC/2023-2024 Dated: 20-09- 2023.** The last date for online submission of tender is **30-09-2023 (Saturday); up to 12:00 Hours.**
For details please visit website: https://wbtenders.gov.in
Md. Kabirul Sk
(Prodhan, Kapasdanga G.P.)

CHHAYGHARIA GRAM PANCHAYET
NOTICE INVITING TENDER

Memo No.- Chhay/GP/475
Date- 14.09.2023
Online (E-Tender) Tender invited for various development work under Chhaygharia Gram Panchayet, Bongaon Block, North 24 Parganas. Date of downloading the document from- 14.09.2023 to 24.09.2023 Upto- 2.00 PM. For details logging the website- www.wbtenders.gov.in
Prodhan
Chhaygharia Gram Panchayat

W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
Website: www.wbagroindustries.com,
Email: wb.agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315

NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-33/23-24 dt. 22-09-2023
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-34/23-24 dt. 22-09-2023

E-tenders are invited by the Executive Engineer for supply, of Manual Implements/ Hand & Horticulture Tools and Sewing Maching/ Sal Leaf Plate Making Machine at any block of any District of West Bengal from Bonafied Manufacturers/ Dealers/ Distributors/ Vendors/ Agency/ contractors fulfilling eligiblility criteria.
Bid Documents will be available from **https://wbtenders.gov.in**
Last Date for Submission: 05/10/2023 at 16:30 hrs.

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
অবাধ গ্লোবাল ই-টেন্ডার নোটিশ

নং.সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২ তারিখ : ১৭.০৯.২০২৩। নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার দেখা যাবে নিম্নেপ্রদত্ত লিঙ্ক www.ireps.gov.in থেকে। সংশ্লিষ্ট ই-টেন্ডারের জন্য প্রস্তাব কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই দাখিল করা যাবে লিঙ্ক www.ireps.gov.in → login → E-Tender Stores/ Supply মাধ্যমে। টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের বিস্তারিত বা আইআরইপিএস সম্পর্কিত তথ্যাদি বিষয়ে, যদি কিছু থাকে, জানতে নিম্নোক্ত আধিকারিগণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন- ডে.সিএমএম/এইচকিউ/ সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, ০৩৪১-২৫২৫৫৯৪ বা এসএমএম/কন/এইচকিউ, ০৩৪১-২৫৩৫৬৩১। **অধিকরণের ঠিকানা** : পিসিএমএম/সিএলডব্লু/ চিত্তরঞ্জন এর অফিস। **ক্রম নং : (১) টেন্ডার নং : ৮৩২৩১০০২। দফার সংক্ষিপ্ত বিবরণ : রোলার বিয়ারিং সেট, প্রতি সেটে ০১টি** রোলার বিয়ারিং এনইউ ২২৪ই/সি৪, ০১টি রোলার বিয়ারিং এনজে ২১৯ ই/সি৪ এবং ০১টি থ্রাস্ট কলার এইচজে ২১৯ই, স্পেসি. নং ৪টিএমএস.০৯৫.০৬৫ রেভ-১ এবং আরডিএসও'র এফআরএস নং আরডিএসও/ইএল/এফআরএস/বিয়ারিং/০০১১-২০১৫ রেভ-'০'। **(ওয়ারেন্টির মেয়াদ : ৩০ মাস** ডেলিভারি তারিখের পর)। **পরিমাণ : ৩৬৮.০০ সেট। বায়না জমা (টাকায়)** : (ক) ৩৪২৮৮০.০০ (আইএনআর)/ (খ) ৪০০০.০০ (ইউএসডি)। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় (আইএসটি) : ১৬.১০.২০২৩ বেলা ১১টায়।**
PR2/170 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
"Like us on: www.facebook.com/clwrailways"

CORRIGENDUM

In partial modification of **e-Tender No.: 50/2022-23** of this office **Memo No.: 663, Date: 15.09.2023** extension of Bid Submission Closing Date, Bid Opening Date etc. will be fixed as per following schedule:-

Sl No.	Particulars	Date & Time (up to)	
		Will be fixed	In place of
1.	Documents Download/Sell End (Online)	26.09.2023 up to 05:00 PM	23.09.2023 up to 05:00 PM
2.	Bid Submission Closing Date (Online)	26.09.2023 up to 05:00 PM	23.09.2023 up to 05:00 PM
3.	Bid Opening Date for Technical Proposal (Online)	29.09.2023 at 12:00 PM	26.09.2023 at 12:00 PM
4.	Bid Opening Date for Financial Proposals (Online)	After Evaluation of Technical Bid	

Sd/-
Executive Officer
Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman

Notice Inviting Tender

The Bids is hereby invited on behalf of the Chairman, Ashokenagar - Kalyangarh Municipality.
Tender N.I.T. No. & Memo No.
N.I.T. No.:- AKM/03/ELECTRICAL WORK/2023-2024 (1st Call) & Memo No.:- AKM/3155/DEV/2023, Dated: 22/09/2023
Last dt & time of receiving of Application for tender paper
03.10.2023, 4.00 PM
Sd/-
Chairman
Ashokenagar-Kalyangarh Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 68 (2nd Call), 101 to 103/23-24 Dated. 22-09-2023

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Purulia, North 24 Parganas, Cochbehar and Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **23-09-2023 after 9.00 am.** Bid submission end date- **06-10-2023 before 6.00 pm** as per NIeT.
Dater : 22.09.2023 **Sd/- Executive Engiueer**

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার নং. ডিসিই-সিওএন-I-০৯-ওএফ-২০২৩-২৪ তারিখঃ ২০.০৯.২০২৩। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/I/ পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, আরএমএস বিল্ডিং, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** ই-টেন্ডার নং. ডিসিই-সিওএন-I-০৯-ওএফ-২০২৩-২৪ (পলাশী - জিয়াগঞ্জ-এর মধ্যে ডবল লাইনের পরিপ্রেক্ষিতে বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে ইয়ার্ড পুনর্নবীকরণ কাজের জন্য প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ, পি.ওয়ে কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের অবশিষ্ট অংশ)। **আনুমানিক মূল্যঃ** ₹ ৩.২২ কোটি (প্রায়)। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **বায়না অর্থঃ** ₹ ৩,১১,১০০/-। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **খোলার তারিখঃ** ১৩.১০.২০২৩ তারিখ বিকেল৩টে। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। CON-64/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development work(s) under **15th FC (Untied) Fund** vide **NIT No.: 337/KGP/2023 (Sl.- 01 to 03), Date: 20.09.2023.** Work Comp. Time: 120 Days. Document Download & Bid Submission Start Date (Online): **22.09.2023 at 06:30 PM.** Documents Download & Bid Submission End Date (Online): **09.10.2023 up to 05:00 PM.** Submission of EMD & Cost of Tender Paper (Offline): **10.10..2023 up to 01:00 PM.** Tender Opening Date (Online): **12.10.2023 at 10:00 AM.** For more details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Kanaipur Gram Panchayat

নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
নন্দকুমারপুর, মথুরাপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতি
email Id-nandakumarpurgp09@gmail.com

নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার রাস্তার বিভিন্ন কাজের জন্য (15th FC TIED & UNTIED FUND & SBM FUND) থেকে দরপত্র আহ্বান করেছেন। NIT NO- WB/NKPURGP/15th FC/ROAD/E-NIT-05/2023-24, Date- 20/09/2023 & NIT NO- WB/NKPURGP/ 15th FC/TUBEWELL/E-NIT- 06/2023-24, Date- 20/09/2023, NIT NO- WB/NKPURGP/15th FC/ TUBE-WELL/E- NIT-07/2023-24, Date-22/09/2023, NIT NO- WB/NKPURGP/15th FC/ROAD /E-NIT-08/2023-24, Date- 22/09/2023 Closing Date- 05/10/2023, Opening Date- 09/10/2023, Time- 11.00 PM, Online Tender সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য www.wbtenders.gov.in যোগাযোগ করুন।
ধন্যবাদান্তে, প্রধান
নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৩-২৪-১৩, তারিখ ঃ ২১.০৯.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ৩টার আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটি দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** (১) খড়গপুর ডিভিসন টিআরআর (পি) -২২.৩৯৬ কিমি., (২) খড়গপুর ডিভিসন টিআরআর (এস)- ৫.১৯ কিমি., (৩) খড়গপুর ও খড়গপুর-ভদ্রক-টিএসআর (পি)- ৩৩.৭৮৬ কিমি., (৪) খড়গপুর ডিভিসন- সিটিআর (এস)- ২.৯৯৫ কিমি. ও টিআরআর(এস)- ০.১০২ কিমি., (৫) খড়গপুর ডিভিসন- টিআরআর (পি)- ৪৫.৯৩৭ ট্র্যাক কিমি., (৬) খড়গপুর-ভদ্রক-টিএসআর (পি)- ২.২৮১ ট্র্যাক কিমি. ও বাগনান-বালিচক-টিআরএস (পি)- ২১.৬৫০ ট্র্যাক কিমি., (৭) খড়গপুর-ভদ্রক-সিটিআর (এস)- ১৩.৮৬১ ট্র্যাক কিমি. ও টিআরআর (এস)- ০.৬৯০ ট্র্যাক কিমি., (৮) পাঁশকুড়া-তমলুক ঃ পিএইচ-৩১ ট্র্যাক রিনিউয়াল-এর অধীনে ১.৮০ ট্র্যাক কিমি.-র জন্য টিআরআর (পি), (৯) পাঁশকুড়া-হলদিয়া (ডাউন ও এসএল)- সিটিআর(পি)- ১.৩৩৭ ট্র্যাক কিমি. ও (১০) পাঁশকুড়া-হলদিয়া (আপ)- সিটিআর (পি)- ১.০৩২ ট্র্যাক কিমি.। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১৭,১৩,৬০৮.৪০ টাকা। **ইএমডি ঃ** ৩৪,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ১৭.১০.২০২৩। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **জমার তারিখ ঃ** ১৭.১০.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানতে ও অনলাইনে বিড জমা করতে আগ্রহী টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোন ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন।
(PR-630)

DEBRA THANA SKS MAHAVIDYALAYA
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur-721124
Phone- 03222-243400, www.debracollege.ac.in

Notice Inviting E tender

MemoNo.3229/dtsksm/23 Reference No. dtsksm/NIT50/23 Dated:20-09-2023, **Tender ID 2023_DHE_573721_1**
E-Tenders are invited from eligible Contractors//agencies/having successfully completed Similar nature of works with adequate working experience and financial capabilities. Intending bidder may download the tender documents from the website **https://wbtenders.gov.in.**

1	**Name of the work**	**Upgradation of Hall 2 (Vivekananda Sabhagriha)**
2.	E-NIT Publish Date	21-09-2023-at 9.00 am
3.	**Bid Submission End Date.**	**27-09-2023 at 4.00 pm**

(Dr. Rupa Dasgupta)
Principal

Nabagram Gram Panchayat
P.O.- Keyatala, P.S.- Baruipur, Dist.- South 24 PGS

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of different works. NIT details given below: **NIT No.: 98/15th FC/NGP/2023-2024,(Tender ID:- 2023_ZPHD_573877_1, 2023_ZPHD_573877_2, 2023_ZPHD_573877_3, 2023_ZPHD_573877_4, 2023_ZPHD_573877_5, 2023_ZPHD_573877_6, 2023_ZPHD_573877_7, 2023_ZPHD_573877_8,2023_ZPHD_573877_9,, 2023_ZPHD_573877_10, 2023_ZPHD_573877_11, 2023_ZPHD_573877_12, 2023_ZPHD_573877_13, 2023_ZPHD_573877_14, 2023_ZPHD_573877_15, 2023_ZPHD_573877_16, 2023_ZPHD_573877_17, 2023_ZPHD_573877_18) Date:-21.09.2023** (total Scheme 18 nos) **Fund: 15th FC** & all work completion time 90 days. Document Download from-**21.09.2023 at 18:10 Hrs. to 29.09.2023 at 18:00 Hrs.** Date of Bid Submission: **21.09.2023 at 18:10 Hrs. to 29.09.2023 at 18:00 Hrs.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-, Prodhan
Nabagram Gram Panchayat

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয় ভারতীয় দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপের আগে শেষ তিনটি ম্যাচ। সব কিছু ঠিক ঠাক আছে কিনা দেখে নেওয়ার শেষ সুযোগ রাহুল দ্রাবিড়, রোহিত শর্মাদের সামনে। কিন্তু তাঁরা যা দেখ লেন, তাতে স্বস্তিতে নাও থাকতে পারেন। ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজরে প্রথম দু'ম্যাচের অধিনায়ক লোকেশ রাহুলের উইকেটরক্ষক হিসাবে পারফরম্যান্স চিন্তা বৃদ্ধি করবে তাঁদের। উদ্বেগ থাকবে চোট সারিয়ে ফেরা আর এক ক্রিকেটার শ্রেয়স আয়ারকে নিয়েও। আবার এশিয়া কাপে নিয়মিত সুযোগ না পাওয়া মহম্মদ শামিকে দেখে স্বস্তি পেতে পারেন দ্রাবিড়, রোহিতেরা। যদিও ৮ বল বাকি থাকতে ৫ উইকেটে ২৮১ রান তুলে জয় পেল ভারত।

টস জিতে প্রথমে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে পাঠান রাহুল। ৫০ ওভারে অস্ট্রেলিয়া তোলে ২৭৬ রান। এশিয়া কাপের অধিকাংশ ম্যাচে সাজঘরে কাটানো শামি নজর কাড়লেন। ইনিংসের শুরুতে, মাঝে, শেষে; যখনই বল করতে এলেন, উইকেট তুলে নিলেন। ৫১ রান খরচ করে ৫ উইকেট নিয়ে এক দিনের ক্রিকেটে সেরা বোলিং করার পাশাপাশি বার্তা দিয়ে রাখলেন কোচ, অধিনায়ককেও। এশিয়া কাপ ফাইনালে ৬ উইকেট নেওয়া মহম্মদ সিরাজকে হয়তো কিছুটা চাপেও ফেলে দিলেন বাংলার জোরে বোলার। তবে দেড় বছর পর এক দিনের ক্রিকেট খেলতে নেমে ততটা দাগ কাটতে পারলেন না রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ৪৭ রান দিয়ে ১ উইকেট নিলেও, বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দলে জায়গা পাকা করতে হলে অভিজ্ঞ অফ স্পিনারকে আরও ভাল কিছু করতে হবে।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারদের কেউই বড় রান পেলেন না। তবে দলগত চেষ্টায় লড়াই করার মতো রান তুলল পাঁচ বারের বিশ্বজয়ীরা। ডেভিড ওয়ার্নার (৫২), স্টিভ স্মিথ (৪১), মার্নাস লাবুশেন (৩৯), ক্যামেরন গ্রিন (৩১), জশ ইংলিশেরা (৪৫) দলের ইনিংস এগিয়ে নিয়ে গেলেন। মার্কাস স্টোইনিসের ব্যাট থেকে এল ২৯ রান। ২১ রান করে অপরাজিত থাকলেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ খে লে ভারতে আসা অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারেরা মোহালির বাউন্সের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে কিছুটা সমস্যায় পড়লেন। একটি করে উইকেট পেলেন যশপ্রীত বুমরা, রবীন্দ্র জাডেজা।

উইকেটের পিছনে রাহুল পর পর বল গলালেন, ক্যাচ ফেললেন। বিশ্বকাপে তাঁর উপর কতটা ভরসা করা যাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হল। ফিল্ডারদের ছোড়া বল ধরতেও সমস্যায় পড়লেন রাহুল। প্রশ্ন তৈরি হল চোট সারিয়ে ফেরা শ্রেয়স আয়ারকে নিয়েও। পিঠের ব্যথায় এশিয়া কাপের শেষ দিকে খেলতে পারেননি। শুক্রবারও তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন থাকল। ফিল্ডিংয়ে সহজ ক্যাচ ফেললেন। ব্যাট করার সময় নিজের ভুলে রান আউট হলেন হাস্যকর ভাবে।

২৭৭ রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভাল করেন দুই তরুণ ওপেনার শুভমন গিল এবং রুতুরাজ গায়কোয়াড়। প্রথম উইকেটে তাঁদের জুটিতে ওঠে ১৪২ রান। এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলের অধিনায়ক রুতুরাজের ব্যাট থেকে এল ৭৭ বলে ৭১ রানের ইনিংস। ১০টি চার মারলেন তিনি। ঘরের মাঠে শুভমন করলেন ৬৩ বলে ৭৪। ৬টি চার এবং ২টি ছক্কা মারলেন শুভমন। প্রথম দুই ব্যাটার আউট হওয়ার পর ভারতের রান তোলার গতিও কমে গেল। শ্রেয়স (৩), ঈশানদের (১৮) ব্যর্থতা চাপে ফেলে দেয় ভারতকে। সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে সেই চাপ সামলানোর চেষ্টা করেন রাহুল। তাঁদের ষষ্ঠ উইকেটের জুটি-ই ভারতকে জয়ের দরজায় পৌঁছে দিল। পরিস্থিতি অনুযায়ী খেললেন তাঁরা। তাঁদের জুটিতে উঠল ৮০ রান। ৪৯ বলে ৫০ রান করে শন অ্যাবটের বলে আউট হলেন সূর্য। তাঁর ব্যাট থেকে এল ৫টি চার এবং ১টি ছয়।

শেষ বেলায় রাহুলকে ২২ গজে সঙ্গ দিলেন জাডেজা। দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়লেন তাঁরা। রাহুল অপরাজিত থাকলেন ৬৩ বলে ৫৮ রান করে। মারলেন ৪টি চার এবং ১টি ছয়। জাডেজা অপরাজিত থাকলেন ৩ রান করে। ১৯৯৬ সালের বিশ্বকাপের পর এই প্রথম মোহালিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচ ২৪ সেপ্টেম্বর।

পরিচয়পত্র মঞ্জুর, তাও চিনে ঢুকতে দেওয়া হল না অরুণাচলের তিন অ্যাথলিটকে

নয়াদিল্লি: নিয়ম অনুযায়ী এশিয়ান গেমসের জন্য তিন অ্যাথলিটের গেমস অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড করা হয়েছিল। আয়োজকদের তরফে তা মঞ্জুরও হয়েছিল। কিন্তু বিমান ধরতে গিয়ে বিপত্তি। চিনের হানঝাউয়ে পা রাখার জন্য যে নথি দেখাতে হয়, সমস্ত প্লেয়ারকে তা আগে থেকে পাঠিয়ে রেখেছিল হানঝাউ গেমসের আয়োজকরা। তা আর ডাউনলোড করতে পারেননি তিন উসু প্লেয়ার। কেন এমন হল তাঁদের সঙ্গে? খোঁজ নিয়ে জানা যাচ্ছে, এই তিনজনই অরুণাচলের প্লেয়ার। চিনের সঙ্গে সীমান্ত রাজনীতি কি এর সঙ্গে জড়িয়ে? তাই এই তিন অ্যাথলিটকে চিনে পা দিতে দেওয়া হল না?

তিন উসু প্লেয়ারের নাম লেইমান ওয়াংসু, অনিলু তেগা, মেপাং লামগু। যাঁদের চিনে হানঝাউ গেমসে উসু ইভেন্টে নামার কথা। চিনের ঢোকার অনুমতি না পাওয়ায় ওই দেশে তাঁরা ঢুকতে পারেননি। বিমানে উঠতেই পারেননি ওয়াংসু, তেগারা। বাকি টিম ও কর্তারা উড়ে গিয়েছেন চিনে। এই ঘটনায় তিন অ্যাথলিট যেমন ভেঙে পড়েছেন, তেমনই বিতর্কও দেখা দিয়েছে। এ বারের এশিয়ান গেমসে ৬৫০এরও বেশি ভারতীয় অ্যাথলিট অংশ নিচ্ছেন। তাঁদের নাম পাঠানোর পর আয়োজকদের তরফে অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড বা পরিচয়পত্র তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে চিনে পা দেওয়ার ভিসা। যা ডাউনলোড করে নিতে হয় অ্যাথলিটদের। কিন্তু তা ডাউনলোড করতে গিয়েই দেখা যায় বিপত্তি। মোট ১১জনের উসু টিম অংশ নেবে হানঝাউ গেমসে। তার মধ্যে তিনজনকে ঢুকতেই দেওয়া হল না। এক কর্তা বলেছেন, 'কোনও অ্যাথলিটকে যখন অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড দেওয়ার মানেই হল, তাকে ওই দেশে ঢোকার অনুমতিও দিয়েছে আয়োজকরা। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে সেই কার্ড ওরা কেউই ডাউনলোড করতে পারেনি। যে কারণে বিমানেই উঠতে পারেনি তিন উসু প্লেয়ার।' জানা গিয়েছে, এশিয়ান গেমসে ভারতের শেফ দ্য মিশন ভূপেন্দ্র সিং বাজওয়া হানঝাউ গেমসের আয়োজক ও এশিয়ান অলিম্পিক কাউন্সিলকে পুরো ব্যাপারটা জানিয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে আয়োজকদের তরফে কোনও কিছুই জানানো হয়নি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ রিজিজু যাতে এই পুরো ব্যাপারটা দেখেন, তিন উসু প্লেয়ার আবেদন করেছেন। এ বছরের জুলাই মাসেও এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। বিশ্ব ইউনিভার্সিটি মিটের জন্য উসু টিমে থাকা এই তিন অ্যাথলিট লেইমান ওয়াংসু, অনিলু তেগা, মেপাং লামগুকে স্টেপলড ভিসা দেওয়া হয়েছিল। প্রতিবাদে পুরো উসু টিম নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিল ওই টুর্নামেন্ট থেকে। তাতেও যে ছবি বদলায়নি, আবার প্রমাণ হয়ে গেল।

রান আউটের সুযোগ নষ্ট থেকে ভূরি ভূরি মিস, রাহুলের কিপিং নিয়ে ক্ষুব্ধ নেটদুনিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ানডেতে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন লোকেশ রাহুল। উইকেট কিপিংও করছেন তিনি। সেই লোকেশ রাহুল অজি ব্যাটার লাবুশেনকে রান আউট করতে পারেননি। আর তার ফলেই ভক্তদের কটাক্ষের সম্মুখীন হন তিনি।

২৩-তম ওভারে লাবুশেনকে ফুলটস দেন রবীন্দ্র জাদেজা। শর্ট কভারে বল ঠেলে রানের জন্য দৌড় শুরু করেন লাবুশেন। কিন্তু প্রায় হাফ পিচ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার পরে তাঁর সতীর্থ ফেরত পাঠান লাবুশেনকে। সূর্যকুমার যাদব উইকেট কিপারের দিকে বল ছোড়েন। বল নিচে নেমে গিয়েছিল। উইকেট কিপার রাহুলের বাঁ দিকে ছিল বলটা।

ভারত অধিনায়ক রাহুল ঠিক মতো ধরতে পারেননি বল। ফলে রান আউটের সুযোগ নষ্ট করেন রাহুল। লাবুশেনকে রান আউট করতে না পারায় ভক্তরা আক্রমণ করেন রাহুলকে। সেই সময়ে অজি তারকা ১১ রানে ব্যাট করছিলেন। কটাক্ষ করে এক ভক্ত রাহুলকে লেখেন, দউইকেট কিপার হিসেবে আজ অত্যন্ত জঘন্য.দ আরেক ভক্ত লিখেছেন, দরাহুল একাধিক সুযোগ নষ্ট করেছেন। আর এটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। শুধু শুধু নিজেকে চাপে ফেলে দিচ্ছে লোকেশ রাহুল। একটা থ্রোও ঠিকমতো ধরতে পারেনি ও। ওর দুর্বল কিপিং ছাড়াও দলের ফিল্ডিং অত্যন্ত নিম্নমানের হয়েছে। এটা মোটেও বিশ্বকাপের পারফরম্যান্স নয়।

'ফ্রেন্ডশিপ কাপ ২০২৩' জয়ী লাট্টু পাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, কলকাতা পুলিশের সফল উদ্যোগ

রূপম চট্টোপাধ্যায়

সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল, এই কথা কে মাথায় রেখে সাধারণ মানুষ ও প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে কলকাতা পুলিশ আয়োজন করেছিল ফুটবল টুর্নামেন্ট 'ফ্রেন্ডশিপ কাপ ২০২৩'। মোট ২৭ টি দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। যার মধ্যে ২১শে সেপ্টেম্বরের ফাইনাল ম্যাচে লাট্টু পাড়া স্পোটিং ক্লাব (মুচিপাড়া থানা) ও এইট স্টার ইউথ (গিরিশ পার্ক থানা) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ৪/০ গোলে এইট স্টার ইউথ কে পরাজিত করে ট্রফি জিতে নেয় লাট্টু পাড়া স্পোটিং ক্লাব। পাশাপাশি ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় জয়ী দলের হাতে। এবং রানার আপ এইট স্টার ইউথ ক্লাবের হাতে পুরস্কার হিসেবে তুলে দেওয়া হয় ১৫ হাজার টাকা। কলকাতা হেয়ার স্কুলের মাঠে অর্থাৎ নরেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী ক্রিয়াঙ্গনে এই ম্যাচের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেন্ট্রাল ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনর অফ পুলিশ মেহেতাব হোসেন, হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডক্টর জয়ন্ত ভট্টাচার্য, মুচিপাড়া থানার ওসি চিত্রাদীপ পাণ্ডে, তালতলা থানার ওসি নাসির আহমেদ, বৌবাজার থানার ওসি দেবজিৎ ভট্টাচার্য, সেন্ট্রাল ডিভিশনের মিহির পাল। এই ফুটবল ম্যাচের মধ্য দিয়ে পুলিশ জনসংযোগ নিবির করতে চাইছে।

ভলিবলে ফের চমক ভারতের, চাইনিজ তাইপেকে হারিয়ে শেষ আটে অমিত-হরিরা

হানঝাউ: এশিয়ান গেমসের শুরুতেই চমকে দিচ্ছেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। রোয়িংয়ে যেমন ধারাবাহিকতা তুলে ধরছেন, তেমনই টেবল টেনিসে চাইনিজ তাইপের বিরুদ্ধে ছেলেদের টিম ৩-০ জিতে ফেলেছে প্রথম ম্যাচ। এ সবের মধ্যে আবার চমকে দিল ভলিবল টিম। অমিত, হরি প্রসাদদের টিম উঠে পড়ল এশিয়ান গেমসের কোয়ার্টার ফাইনালে। দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে যে মনোবল তুঙ্গে সেটাই প্রমাণ হল ব্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা চিনা তাইপের বিরুদ্ধেও। ৩-০ সেটে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতের ভলিবল টিম। শেষ চারে শামিমউদ্দিন, ভিনিত, মুখুস্বামীদের মুখে জাপান। ভারতীয় টিমের আগুনে ফর্ম উস্কে দিচ্ছে পদকের স্বপ্ন।

চিনা তাইপে ভারতের থেকে অনেক শক্তিশালী টিম। আগ্রাসন থেকে রক্ষণ, শৃঙ্খলা; সবেতেই এগিয়ে তারা। কিন্তু টিম হিসেবে ভারতের ভারসাম্য যে অনেক বেশি, বিপক্ষকে নিয়ে অঙ্ক কষে কোর্টে নেমেছেন অমিত-হরিরা, তার প্রমাণ মিলল প্রথম সেট থেকেই। এক সময় প্রথম সেটে ১৫-২০তে পিছিয়ে ছিল ভারত। সেখান থেকে ২৫-২২এ জিতে যান তাঁরা। ২৭ মিনিটের সেটে জিততে তুমুল লড়াই করতে হয়েছে ভারতীয়দের। চিনা তাইপের সার্ভিস থেকেই পাল্টা পয়েন্ট তুলেছেন শামিমউদ্দিন, ভিনিত, মুখুস্বামীরা। দ্বিতীয় সেটেও তাইপে সমতা ফেরানোর জন্য মুখি য়ে ছিল। কিন্তু ভারতীয়রা এই পর্বে টিমগেমে ফোকাস করেন। শুরু থেকে যে ২ পয়েন্টের লিড নিতে পেরেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাই ধরে রাখা গিয়েছিল। ২৫-২২ পয়েন্টে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় সেট জেতে ভারত।

বিশ্ব ব্যাঙ্কিং ভারত দাঁড়িয়ে ৭৩এ। চিনা তাইপের ৪৩। অনেক এগিয়ে থাকা টিম তৃতীয় সেটে মরিয়া হয়ে কোর্টে নেমেছিল। তৃতীয় সেটের শুরুতে ১০-৫এ লিডও নিয়েছিল ভারত। সেখান থেকে চাইনিজ তাইপের আগ্রাসন চাপে ফেলে দিয়েছিল ভারতীয় ভলিবলারদের। ১১-১৪ থেকে ১৫-১৫ করে ফেলে তারা। কিন্তু ধৈর্য হারাননি ভারতীয় ভলিবলাররা। প্রতিটা পয়েন্টের জন্য লড়াই করেছেন। শেষ পর্যন্ত ২৫-২১এ জিতে নেয় ভারত।

লড়াই করেও হল না শেষ রক্ষা, প্রথম ম্যাচে হারতে হল ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: চিনের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ হেরে এশিয়ান গেমস অভিযান শুরু করেছিল ভারতীয় পুরুষ ফুটবল দল। যদিও দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয়ে ফিরেছে সুনীলরা। এবার প্রথম ম্যাচে হারের মুখ দেখতে হল ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলকেও। চাইনিজ তাইপেইয়ের বিরুদ্ধে হার ২-১ গোলে। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এগিয় গিয়েও ২-১ গোলে হারতে হল আশালতা দেবীদের। হারলেও ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের খেলা নজর কেড়েছে সকলের।

ম্যাচের প্রথম থেকে ফিফা ক্রমতালিকায় অনেকটা এগিয়ে থাকা চাইনিজ তাইপেইয়ের বিরুদ্ধে সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছিল ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রথমার্ধে প্রতিপক্ষকে ছাপিয়ে অঞ্জু-মণীষা আশালতারা। দুই প্রান্ত দিয়ে একের পর এক আক্রমণ গড়ে উঠছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কাদের কাজ হয়নি। ম্যাচে প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয় গোলশূন্যভাবে।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই গোল পেয়ে যায় ভারত। প্রথমে অঞ্জুর শট প্রতিপক্ষের রক্ষণের এক প্লেয়ারের গায়ে লেগে গোলে ঢুকে যাচ্ছি। সেই শট বাঁচান তাইনিজ তাইপেইয়ের গোলকিপার। মণীষা ফিরতি বলে ফের শট নেন। সেই বলও বাঁচিয়ে দেন ডিফেন্ডাররা। ফের ফিরতি বলে জোড়াল শট নেন অঞ্জু তামাং। সেই শট জালে জড়িয়ে যায়। পিছিয়ে পড়ে ম্যাচে ফেরার জন্য আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ায় চাইনিজ তাইপেই। ম্যাচের ৬৮ মিনিটে ম্যাচের সমতা ফেরাল চাইনিজ তাইপেই। লাই-দুরপাল্লার একটি শট মারেন এবং দারুণ গোল করেন। সমতায় ফেরে চাপ আরও বাড়ায় চাইনিজ তাইপেই। ম্যাচে ৮৩ মিনিটে গোলকিপার শ্রেয়া হুড্ডার ভুলে দ্বিতীয় গোল হজম করে ভারত। শ্রেয়া বক্সের ভিতরে আসা একটি লম্বা বলের গতিপথকে ভুলভাবে অনুধাবন করে, সুসান সু সহজে গোল করে চাইনিজ তাইপেইকে এগিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধান আর মেটাতে পারেনি ভারত।

সল্টলেক স্টেডিয়ামে চলেছে মোহনবাগান দলের অনুশীলন।

মেসির ফ্যানবয় হতে চান না ইন্টার মায়ামির গোলরক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসির আগমনে বদলে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল এবং মেজর লিগ সকার (এমএলএস)। তবে মেসির আগমনে সবচেয়ে বেশি বদল ঘটেছে ইন্টার মায়ামির। তিন মাস আগেও ব্যর্থতায় হাবুডুবু খেতে থাকা ক্লাবটিকে বলতে গেলে এককভাবে টেনে তুলেছেন মেসি। মাত্র দুই মাসের মধ্যে জিতিয়েছেন ক্লাব ইতিহাসের প্রথম শিরোপাও। একই সঙ্গে ইন্টার মায়ামিকে অন্য একটি টুর্নামেন্টের ফাইনালেও তুলেছেন বিশ্বকাপজয়ী এই আর্জেন্টাইন তারকা।

শুধু মাঠেই নয়, মাঠের বাইরেও চলছে মেসি,ম্যানিয়া। মেসির অটোগ্রাফ নিতে গিয়ে কেউ চাকরি হারাচ্ছেন আবার কেউ আটক হচ্ছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে। এমনকি সতীর্থরা ও প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়েরাও আবির্ভূত হচ্ছেন মেসির ভক্ত হিসেবে। এই তো কদিন আগেই মেসির কানাডিয়ান সতীর্থ কামাল মিলারও বলেছেন, মেসির খেলা দেখতে গিয়ে তিনি নিজের খেলায় মনোযোগ দিতে পারেন না।

তবে মেসির আরেক সতীর্থ মায়ামি গোলরক্ষক ড্রেক ক্যালেন্ডার অবশ্য এভাবে ভাবেন না। নিজেকে মেসির গুণমুগ্ধও ভাবতে চান না যুক্তরাষ্ট্রের এই গোলরক্ষক। বরং মেসির সঙ্গে একজন সাধারণ সতীর্থের মতো সম্পর্ক গড়ে তুলতে তিনি মনোযোগী। পাশাপাশি মেসি যাতে দলের ভেতর স্বস্তি বোধ করেন, সেই চেষ্টাও করেন বলে জানিয়েছেন ক্যালেন্ডার। সতীর্থ হিসেবে মেসি কেমন;তা জানাতে গিয়ে ইউএসওপেনকাপ ডটকমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্যালেন্ডার বলেছেন, 'সে একজন দারুণ সতীর্থ। সে লাজুক ধরনের মানুষ এবং মৃদুভাষী। আমি সব সময় ভেবেছি এই মানুষটি একটি নতুন লিগ এবং একটি নতুন দেশে এসেছে। সম্ভবত সে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই আমি সব সময় নিজের সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করি সে যাতে এখানে স্বাগত অনুভব করে। আমি নিজেকে

কখনো তাঁর ফ্যানবয় বা এ রকম কিছু হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করি না। আমার মনে হয় আমরা বেশ গড়পড়তা মানের একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছি।'

মাঠে ও মাঠের বাইরে;দুই জায়গাতেই মেসির অবদান স্মরণ করে ক্যালেন্ডার আরও বলেছেন, 'আমি এই খেলাটির জন্য, দলের জন্য তার নিবেদন দেখেছি। খুব অল্প সময় ধরে সে আমাদের সঙ্গে আছে। সে এমন কিছু দলে এনেছে, যা আমরা করার চেষ্টা করছিলাম। মাঠে এবং মাঠের বাইরে সে দারুণ কিছু অবদান রেখেছে। সে চায় দলের একজন হয়ে থাকতে। সে চায় আমাদের সতীর্থ হতে এবং সে খুবই বিনয়ী। এটা এমন কিছু যাকে আমি খ ুবই সম্মান করি। তাই সে যেভাবে অনুশীলন মাঠকে চালায় এবং সে অনুশীলন ও খেলাকে যেভাবে গুরুত্ব দেয়, আপনি এখনো তার চোখে সে আগুন দেখতে পাবেন। এটা দেখায় যে লড়াইয়ের জন্য, জেতার জন্য আমাদের কেমন মান দরকার।'

গত মরশুমের প্রতিশোধ এবারের উদ্বোধনে, বেঙ্গালুরুকে ২-১ গোলে হারাল কেরালা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত মরশুমে ঘরের মাঠে সুনীল ছেত্রীর বিতর্কিত ফ্রি কিকে হারের ক্ষতটা এখনও দগদগে ছিল। সেই প্রতিশোধটা এই মরশুমের শুরুতেই নিয়ে নিল কেরালা ব্লাস্টার্স। আইএসএলের দশম মরশুমের প্রথম ম্যাচে সেই ঘরের মাঠেই বেঙ্গালুরু এফসিকে ২-১ গোলে হারাল কেরালা। কেরালা ব্লাস্টার্সের হয়ে একটি গোল করেন আদ্রিয়ান লুনা। অপর গোলটি কেজিয়া ভিনদর্পের আত্মঘাতী গোল।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় দুই দলের মধ্যে। গত মরশুমের তিক্ততা যে এখনও দুই দলই কাটিয়ে উঠতে পারেনি তা খেলায় বলে দিচ্ছিল। ম্যাচের প্রথমার্ধে দুই দলই একাধিক গোলমুখী আক্রমণ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু কোনও দলই গোলের মুখ খ ুলতে পারেননি। তবে প্রথমার্ধে খে লার রাশ একটু হলেও বেশি ছিল সুনীল বিহীন বেঙ্গালুরুর হাতেই। প্রথমার্ধের খেলা শেষ গোলশূন্যভাবে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই গোলের জন্য ঝাঁপায় দুই দল। ম্যাচের ৫২ মিনিটে প্রতিপক্ষের ভুলে এগিয়ে যায় কেরেলা। কেজিয়া ভিনদর্পের একটি আত্মঘাতী গোল করে বসেন। কর্নার থেকে নেওয়া লুনার ক্রস ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালেই বল ঢুকিয়ে দেন বেঙ্গালুরু ডিফেন্ডার। এরপর দ্বিতীয় গোল আসে ৬৯ মিনিটে। দ্বিতীয় গোলটি করেন আদ্রিয়ান লুনা। যদিও এই গোলটি হয় গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সান্ধুর ভুলে। তাঁর ভুল বাড়ানো বল থেকেই গোল করে যান লুনা। ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়েও ম্যাচে ফেরার মরিয়া চেষ্টা করে বেঙ্গালুরু এফসি। একাধিক আক্রমণ গড়লেও কেরালার জমাটি রক্ষণ ভাঙতে পারছিল না বেঙ্গালুরুর অ্যাটাকিং লাইন। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে পরিবর্ত হিসেবে নামা কার্টিস মেইন একটি গোল শোধ করে। তবে তা যথেষ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে কেরালা ব্লাস্টার্স।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**